সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 11 | Issue 13
26 APR. - 02 MAY 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ১৩
২৩ বৈশাখ ১৪৩১
১৬ শাওয়াল ১৪৪৫হি.

বৃটেনের যেখানেই বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

পার্লামেন্টে বহুল আলোচিত ‘রুয়ান্ডা বিল’ পাস

আতঙ্কে অভিবাসন-প্রত্যাশীরা

- ১২ সপ্তাহের মধ্যে প্রথম ফ্লাইট যাবে রুয়ান্ডায়
- বিলের বিরুদ্ধে আইনজীবীদের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার

দেশ ডেস্ক, ২৬ এপ্রিল ২০২৪ : বিরোধী আইনপ্রণেতারা আপত্তি প্রত্যাহার করে নেওয়ায় যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের প্রস্তাবিত ‘রুয়ান্ডা বিল’ পাস হয়েছে। ২২ এপ্রিল সোমবার রাতে পাস হওয়া এই বিলটিকে আইনে পরিণত করে এবার অভিবাসনপ্রত্যাশীদের রুয়ান্ডায় পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাজ্য সরকার। আগামী ১০ থেকে ১২ সপ্তাহের মধ্যেই অভিবাসনপ্রত্যাশীদের নিয়ে প্রথম বিমানটি রুয়ান্ডার উদ্দেশে যাত্রা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিলটি পাস হওয়ার খবরে যুক্তরাজ্যে অবস্থান করা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

এ বিষয়ে একাধিক গণমাধ্যম জানিয়েছে, রুয়ান্ডা বিল পাস হওয়ার পর যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে অবস্থানরত আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ডার্বি শহরে অসংখ্য অভিবাসনপ্রত্যাশী বিলটি নিয়ে ভয় ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ব্রিটিশ স্কাই নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডার্বিতে আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিমধ্যে যুক্তরাজ্যে হোম অফিস থেকে চিঠি পেয়েছেন। এই চিঠিতে তাঁরা রুয়ান্ডায় অপসারণের ঝুঁকিতে আছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইরান থেকে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করা অভিবাসনপ্রত্যাশী হামজা স্কাই নিউজকে বলেন, ‘আমি খুব চাপে আছি। কী করব বুঝতে পারছি না। এই চিঠি এবং রুয়ান্ডা মাথা থেকে যাচ্ছে না।’

অন্যান্য আশ্রয়প্রার্থীও বলছেন-যদি তাঁরা জানতেন যে, তাঁদের রুয়ান্ডায় নির্বাসিত করা হবে, তবে তাঁরা কখনোই যুক্তরাজ্যে আসতেন না। সুদানে এক সময় নির্যাতনের শিকার হয়ে যুক্তরাজ্যে আসা অভিবাসনপ্রত্যাশী ফাহেদ বলেন, ‘আপনি জানেন, এখানে আসার আগে যদি তারা রুয়ান্ডায় পাঠানোর কথা বলত, তবে আমি কখনোই আসতাম না।’

ইরান থেকে আসা আরেক আশ্রয়প্রার্থী মাসুদ জানিয়েছেন-তিনি রুয়ান্ডায় নির্বাসিত হওয়ার ঝুঁকির জন্য অন্যান্য আশ্রয়প্রার্থীকে যুক্তরাজ্যে না আসার পরামর্শ দেবেন।

---- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডের খবরে হতবাক যুক্তরাজ্যবাসী

স্ত্রীকে হত্যার পর ২০০ টুকরো করলেন যুবক

দেশ ডেস্ক, ২৬ এপ্রিল ২০২৪ : যুক্তরাজ্যে ২৮ বছর বয়সী এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে দেহ ২০০ টিরও বেশি টুকরা করেন, যা যুক্তরাজ্যবাসীকে হতবাক করেছে। হত্যার পরে তিনি গুগলে সার্চ করে দেখেছিলেন-স্ত্রীকে হত্যা করে কী সুবিধা পাওয়া যাবে। এ ছাড়া তাঁকে কেউ তাড়িত করতে পারে কি না। এক কথায় বলতে গেলে,

তিনি গুগল থেকে স্ত্রী হত্যার লাভ-ক্ষতি জে নেছেন।

এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানা যায়, হত্যার পর টুকরা করা মরদেহ নদীতে ফেলার আগে এক সপ্তাহের বেশি সময় রান্নাঘরে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন এই খুনি। মরদেহ নদীতে ফেলতে সহায়তা করেছেন তাঁর এক বন্ধু।

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

নেতানিয়াহুকে ঋষি সুনাকের পরামর্শ

সময় এখন মাথা ঠান্ডা রাখার

দেশ ডেস্ক, ২৬ এপ্রিল ২০২৪ : কয়েক দিন আগেই ইসরায়েলি ভূখণ্ড লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে ইরান। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো চালানো এই হামলার পর ইসরায়েলও প্রতিশোধ নেওয়ার উপায় খুঁজছে। ইরানের হামলার জবাব দেওয়া হবে বলেও ঘোষণা দিয়েছেন ইসরায়েলি সেনাপ্রধান।

---- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

ria Money Transfer

Send Money to Bangladesh

Bank Deposit | Cash Pickup | Mobile Wallet

Fast | Safe | Guaranteed

Southeast Bank Limited | AB Bank | RUPALI BANK LIMITED | Rocket | JAMUNA BANK | BRAC BANK | bKash | নগদ

Download the Ria App

"Respect for all sums up London Enterprise Academy nicely. Pupils have pride in themselves and their school. They are polite, courteous and welcoming. They, too, are welcomed into school, regardless of their background or previous experiences" - **Ofsted, July 2022**

London Enterprise Academy

The school offers:

- New modern classrooms with laptops for every student
- A menu of enrichment activities to choose from
- Small class sizes with strong discipline
- High quality teaching and learning
- Broad and balanced curriculum
- Excellent GCSE results

Visit us for
Year 7,8 & 9 places

New outdoor playground

"The teachers never failed to keep the students motivated all the time"
- Year 11 parents

Thank you for the best secondary school experience! I've enjoyed my 5 years here
- Khadisa, Year 11

81-91 Commercial Road, London E1 1RD
E: info@londonenterpriseacademy.org T: 020 7426 0746
www.londonenterpriseacademy.org

International School Award | Eco-Schools England | DofE THE DUKE OF EDINBURGH'S AWARD | Partnership London SCITT | LPPA Leading Parent Partnership Award 2018-2021

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

MAN & VAN

Fruits & vegetable wholesale supplier

07582 386 922

www.klsmanandvan.co.uk

তিন সদস্যের অনুসন্ধান কমিটি গঠন

বেনজীরের দুর্নীতি তদন্তে নেমেছে দুদক

দেশ ডেস্ক, ২৬ এপ্রিল ২০২৪ : পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধান শুরু করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গঠন করা হয়েছে তিন সদস্যের অনুসন্ধান কমিটি। এ কমিটির মধ্যে রয়েছেন- উপপরিচালক হাফিজ ুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক নিয়ামুল হাসান গাজী এবং জয়নাল আবেদীন। কমিটির অনুসন্ধান তদারকের জন্য

---- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

ব্রাডফোর্ডে সন্তানের সামনে স্ত্রীকে খুন, স্বামী গ্রেপ্তার

দেশ ডেস্ক, ২৬ এপ্রিল ২০২৪ : ব্রাডফোর্ডে শিশু সন্তানের সামনে স্ত্রীকে হত্যাকারী স্বামী হাবিবুর মাসুমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নিহত ওই স্ত্রীর নাম কুলসুমা আক্তার। সম্প্রতি ব্র্যাডফোর্ড শহরে শিশু সন্তানের সামনেই তার মাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

---- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

যুক্তরাজ্যে পারিবারিক ভিসায় বড় পরিবর্তন

পরিবারের সদস্য আনতে বেতন থাকতে হবে ২৯ হাজার পাউন্ড

দেশ ডেস্ক, ২৬ এপ্রিল ২০২৪ : পরিবারের সদস্যদের যুক্তরাজ্যে নিয়ে আসতে এতদিন যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাতে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে যুক্তরাজ্য সরকার। গত ১১ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সরকারি এক বিবৃতিতে জ ানানো হয়েছে এ তথ্য।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন এবং নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন- এমন ব্যক্তিদের মধ্যে যারা নিজেদের পরিবারের সদস্যদের এখানে আনার জ ন্য স্পনসর হতে চান, তাদের বার্ষিক উপার্জন কমপক্ষে ২৯ হাজার পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩৯ লাখ ৮৪ হাজ ার ১০০ টাকা) হতে হবে। আগে এই

অর্থের পরিমাণ ছিল ১৮ হাজার ৬০০ পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় ২৫ লাখ ৫৫ হাজার ৩১৯ টাকা)।

অর্থাৎ শতকরা হিসেবে অর্থের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে ৫৫ শতাংশ। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, আগামী বছর ২০২৫ সালে এই অঙ্ক ৩৮ হাজার ৭০০ পাউন্ডে (বাংলাদেশি তাপমাত্রায় ৫৩ লাখ ১৬ হাজার ৭১২ টাকা) উন্নীত করা হবে।

'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লিভারলি যুক্তরাজ্যের

---- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

IFIC MONEY UK

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে টাইপ করুন

IFIC Money Transfer UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

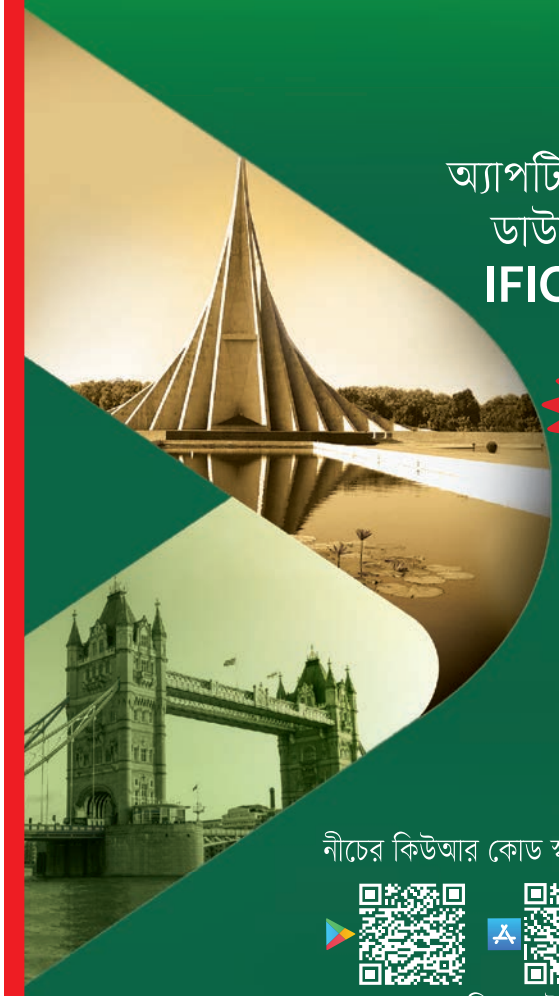

50% DISCOUNT ON FEE
When you will use promo code 'DESH'

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আইএফআইসি ব্যাংক এর ১৩৮০ টিরও বেশী শাখা-উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY Authorised

নিউইয়র্ক টাইমসের নিবন্ধ

মোদি কেন ভারতের মুসলমানদের 'অনুপ্রবেশকারী' বলেছেন?

ঢাকা, ২৪ এপ্রিল : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ক্ষমতা ভারতের মাটিতে সুরক্ষিত। 'হিন্দু-প্রথম' দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি গভীরভাবে নিবিষ্ট রয়েছেন মোদি। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতের অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক উত্থান ঘটিয়ে বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রনায়কের ভূমিকায় নিজের ভূমিকা তুলে ধরেছেন তিনি। এটি করার মাধ্যমে, তার দলের ধর্মীয় লাইনে ভারতের বৈচিত্র্যময় জনসংখ্যাকে মেরুকরণের পন্থা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন মোদি । কিন্তু তার নীরবতা নিরঙ্কুশ সমর্থন প্রদান করে চলেছে তার দলের সদস্যদেরই। যারা অ-হিন্দু সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করে চলেছে। তার দলের সদস্যরা নিয়মিতভাবে ঘৃণামূলক এবং বর্ণবিদ্বেষী ভাষা ব্যবহার করে চলেছে ভারতের ২০০ মিলিয়ন মুসলমানদের বিরুদ্ধে, এমনকি সংসদেও।

গত রোববার রাজস্থানের একটি সভায় গিয়ে মোদি বলেন, সরকারে থাকাকালীন কংগ্রেস বলেছিল দেশের সম্পদের উপর মুসলিমদের অধিকার সকলের আগে। অর্থাৎ দেশের সম্পদ বণ্টন করা হবে তাদের মধ্যে, যাদের পরিবারে বেশি সন্তান রয়েছে। অনুপ্রবেশকারীদের হাতে তুলে দেয়া হবে দেশের সম্পদ।

কংগ্রেসের ইশতেহারেই বলা হয়েছে, মা-বোনদের সোনার গয়নার হিসেব করে সেই সম্পদ বিতরণ করা হবে। মনমোহন সিংয়ের সরকার তো বলেই দিয়েছে, দেশের সম্পদে অধিকার মুসলিমদেরই। আপনাদের মঙ্গলসূত্রটাও বাদ দেবে না। বিশ্লেষকরা বলছেন, এই ধরনের বিভাজনমূলক ধর্মীয় মতাদর্শের প্রতিফলনমূলক অভিব্যক্তি তার রাজনীতিতে শুরু থেকেই ইন্ধন জুগিয়েছে । দেশের নজরদারি সংস্থাগুলি মূলত তার ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি-র ইচ্ছার

প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। বিদেশে, অংশীদাররা ক্রমবর্ধমানভাবে মোদি ভারতে যা করছেন তার প্রতি অন্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে কারণ তারা ভারতকে চীনের 'গণতান্ত্রিক কাউন্টারওয়েট' হিসেবে গ্রহণ করেছে।"মোদি বিশ্বের সবচেয়ে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদদের একজন, তাই হয়তো মোদি এই দায়মুক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করছেন" বলেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইনস্টিটিউট অফ পিস-এর দক্ষিণ এশিয়া প্রোগ্রামের সিনিয়র উপদেষ্টা ড্যানিয়েল মার্কি। প্রধানমন্ত্রী মোদি আন্তর্জাতিক সম্মানের লক্ষ্যে আধুনিক ভারতের নির্মাতা হিসেবে নিজেকে ফোকাস করছেন। তবে তিনি এমন এক উত্তরাধিকারও রেখে যেতে চান যে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পরে ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র হিসেবে দেশটির প্রতিষ্ঠাতা নেতাদের থেকে স্বতন্ত্রভাবে আলাদা। বিজেপির রাজনৈতিক শাখায় যোগদানের আগে মোদি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা জ.ঝ.ঝ-এর একজন সৈনিক হিসেবে এক দশকেরও বেশি সময় কাটিয়েছেন। ভারতকে একটি হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর লক্ষ্যে ১৯২৫ সালে এই ডানপন্থী সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করা হয় । যখন স্বাধীন ভারত বিভাজনে সম্মত হয়েছিল এবং মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান তৈরি করেছিল তখন আরএসএস এটিকে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে দেখেছিলো। তখনি ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমস্ত নাগরিককে সমান অধিকারের চিন্তাধারা ধাক্কা খায়। ক্ষোভের শিকার হন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

এক দশক ধরে জাতীয় ক্ষমতায় থাকাকালীন মোদি হিন্দু-ভাবধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সফল হয়েছেন। তিনি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য জম্মু ও কাশ্মীরের আধা-স্বায়ত্তশাসন বাতিল করেন। তিনি একটি নাগরিকত্ব আইন প্রণয়ন করেছিলেন যা ব্যাপকভাবে মুসলমানবিরোধী হিসেবে দেখা হয়। তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘ বিতর্কিত একটি প্লটে হিন্দু দেবতা রামের একটি বিশাল মন্দির নির্মাণে সাহায্য করেছেন। সেই জমিতে দাঁড়িয়ে থাকা মসজিদটি ১৯৯২ সালে হিংসার কবলে পড়ে। হিন্দু গোষ্ঠীগুলির দাবি এখানে আগে মন্দির ছিল। রাম মন্দির নির্মাণের এজেন্ডাকে সামনে রেখেই ক্ষমতায় এসেছিলেন মোদি। আরও গভীরভাবে বলতে গেলে, মোদি দেখিয়েছেন যে একটি হিন্দু রাষ্ট্রের বৃহত্তর লক্ষ্যগুলি মূলত ভারতের সংবিধানের সীমানার মধ্যেই অর্জন করা যেতে পারে- সাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানগুলিকে কো-অপ্ট করার মাধ্যমে।

তার দলের কর্মকর্তারা যে কোনও অভিযোগ খণ্ডন করতে প্রস্তুত। তারা বলেন, মোদি কীভাবে কারও প্রতি বৈষম্য করতে পারেন? কারণ সমস্ত ভারতীয় নাগরিক তার সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম মারফত সমানভাবে উপকৃত হয় যেমন- শৌচাগার, মাথার উপর ছাদ, মাসিক রেশন। বিশ্লেষকরা বলছেন, এই যুক্তিটি দেখায় যে কীভাবে মোদি গণতান্ত্রিক শক্তিকে ভারসাম্যের মধ্যে রেখে , একজন শক্তিশালী উদার ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন। ভারতের বুকে একটি দ্বিতীয় শ্রেণি আছে তা স্পষ্ট করার জন্য তিনি বাস্তবে নাগরিকত্বকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করেছেন। মোদির অধীনে কর্মকর্তারা, প্রকাশ্যে প্রার্থনাকে রাজনীতির সঙ্গে মিশিয়ে দেন, তারা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে লঙ্ঘন করে অন্যান্য ধর্মের প্রকাশ্য অভিব্যক্তির উপর ক্র্যাক ডাউন করেন।

যদিও বিজেপির মুখপাত্র টম ভাদাক্কান বলেছেন, মুসলিমদের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে, নয়াদিল্লিতে পশ্চিমা কূটনীতিকরা গণতান্ত্রিক মিত্র হিসেবে, সংখ্যালঘুদের টার্গেট করা থেকে শুরু করে বিরোধী এবং ভিন্নমতের বিরুদ্ধে তার দমন-পীড়ন সংক্রান্ত মোদির কিছু পদক্ষেপ নিয়ে তাদের অস্বস্তি যথাসম্ভব আড়াল করার চেষ্টা করেন। তারা স্বীকার করেন যে মোদি বৈশ্বিক ব্যবস্থায় বর্তমান সময়কে বিশেষভাবে কাজে লাগাচ্ছেন। ওয়াশিংটন-ভিত্তিক বিশ্লেষক মার্কি বলেছেন, মার্কিন সরকার চীনের অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক প্রতিকূল হিসেবে ভারতকে কাজে লাগানোর জন্য তার জাতীয় স্বার্থের বাইরে গিয়ে বিভিন্ন কারণে প্রকাশ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করা থেকে বিরত থেকেছে।

মার্কির মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অংশীদার দেশগুলির আচরণ পরিবর্তনে তার জনসাধারণের সমালোচনার ক্রমবর্ধমান সীমা উপলব্ধি করে। এটি সম্প্রতি বারবার উদাহরণ দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছিল যেখানে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু প্রেসিডেন্টের দাবি উপেক্ষা করেছিলেন যে ইসরাইলি সামরিক বাহিনী গাজা যুদ্ধের মধ্যে তার আচরণ পরিবর্তন করেছে। মার্কি যোগ করেছেন, মোদির সমালোচনা, মার্কিন রাজনীতিবিদদের জন্যও পা□া আঘাত হানতে পারে যারা ভারতীয় প্রবাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে চায় না। কিন্তু মোদি অনাক্রম্য নাও থাকতে পারেন কারণ তিনি যৌথ অস্ত্র তৈরি, উচ্চ প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং বুদ্ধিমত্তা ভাগ করে নেয়ার মতো ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্ব অনুসরণ করছেন।

মার্কি মনে করেন, মোদির অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে ওয়াশিংটনের ক্রমবর্ধমান অস্বস্তি ভারতের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য সহযোগিতার সীমাকে ধীরে ধীরে কমিয়ে দিচ্ছে। প্রশ্ন হল ওয়াশিংটন ভারতকে কতটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছুক। ভারতকে কি সব ক্ষেত্রেই মিত্র হিসেবে বিবেচনা করা হবে, নাকি ভিয়েতনাম বা সৌদি আরবের মতো অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করা হবে?

সারাদেশে তীব্র তাপ হাঁসফাঁস অবস্থা

ঢাকা, ২৪ এপ্রিল : কমছে না গরমের তেজ। তীব্র তাপপ্রবাহে হাঁসফাঁস অবস্থা মানুষের। বিশেষ করে বয়স্ক ও শিশুরা কষ্ট পাচ্ছে বেশি। খেটে খাওয়া মানুষেরও কষ্টের শেষ নেই। প্রতিদিনই হিটস্ট্রোকে মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরও তেমন কোনো সুবার্তা দিতে পারেনি। জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কারণে অস্বস্তি বিরাজ করতে পারে। গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল পাবনা জেলার

ঈশ্বরদীতে। এখানে তাপমাত্রা ছিল ৪০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ৩৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দাবদাহ থেকে বাঁচতে ও বৃষ্টি চেয়ে স্রষ্টার দরবারে হাত তুলেছেন ধর্মপ্রাণ মানুষ। বিভিন্ন জেলায় আদায় করা হয়েছে ইসতিসকার নামাজ। এমন পরিস্থিতিতে তাপপ্রবাহে নিজেকে সুরক্ষা রাখতে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ৪ দফা সুপারিশ দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

নাটোরের বড়াইগ্রামে কৃষি জমিতেই এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার চান্দাই ইউনিয়নের সাতইল বিলে তার মৃত্যু হয়। নিহত কৃষকের নাম রকুল হোসেন (৩০)। তিনি গাড়ফা উত্তরপাড়া গ্রামের হাজী আব্দুর রহিমের ছেলে। স্থানীয় পল্লীচিকিৎসক আসাদুজ্জামান রঞ্জু বলেন, সকাল থেকে কৃষি জমিতে কাজ করছিলেন তিনি। তীব্র দাবদাহ সহ্য করতে না পেরে পাশের জলাশয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর আগেই তার মৃত্যু হয়। পরে অন্য কৃষকরা তার মৃতদেহ উদ্ধার করে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। চান্দাই ইউপি চেয়ারম্যান শাহনাজ পারভীন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। অন্যদিকে রাজধানীর ওয়ারী এলাকার গুলিস্তান টোলপ্লাজার পাশের রাস্তায় মো. আলমগীর শিকদার (৪৫) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। অতিরিক্ত গরমে হিটস্ট্রোকে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। গতকাল সকাল ১১টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে আনা হলে দায়িত্বরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আলমগীর যাত্রাবাড়ীর পশ্চিম শেখদি এলাকার মৃত জমির শিকদারের ছেলে। ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ বাচ্চু মিয়া বলেন, ওয়ারী থেকে আসা ওই ব্যক্তিকে ঢামেকের জরুরি বিভাগে আনা হলে দায়িত্বরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। জরুরি বিভাগের চিকিৎসকের মাধ্যমে জানতে পারি যে, ওই ব্যক্তি অতিরিক্ত গরমে হিটস্ট্রোকে মারা যেতে পারেন। এর আগে সোমবার রাতে পটুয়াখালীর বাউফলে হিটস্ট্রোকে মোহাম্মদ শাহ আলম (৫০) নামের এক পুলিশ সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। তিনি পুলিশের ঢাকা গোয়েন্দা শাখায় কর্মরত ছিলেন। শনিবার তিনি ছুটিতে গ্রামের বাড়ি আসেন। সোমবার রাত ৯টায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে বাউফল উপজেলা হাসপাতালে নেয়া হয়।

বাংলাদেশ-কাতার ১০ চুক্তি সই

ঢাকা, ২৩ এপ্রিল : পাঁচটি চুক্তি এবং পাঁচটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে বাংলাদেশ ও কাতার। মঙ্গলবার দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের করবী হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির উপস্থিতিতে এসব চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই হয়।

পাঁচ চুক্তির মধ্যে আছে- উভয় দেশের পারস্পরিক বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সুরক্ষা সংক্রান্ত চুক্তি, দ্বৈতকর পরিহার ও কর ফাঁকি সংক্রান্ত চুক্তি, আইনগত বিষয়ে সহযোগিতা সংক্রান্ত চুক্তি, সাগরপথে পরিবহন সংক্রান্ত চুক্তি এবং দু'দেশের ব্যবসা সংগঠনের মধ্যে যৌথ ব্যবসা পরিষদ গঠন সংক্রান্ত চুক্তি।

পাঁচ সমঝোতা স্মারকের মধ্যে আছে- কূটনৈতিক প্রশিক্ষণে সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক, উচ্চশিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক, যুব ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক, শ্রমশক্তির বিষয়ে সমঝোতা স্মারক এবং বন্দর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক।

চুক্তিগুলোর মধ্যে প্রথমটিতে কাতারের পক্ষে বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন হামাদ আল থানি ও বাংলাদেশের পক্ষে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, দ্বিতীয়টিতে কাতারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সুলতান বিন সাদ আল মুরাইখি ও বাংলাদেশের অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান, তৃতীয়টিতে কাতারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সুলতান বিন সাদ আল মুরাইখি ও বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, চতুর্থটিতে কাতারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সুলতান বিন সাদ আল মুরাইখি ও বাংলাদেশের নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এবং পঞ্চমটিতে কাতার চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির চেয়ারম্যান শেখ খলিফা বিন জসিম আল থানি ও বাংলাদেশের ফেডারেশন অব চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (এফবিসিসিআই) প্রেসিডেন্ট মাহবুবুল আলম সই করেন।

সমঝোতা স্মারকগুলোর মধ্যে সব কটিতে কাতারের পক্ষে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সুলতান বিন সাদ আল মুরাইখি এবং বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা সই করেন।

আজ মঙ্গলবার সকাল সোয়া ১০টায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কাতারের আমিরকে ফুল দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একান্ত বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি। দুদেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী ও আমির। গতকাল সোমবার দুদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় আসেন কাতারের আমির। ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে তাকে লালগালিচা সংবর্ধনা দিয়ে স্বাগত জানান প্রেসিডেন্ট মো. সাহাবুদ্দিন।

নির্বাচন নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের মন্তব্য

মারাত্মক অনিয়মে নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হয়েছে

ঢাকা, ২৪ এপ্রিল : আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা বলেছেন, বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলো অবাধ ও সুষ্ঠু ছিল না। এর কারণ, মারাত্মক অনিয়মে নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। জাতীয় নির্বাচনগুলোতে ব্যাপকভাবে রিপোর্ট করা হয়েছে যে, সেগুলো অবাধ হয়নি অথবা নিয়ম লঙ্ঘন ছাড়া হয়নি। বাংলাদেশে ২০২৩ সালের মানবাধিকার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদনে এসব কথা বলেছে যুক্তরাষ্ট্র। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বাংলাদেশের স্থানীয় সময় রাত সাড়ে এগারটার দিকে প্রকাশ করা হয় ওই রিপোর্ট। বিশ্বের প্রায় সব দেশের ওপর প্রকাশ করা হয়েছে এই রিপোর্ট। এতে বাংলাদেশ অংশ তুলে ধরা হয়েছে ৭৯ পৃষ্ঠা। এতে বলা হয়, প্রধান বিরোধী দল বিএনপি'র চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে জেলখানা থেকে স্থানান্তর করে গৃহবন্দি অবস্থায় রাখা হয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় হলেও তাকে চিকিৎসা নিতে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না। এতে আরও বলা হয়েছে, ভিন্নমতাবলম্বী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে চালানো হচ্ছে খেয়ালখুশিমতো আটক ও গ্রেপ্তার।

আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা জোরপূর্বক গুম, হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। তবে ২০২৩ সালে এর সংখ্যা কম ছিল। তুলে ধরা হয়েছে সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকদের স্বাধীনতার বিষয়। এতে বলা হয়েছে, তাদের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন। তারা নিজেরা রিপোর্ট সেন্সর করতে বাধ্য হন। বিশেষ করে বাংলাদেশের নির্বাচন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, পর্যবেক্ষকরা বলেছেন, ২০১৮ সালে বাংলাদেশে যে নির্বাচন হয়েছে তা অবাধ ও সুষ্ঠু ছিল না। তা বিঘ্নিত হয়েছে অনিয়মে। এর মধ্যে আছে ব্যালট বাক্স ভরাট করা, বিরোধীদলীয় এজেন্ট ও ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে ভীতি প্রদর্শন। নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচারণাকালে, বিরোধীদলীয় প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে হয়রানি, ভীতি প্রদর্শন, খেয়ালখুশিমতো গ্রেপ্তার ও সহিংসতার বিশ্বাসযোগ্য বহু রিপোর্ট আছে। বছর জুড়ে পার্লামেন্টের শূন্য আসনে উপনির্বাচন ও স্থানীয় সরকারের নির্বাচনগুলো চিহ্নিত হয়েছে ভীতি প্রদর্শন, অনিয়ম ও সহিংসতা দিয়ে। রিপোর্টে আরও বলা হয়, পার্লামেন্টের একটি উপনির্বাচনের প্রচারণাকালে ১৭ই জুলাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের তারকা ও স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল হিরো আলমের ওপর হামলা চালায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে তার মামলা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তারা। নির্বাচনের দিনে তার

ওপর একটি ভোটকেন্দ্রে আবার হামলা হয়। সেখান থেকে তিনি সরে যাওয়ার পর হাসপাতালে ভর্তি হন। কিন্তু পুলিশ তাকে শাসকদলের সমর্থকদের হামলা থেকে সুরক্ষা দেয়নি। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে কর্তৃপক্ষ।

যুক্তরাষ্ট্রের ওই রিপোর্টে বলা হয়, বিরোধীদলীয় নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে দেওয়ানি ও ফৌজদারি অভিযোগ আনতে আইনপ্রয়োগকারী রিসোর্সগুলোকে কাজে লাগিয়েছে। বছর জুড়ে রাজনৈতিক বিক্ষোভের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে বিএনপি'র হাজার হাজার নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। বিএনপি এবং অন্য দলগুলোর এমন দাবিকে সমর্থন করে সংবাদ মাধ্যম। বলা হয়, আটক করা হয়েছে অভিযুক্ত অনেককে। মানবাধিকার বিষয়ক পর্যবেক্ষকরা বলেন, এসব অভিযোগের বেশির ভাগই ভিত্তিহীন। বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীরা ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি। বাংলাদেশে ইসলামপন্থি সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীর নেতারা ও সদস্যরা বলছেন, সাংবিধানিকভাবে মত প্রকাশের যে স্বাধীনতা ও সমাবেশ করার অধিকার আছে, তারা তা চর্চা করতে পারছেন না আইনপ্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের হয়রানির কারণে। খুবই কম ক্ষেত্রে তাদেরকে র‍্যালি করার অনুমতি দিয়েছে পুলিশ। কিন্তু অন্য সবটাতে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

উপজেলা নির্বাচন

জামায়াতের ২২ জনেরই মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার

ঢাকা, ২৩ এপ্রিল : এবারের উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর কোনো প্রার্থী নেই। কেন্দ্রীয়ভাবে নির্বাচন না করার সিদ্ধান্তের পর আজ সোমবার দলটির সব প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। আগামী ৮ মে প্রথম ধাপে ১৫০ উপজেলায় নির্বাচন হবে। ২১ মে দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনেও দলটির কেউ মনোনয়নপত্র নেননি বলে স্থানীয়ভাবে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে।

রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচন কমিশনে জামায়াতের নিবন্ধন নেই। তবু প্রথম ধাপের উপজেলা নির্বাচনে বিভিন্ন স্থানে জামায়াতের ২২ জন নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু দলের নীতিনির্ধারণী পর্ষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়ানোর পর জামায়াতের নেতারা তাঁদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার শুরু করেন। অবশিষ্টরা আজ প্রত্যাহার করেন।

জামায়াতের দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে যে শুরুতে এবার উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে কিছুটা নমনীয় ছিল দলটি। জয়ের সম্ভাবনা আছে, এমন উপজেলাগুলোয় নির্বাচন করার ব্যাপারে দলের মাঠপর্যায়ে বার্তা ছিল। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া ও প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও জেলা কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। পরে দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী

পরিষদে আলোচনার পর উপজেলা নির্বাচনে না যাওয়ার এ সিদ্ধান্ত হয়। কার্যত বিএনপি ও ধর্মভিত্তিক দলগুলোর অন্যতম বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন নির্বাচনে না যাওয়ায় জামায়াতও সরে দাঁড়ায়।

এ বিষয়ে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল হালিম বলেন, সবকিছু পর্যালোচনা করে জামায়াত উপজেলা নির্বাচন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যাঁরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যাহার করতে বলা হয়েছে। এরপরও কেউ প্রার্থী হলে, তাঁর বিষয়ে সংগঠন থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রীর দফতরের প্রতিবেদন

দুর্নীতির আঁতুড়ঘর চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দর

ঢাকা, ২৪ এপ্রিল : চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রতিটা শাখা অনিয়ম-দুর্নীতির আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটি শাখা, এস্টেট শাখা, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা ও বিমান সংস্থার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের ভয়ংকর চিত্র উঠে এসেছে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের এক প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনের বিষয়ে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিচালক উইং কমান্ডার তাসলিম আহমেদ বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর দফতরের ওই প্রতিবেদন নজরে আসার পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে যে পাঁচ সুপারিশ করা হয়েছে তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।’

জানা যায়, চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নানান অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ে মাস কয়েক আগে একটি গোপন প্রতিবেদন দেন প্রধানমন্ত্রীর দফতরের পরিচালক-৮ মোহাম্মদ রফিকুল আলম। গোপন ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, চট্টগ্রাম বিমানবন্দরের ভৌত নিরাপত্তায় নিয়োজিত অ্যাভসেক শাখার নিজস্ব নিরাপত্তা সদস্যরা বিমানবন্দরের বিভিন্ন পয়েন্টে যাত্রীদের কাছ থেকে বকশিশের নামে চাঁদাবাজি করে। এ ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে সোনা চোরাচালান,

ইয়াবা পাচার এবং বৈদেশিক মুদ্রা পাচারে সহযোগিতার অভিযোগ রয়েছে। প্রতিবেদনে বিমানবন্দরের এস্টেট শাখার বিরুদ্ধে উঠে আসে গুরুতর অভিযোগ। এ শাখায় কর্মকর্তারা বিমানবন্দরের টার্মিনালের স্পেস ইজারা কিংবা নবায়নে উৎকোচ গ্রহণ, ইজারাদারদের কাছ থেকে মাসোহারা আদায়, টেন্ডার প্রক্রিয়ায় যোগসাজশের মাধ্যমে আর্থিক সুবিধাগ্রহণসহ নানান অপরাধে যুক্ত। বেবিচক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় উন্নয়ন ও মেরামত কাজে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগসাজশে নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী সরবরাহ, অদক্ষ প্রতিষ্ঠানকে কাজ পাইয়ে দিতে সহায়তা এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে নিম্নমানের কাজের সহায়তার কথা উঠে এসেছে ওই প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিমানবন্দরে দায়িত্বরত ২০০ আনসার সদস্য যাত্রীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক টিপস আদায়, বিমানবন্দরের ড্রাইভওয়েতে প্রবেশের জন্য যাত্রীদের স্বজনদের কাছ থেকে জনপ্রতি ১০০ থেকে ২০০ টাকা আদায়, ড্রাইভওয়েতে অপেক্ষারত ড্রাইভারদের কাছ থেকে ২০০ টাকা করে আদায়সহ নানান অপরাধে যুক্ত। এবিবিএন সদস্যদের বিরুদ্ধে রয়েছে বিমানবন্দর ও সংলগ্ন এলাকায় ছিনতাই ও চাঁদাবাজির অভিযোগ। এ ছাড়া প্রবাসীদের ভয়-ভীতি দেখিয়ে মূল্যমান মালামাল ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। বিমানবন্দর ফাঁড়ি পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তারা সোনা চোরাকারবারিদের সহায়তা, মাসোহারার বিনিময়ে চোরাকারবারিদের এজেন্ট ও মালামালের নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছেন। আর বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস ও ফ্লাই দুবাই এয়ারলাইনসের বিরুদ্ধে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা সোনা চোরাচালানিদের সহায়তা, লো-প্রোফাইল যাত্রীদের ভিজিট ভিসার মাধ্যমে মানব পাচারসহ বেশ কিছু অভিযোগ। ওই প্রতিবেদনে পাঁচটি সুপারিশ করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে- চিহ্নিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা। রানওয়ে, এপ্রোন ও সমগ্র বিমানবন্দরে যে কোনো গাড়ি বের হওয়ার সময় তল্লাশি করা এবং বিমানবন্দরের যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত জনবলকে নিয়মিত পরিবর্তন।

নির্বাচন থেকে সরে বিএনপি নেতা বললেন

রিজভী ভাই ফোন করেছিলেন

ঢাকা, ২৩ এপ্রিল : জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদ থেকে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন উপজেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও আক্কেলপুর পৌর বিএনপির সদস্য আবদুল ওয়াহেদ। গতকাল সোমবার তিনি রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের আবেদন করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ফজলুল করিম বলেন, তিনজন প্রার্থীর মধ্যে আবদুল ওয়াহেদ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করায় এখন চেয়ারম্যান পদে লড়বেন দুজন। তাঁরা হলেন মো. মোকছেদ আলী মণ্ডল ও মো. নুরুন্নবী আরিফ। মোকছেদ আলী মণ্ডল জয়পুরহাট জেলা আওয়ামী লীগের বর্তমান সহসভাপতি ও মো. নুরুন্নবী আরিফ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এলাকা পরিচালক।

বিএনপি দলীয়ভাবে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেওয়ার পরও আবদুল ওয়াহেদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন।

তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত থাকার কথাও জানিয়েছিলেন। তবে হঠাৎ গতকাল বিকেলে তাঁর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আমাকে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য কেউ চাপ দেননি। আমাকে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী ভাই ফোন করেছিলেন। তাঁরই নির্দেশে আমার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছি।’

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS
We are registered licence holder in public practice

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE
Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk
quickbooks FreeAgent ClearBooks xero
Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।
প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্‌ অন করুন
www.barakah.info

131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)
App Store Google play
Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App
হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি টান্সফার
M: 07932801487
TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

BENECO financial services
1st time buyer Mortgage
বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।
মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?
- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে ‘ডিফল্ট’ হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

সারাদেশে বৃষ্টির জন্য হাহাকার

জেলায় জেলায় ইসতিসকার নামাজ

ঢাকা, ২৪ এপ্রিল : দেশের অর্ধেকের বেশি এলাকার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তাপপ্রবাহ। দাবদাহে নাভিশ্বাস উঠেছে মানুষের। হিটস্ট্রোকে মঙ্গলবারেও নয়জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। বন্ধ রয়েছে স্কুল-কলেজ। এমন পরিস্থিতিতে বৃষ্টির জন্য সৃষ্টিকর্তার কৃপা কামনা করে দেশের বিভিন্ন স্থানে মঙ্গলবার ইসতিসকার নামাজ আদায় করেছেন মুসল্লিরা। তবে এখনই বড় ধরনের বৃষ্টিপাত হয়ে তাপমাত্রা কমার কোনো সম্ভাবনা দেখছে না আবহাওয়া অধিদফতর। আবহাওয়া অধিদফতর বলছে, আজ চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ী ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি হতে পারে। শিলাবৃষ্টিও হতে পারে কোথাও কোথাও। তবে ঢাকাসহ দেশের অন্য কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। ফলে তাপপ্রবাহ আজ আরও বিস্তার লাভ করতে পারে। আবহাওয়াবিদ মো. বজলুর রশিদ গতকাল সন্ধ্যায় এ তথ্য জানান। এদিকে আবহাওয়া অধিদফতরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, গতকাল রাজশাহী, পাবনা, খুলনা, বাগেরহাট, যশোর ও পটুয়াখালী জেলার ওপর দিয়ে তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছিল। এ ছাড়া মৌলভীবাজার, রাঙামাটি, চাঁদপুর, বান্দরবান জেলাসহ ঢাকা, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগ এবং রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের অবশিষ্টাংশের ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে, যা আরও বিস্তার লাভ করতে পারে। আজ সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে, অপরিবর্তিত থাকতে পারে রাতের তাপমাত্রা। বাতাসে জলীয় বাষ্প

বেশি থাকায় অস্বস্তি বিরাজ করবে। আগামীকাল সিলেট বিভাগের দুয়েক জায়গায় কিছুটা বৃষ্টি হতে পারে। তবে বিরাজমান তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে। পরবর্তী পাঁচ দিনের আবহাওয়ায় উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় রাজশাহী বিভাগের পাবনার ঈশ্বরদীতে ৪০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঢাকা বিভাগে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল গোপালগঞ্জে ৩৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, রংপুর বিভাগের দিনাজপুরে ৩৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সিলেট বিভাগের শ্রীমঙ্গলে ৩৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, চট্টগ্রাম বিভাগের বান্দরবানে ৩৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, খুলনা বিভাগের যশোর ও খুলনায় ৪০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বরিশাল বিভাগের পটুয়াখালীর খেপুপাড়ায় ৪০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও ময়মনসিংহে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঢাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল তাপমাত্রা তুলনামূলক কম ছিল চট্টগ্রাম বিভাগে। এ বিভাগের অধিকাংশ স্থানে তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে ছিল।

ইসতিসকার নামাজ আদায় :

বৃষ্টির জন্য সৃষ্টিকর্তার কৃপা কামনা করে গতকাল ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসতিসকার নামাজ আদায় ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় দুহাত তুলে চোখের পানি ফেলেন মুসল্লিরা। রাজধানীর আফতাবনগর ঈদগাহ মাঠে গতকাল সকালে শায়খ আহমাদুল্লাহর ইমামতিতে ইসতিসকার নামাজ আদায় করেন শতাধিক মুসল্লি। নামাজ শেষে মুসল্লিদের নিয়ে খুতবা ও দোয়া করেন শায়খ আহমাদুল্লাহ। এ সময় তিনি বলেন, বনায়ন ধ্বংসের কারণে প্রতিবছর তাপমাত্রা বাড়ছে। এখনই সচেতন না হলে সামনের দিনে আরও বিপদে পড়তে হবে। খুলনা নগরীর শহীদ হাদিস পার্কে গতকাল সকাল ১০টায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ খুলনা মহানগর সভাপতি মাওলানা আবদুল আউয়ালের ইমামতিতে ইসতিসকার নামাজ আদায় করেন মুসল্লিরা। বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জে তিন দিনব্যাপী ইসতিসকার নামাজের আয়োজন করা হয়েছে। গতকাল প্রথম দিনে ইসতিসকার নামাজ আদায় করেন পাঁচ শতাধিক মুসল্লি। মোরেলগঞ্জ পৌরসভার মেয়র অ্যাডভোকেট মো. মনিরুল হক তালুকদারের আহ্বানে গতকাল সকাল ৭টায় উপজেলা সদর আবদুল আজিজ মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। নামাজ ও দোয়া পরিচালনা করেন মোরেলগঞ্জ বাজার চাউলাপট্টি জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব প্রভাষক মাওলানা মোহাম্মদ আলী।

অবৈধ অস্ত্রের ছড়াছড়ি

উপজেলা নির্বাচন ঘিরে বাড়ছে সংঘর্ষ মারামারি গুলি হত্যা

ঢাকা, ২৩ এপ্রিল : জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সহিংসতা, সংঘাতের রেশ কাটতে না কাটতেই স্থানীয় নির্বাচনকে ঘিরে উত্তপ্ত হচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত। হঠাৎ করেই আবার শুরু হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রদর্শন। বিজয় নিশ্চিত করতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে অস্ত্র দেখিয়ে অপহরণের ঘটনাও ঘটছে। বিশেষ করে তুচ্ছ ঘটনায় গুলির শব্দে আতঙ্কিত হচ্ছেন বিভিন্ন এলাকার নানা শ্রেণিপেশার সাধারণ মানুষ। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পক্ষে অংশ নেওয়া ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীরাই নিজেদের মধ্যে লিপ্ত হচ্ছেন ভয়াবহ সংঘর্ষে। দেশীয় অস্ত্রের পাশাপাশি তাদের হাতে দেখা যাচ্ছে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র। গুলিবিদ্ধ হয়ে এরই মধ্যে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে কাতরাচ্ছেন তাদের অনেকেই। মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির এক পরিসংখ্যান বলছে, স্থানীয় নির্বাচনগুলোকে কেন্দ্র করে গত মার্চ মাসে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১৭টি সহিংসতায় তিনটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আহত হয়েছেন মোট ৯২ জন। চলতি এপ্রিলে পাঁচটি ঘটনা ঘটেছে। এতে আহতের সংখ্যা ৩৬ জন। নিহত হয়েছেন চারজন। অপরাধ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অপরাধীকে রাজনৈতিক পরিচয় অনুযায়ী দেখা হলে সমাজে অস্থিরতা ক্রমেই বাড়বে। বর্তমানে যারা এর সুফল নিচ্ছেন তারাও এক সময় বিষয়টি টের পাবেন। তখন হয়তো আর কিছুই করার থাকবে না তাদের। এখনই এসব বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে ভয়ংকর পরিস্থিতির দায় নিতে হবে খোদ রাষ্ট্রযন্ত্রকেই। গত ১৩ এপ্রিল সন্ধ্যায় কুষ্টিয়ার ফুলবাড়িয়া উপজেলার শিমুলিয়া বাজারে উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আতাহার আলী হঠাৎ করেই তার সঙ্গে থাকা পিস্তল বের করে এলোপাতাড়ি গুলি করতে থাকেন। এতে হাসেম গাজী (৫৫) নামে স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ কর্মী এবং রেজাউল হক (৫০) নামে এক ভ্যানচালক মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন স্থানীয়রা। এ ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের এলাকায়। অভিযোগে জানা যায়, গত ডিসেম্বরে সংসদ নির্বাচনে নৌকার বদলে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ট্রাক প্রতীকের পক্ষে কাজ করায় আতাহার আলীর সঙ্গে এ নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল তাদের। বেশ কিছুদিন ধরে আতাহার আলীর লোকজন হুমকি দিয়ে আসছিল। এই ঘটনার এক দিন আগে ১২ এপ্রিল রাতে অভয়নগরের রাজঘাট বাজারে মোস্তাকের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন খুলনার ফুলতলা উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতা হেদায়েত হোসেন লিটু ও খায়রুজ্জামান সবুজ। হঠাৎ মোটরসাইকেলে দুজন ওই দোকানে এসে তাদের পিস্তল দিয়ে গুলি করেন। দুজনের পেটে গুলি লাগে। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে দ্রুত খুলনায় নিয়ে যান। দুই বছর আগে লিটুর বড় ভাই মোল্লা হেমায়েত হোসেন লিপুকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। তবে অতিসম্প্রতি গত ১৫ এপ্রিল পাঁচ ঘণ্টার ব্যবধানে নাটোরের সিংড়া উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী দেলোয়ার হোসেন ও তার ভাইসহ তিনজন অপহরণের ঘটনায় রীতিমতো তোলপাড় সৃষ্টি হয়। তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের শ্যালক লুৎফুল হাবীবের নির্দেশনায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করা হয়েছিল বলে পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে। অভিযুক্ত লুৎফুল হাবীবের প্রার্থিতা বাতিল করে নির্বাচন কমিশন। তিনি উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও শেরকোল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। পুলিশ সদর দফতরের উপমহাপরিদর্শক (অপারেশন্স, সম্প্রতি অতিরিক্ত আইজিপি পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) আনোয়ার হোসেন বলেন, আসলে প্রতিটি ঘটনায়ই মামলা হচ্ছে। অপরাধীরা গ্রেফতারও হচ্ছেন। অবৈধ অস্ত্রের বিষয়ে সব সময়ই বিশেষ দৃষ্টি থাকে পুলিশের। যেহেতু সামনে নির্বাচন, তাই নির্বাচন সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে বিশেষ নজরদারি চলছে। আমাদের প্রত্যাশা থাকবে নির্বাচনি আচরণবিধি মেনে চলবেন প্রার্থী ও তাদের সমর্থকরা। তিনি আরও বলেন, মঙ্গলবার (আজ) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে বিশেষ বৈঠক আছে। হয়তো কমিশন আরও কিছু নির্দেশনা দেবেন। পুলিশ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে। গত ১২ এপ্রিল রাত আড়াইটার দিকে লক্ষ্মীপুর জেলা সদরের চন্দ্রগঞ্জের পাঁচপাড়া এলাকায় ছাত্রলীগের চার নেতা-কর্মীকে কোপানো ও গুলি করার ঘটনায় একজন নিহত ও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। নিহত এম সজীব চন্দ্রগঞ্জ কফিল উদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি পদপ্রার্থী ছিলেন। আহত অন্যরা হলেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী সাইফুল পাটওয়ারী, সাইফুল ইসলাম জয় ও রাফি।

আদালতে মিতুর মা শাহেদা মোশাররফের জবানবন্দী

অন্য নারীর সঙ্গে বাবুলের সম্পর্ক জেনে ফেলায় হত্যা

ঢাকা, ২৪ এপ্রিল : সাবেক পুলিশ সুপার বাবুল আক্তারের পরকীয়া প্রেমের কারণেই মেয়ে মাহমুদা খানম মিতুকে হত্যা করা হয়েছে বলে আদালতে জানিয়েছেন মা শাহেদা মোশাররফ। গতকাল চট্টগ্রামের তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মো. জসিম উদ্দিনের আদালতে সাক্ষ্য দেন শাহেদা মোশাররফ। সাক্ষ্য দেওয়ার একপর্যায়ে তিনি বাবুল আক্তারের সাজা চেয়ে অঝোরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। এ সময় আদালতে এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত নারীর সঙ্গে বাবুলের বিয়েবহির্ভূত সম্পর্ক মিতু দেখে ফেলায় তাকে মানসিক অত্যাচার এবং পরবর্তীতে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে উল্লেখ করেন সন্তানহারা এ মা। আসামি বাবুল আক্তারের উপস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন তিনি। শাশুড়ির বিস্ফোরক বিভিন্ন তথ্যের বিপরীতে একেবারে নীরব ছিলেন বাবুল। দুপুর ১২টায় চাঞ্চল্যকর এ মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ শুরুর পর প্রথমে সাক্ষ্য দেন অবসরে যাওয়া পুলিশ পরিদর্শক মহিউদ্দিন মাহমুদ, যিনি ঘটনার সময় নগরীর পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) দায়িত্বে ছিলেন। এরপর সাক্ষ্য দিতে কাঠগড়ায় দাঁড়ান মিতুর মা শাহেদা মোশাররফ।

তিনি বলেন, আমার বড় মেয়ে মিতুর ২০০২ সালের ২৬ এপ্রিল বাবুল আক্তারের সঙ্গে বিয়ে হয়।

তখন বাবুল আক্তার বেকার ছিল। বিয়ের পর একেবারে শুরু থেকে তাদের সম্পর্ক তেমন ভালো ছিল না, মোটামুটি ছিল। পরে পুলিশে যোগদান করে। এরপর কক্সবাজারে এসপি (অতিরিক্ত পুলিশ সুপার) হিসেবে বদলি হয়। সেখানে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক নারীর সঙ্গে পরকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়ে। একদিন বাবুল আক্তার মিতুকে নিয়ে কক্সবাজারের একটি হোটেলে ওঠে। পাশের রুমে ওই নারীও ওঠে। ওই নারীর রুমে বাবুল আক্তারকে আপত্তিকর অবস্থায় মিতু দেখে ফেলে। তখন মিতু তাকে জিজ্ঞেস করে, সে এখানে কী করছে? বাবুল মিতুকে বলে বিদেশে যাওয়ার জন্য ল্যাপটপে কাজ করছে। তাদের দুজনকে এ অবস্থায় দেখে মিতুর খুব খারাপ লাগে। কিছুক্ষণ পর বাচ্চারা একা থাকায় মিতু তাদের রুমে চলে আসে। বাচ্চারা ঘুমিয়ে যাওয়ার পর সেও ঘুমিয়ে পড়ে।

মিতুর মা আরও বলেন, বাবুল ২০১৪ সালে মিশনে যায়। মিশনে যাওয়ার সময় তার একটি মোবাইল বাসায় রেখে যায়। ওই মোবাইলে বাবুল আক্তারকে দেওয়া ওই ভারতীয় বংশোদ্ভূত নারীর মেসেজ খুঁজে পায় মিতু।

একই সঙ্গে বাবুল আক্তারকে ওই নারীর উপহার দেওয়া দুটি ইংরেজি বই পায় মিতু। মিতু মেসেজ গুলো দুটি বড় পৃষ্ঠা ও দুটি ছোট পৃষ্ঠায় লিখে রাখে। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার ছোট মেয়ের বাসায় মিতু ও তার ছেলেমেয়েরা বেড়াতে যায়। মিতু তখন আমাকে পৃষ্ঠায় লেখা মেসেজগুলো দেয়। এসব কিছু আমাদের বলায় বাবুল মিতুর ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করে। এরপর মিতু তিন-চারবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

মিতুর মা বলেন, মিতু চট্টগ্রামের বাসা থেকে ঢাকায় চলে যাওয়ার চেষ্টা করে। ২০১৬ সালের জুনের ৪ তারিখ রাতে মিতু আমাকে ফোন দেয়। ফোন দিয়ে বলে, আম্মা মাহিরের স্কুল থেকে মেসেজ এসেছে। আমাকে খুব ভোরে মাহিরকে নিয়ে স্কুলে চলে যেতে হবে। ৫ জুন সকালে মিতুর বাসার পাশ থেকে একজন মহিলা আমাকে ফোন দেন। এরপর অঝোরে কাঁদতে থাকেন শাহেদা। আদালতের বেঞ্চ সহকারী নেছার আহম্মেদ বলেন, মিতু হত্যা মামলায় মিতুর মা শাহেদা মোশাররফসহ ৪৯ জনের সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ হয়েছে। শাহেদা মোশাররফের জেরা বাকি রয়েছে। আজ (বুধবার) মামলার দিন ধার্য করেছেন আদালত।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলো কোটি টাকার গাঁজার কেক-চকলেট

ঢাকা, ২৪ এপ্রিল : যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া থেকে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মাধ্যমে দেশে পাঠানো একটি পার্সেল জব্দ করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর (ডিএনসি)। দেখতে অনেকটা শিশুদের খেলনার মোড়কে পাঠানো এই পার্সেলে ছিল মাদক। জব্দ মাদকের মধ্যে রয়েছে গাঁজার নির্যাসযুক্ত (টেট্রাহাইড্রো ক্যানাবিনল) কুশ, গাঁজার কেক (ক্যানাবিস কেক) ও চকলেট (ক্যানাবিস ইনফিউজড গামিজ)। এ ঘটনায় 'জড়িত' তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা গেছে, টেট্রাহাইড্রো ক্যানাবিনল হলো গাঁজার নির্যাস দিয়ে তৈরি এক ধরনের রাসায়নিক। কুশ হলো হলো গাঁজার ফুল প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি করা মাদক। দেশে এসব মাদকের ব্যবহার কম। ফলে দেখে বোঝার উপায় নেই যে, সেগুলো মাদক। উদ্ধার করা মাদকের দাম প্রায় ১ কোটি টাকা। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের কর্মকর্তারা জানান, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে বাংলাদেশের ডাক বিভাগের বৈদেশিক শাখায় পার্সেলের মাধ্যমে আসছে এসব উচ্চমূল্যের মাদক। এসব মাদক তরুণ বয়সী একটি সংঘবদ্ধ চক্রের মাধ্যমে রাজধানীর অভিজাত এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। চক্রের সদস্য তিন তরুণ ইমরান আহমেদ রাজ (২০), মো. রাসেল মিয়া (২৯) ও মো. রমজান মিয়াকে (২০) গত সোমবার গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল রাজ ধানীর সেগুনবাগিচায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরে এক সংবাদ

সম্মেলনে সংস্থাটির মহাপরিচালক মুস্তাকিম বিল্লাহ ফারুকী জানান, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ডাকযোগে সন্দেহজনক একটি পার্সেল আ সার তথ্য তাদের কাছে ছিল। পার্সেলটি এমনভাবে মোড়কজ াত করা হয়েছিল, যাতে যন্ত্রের পরীক্ষায় (স্ক্যান) ধরা না পড়ে। ডাক বিভাগের সহযোগিতায় পার্সেলটির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তারা নিশ্চিত হন যে সেগুলো মাদক। তিনি বলেন, পার্সেলটির ওপর কোনো ঠিকানা লেখা ছিল না। শুধু একটি মুঠোফোনের নম্বর লেখা ছিল। এর সূত্র ধরেই আ শুলিয়ার কাঠগড়া বাজার থেকে মো. রাসেল মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন। পরে তার কথার সূত্র ধরেই বাকি দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। মহাপরিচালক বলেন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে এ ধরনের মাদক কার মাধ্যমে আসে, কারা সেবন করে, সে বিষয়গুলো তারা নিশ্চিত হতে পারেননি। গ্রেফতার তিন ব্যক্তিকে রিমান্ডে এনে জি জ্ঞাসাবাদ করা হবে।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জ বাবে মহাপরিচালক বলেন, ক্যালিফোর্নিয়ায় এসব মাদক বৈধ কিংবা অবৈধ সেটি বিষয় না। বাংলাদেশে এই মাদক অবৈধ, তাই বাংলাদেশে এই মাদক পাঠানো আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। বাংলাদেশে এটা অবৈধ জেনেই তারা বাচ্চাদের খেলনার প্যাকেটে মাদক পাঠিয়েছে। এই পার্সেলটি যে কোনো আমেরিকান নাগরিক পাঠিয়েছেন বিষয়টি এমন নয়। ওখানে বসবাসরত অন্য কোনো দেশের নাগরিকও পাঠাতে পারেন।

তরুণরা কীভাবে কোটি টাকার মাদকের কারবার করে আ সছিল এমন প্রশ্নের জবাবে ডিজি বলেন, গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে একজন একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মার্কেটিং অফিসার। আ মরা তদন্তে জানার চেষ্টা করব তাদের অর্থের উৎস কী এবং তারা কীভাবে অর্থ সেখানে পাঠিয়েছে। এর সঙ্গে মানি লন্ডারিং জড়িত থাকতে পারে। তাদের পেছনে আ রও কেউ আছে কি না এমন সব বিষয়ে তদন্ত করব।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, কর্মকর্তারা একটি কার্টনের ভিতর ছয়টি প্যাকেটের মধ্যে থেকে ১ হাজার ৩৫০ গ্রাম কুশ উদ্ধার করেন। একই কার্টনের ভিতরে ২৮ গ্রাম করে ওজনের ৯টি গাঁজ ার চকলেট উদ্ধার করা হয়। গাঁজ ার কেক উদ্ধার করা হয় ১০টি, প্রতিটির ওজন ৬০ গ্রাম। সব কটিই যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি।

নিবিড় পর্যবেক্ষণে আনু মুহাম্মদ

ঢাকা, ২২ এপ্রিল : ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন জ াহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সাবেক সদস্য সচিব আনু মুহাম্মদ। ট্রেনের চাকার নিচে পড়ে তার বাঁ পায়ের সবক'টি আঙ্গুল ও ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল পুরোপুরি থেঁতলে গেছে। গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে খিলগাঁও এলাকার খিদমাহ্ হাসপাতালের সামনে এ ঘটনা ঘটে। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্যাজুয়ালটি বিভাগের ব্লক-২ এর অধীনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক জ ানিয়েছেন, অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। তিনি এখন বিপদমুক্ত। তাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া তার সফর সঙ্গী মো. মাহতাব জানান, আনু মুহাম্মদ স্যার ট্রেনে করে দিনাজপুর থেকে ঢাকায় ফিরছিলেন। তাকে বহন করা ট্রেনটি খিলগাঁও এলাকায় পৌঁছে থেমে যায়। বাসা ওই এলাকায় হওয়ায় অন্য যাত্রীদের সঙ্গে ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে আহত হন।

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের স্ত্রী শিল্পী বড়ুয়া জানান, কয়লা খনির শ্রমিকদের মৃত্যুতে দিনাজপুরে ফুলবাড়িয়ায় একটি শোকসভার আ য়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ শুক্রবার সেখানে যান।

KUSHIARA
Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service
বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত
IATA Biman Bangladesh Airlines British Airways Turkish Airlines Qatar Airways Kuwait Airways Emirates
Hotline
0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile
07956 304 824
We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro
Worldwide Money Transfer
Bureau De Exchange
Cargo Services
আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।
ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।
আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।
Address:
319 Commercial Road, London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888, 020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only:
07424 670198,07908 854321
For Bangladesh
Phone & Whatsapp:
+880 1313 088 876,
+880 1313 088 877
We are Open 7 Days a Week
10 am to 8 pm
For More Information
kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC
SOLICITORS
আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন
ASADUZZAMAN
FAKHRUL ISLAM
SAYED HASAN
SALAH UDDIN SUMON
Immigration and Nationality — ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children — ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury — পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation — লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment — প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness — হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant — ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits — ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery — মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate — উইলস ও প্রবেট
Mediation — মিডিয়েশন
Road Traffic Offence — রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation — ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime — ক্রাইম
Conveyancing — কনভেয়েনসিং
132 Cavell Street
London E1 2JA
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

বিদেশি ঋণের সুদ

৯ মাসে পরিশোধ ১০৫ কোটি ৪০ লাখ ডলার

ঢাকা, ২৩ এপ্রিল : ডলার সংকটের মধ্যেই বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধ প্রথমবারের মতো ১০০ কোটি ডলার ছাড়ালো। চলতি অর্থবছরের ৯ মাসে (জুলাই-মার্চ) বিদেশি ঋণের সুদ বাবদ খরচ হয়েছে ১০৫ কোটি ডলার, যা জাতীয় বাজেটে বিদেশি ঋণের সুদ পরিশোধ বাবদ বরাদ্দের ৯৪ শতাংশ। দেশীয় মুদ্রায় যার (প্রতি এক ডলার সমান ১১০ টাকা ধরে) পরিমাণ প্রায় সাড়ে ১১ হাজার কোটি টাকার বেশি। এর আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় যা দ্বিগুণের বেশি। গত অর্থবছরে একই সময়ে সুদ বাবদ ৪৮ কোটি ডলার পরিশোধ করেছিল বাংলাদেশ। প্রকাশিত দেশের বৈদেশিক ঋণের হালনাগাদ পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) তৈরি করা সর্বশেষ প্রতিবেদনে এই চিত্র উঠে এসেছে।

ইআরডি'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে বাংলাদেশ শুধুমাত্র সুদ বাবদ উন্নয়ন সহযোগীদের পরিশোধ করেছে ১০৫ কোটি ৪০ লাখ ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ে উন্নয়ন সহযোগীদের সুদ বাবদ পরিশোধ করা হয়েছিল ৪৮ কোটি ৫৯ লাখ ডলার। এ হিসেবে সুদ পরিশোধ বেড়েছে ১১৭ শতাংশ। গত ৯ মাসে সব মিলিয়ে ২৫৭ কোটি ডলারের বেশি সুদ ও আসল পরিশোধ করা হয়েছে। গত বছর একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ১৭৩ কোটি ডলার।

ইআরডি'র প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরে আসল ও সুদ মিলিয়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ বেড়ে ৩৫৬ কোটি ডলার হতে পরে।

ইআরডি'র কর্মকর্তারা জানান, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণে সুদহার বেড়েছে। ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সিকিউরড ওভারনাইট ফাইন্যান্সিং রেট (সোফর) বেড়েছে। বর্তমানে সোফর সুদহার ৫ শতাংশের বেশি, যা এই যুদ্ধের আগে ১ শতাংশের কম ছিল। অন্যদিকে বাংলাদেশের বাজার-ভিত্তিক ঋণ ক্রমাগত বাড়ছে। এই কারণে বাংলাদেশকে এখন সুদ বাবদ বেশি অর্থ পরিশোধ করতে হচ্ছে।

বাংলাদেশ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) থেকে

যে ঋণ পায় তার প্রায় ৭৫ শতাংশ বাজার-ভিত্তিক ঋণ। এ ছাড়া এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) থেকে বাজার-ভিত্তিক সুদে ঋণ নেয়। বিশ্বব্যাংক থেকেও স্বল্প পরিসরে বাজার-ভিত্তিক ঋণ নেয় বাংলাদেশ।

বিশ্লেষকেরা মনে করেন, ডলার সংকটের এ সময়ে বিদেশি ঋণ পরিশোধের জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের কারণে রিজার্ভ ও বাজেটের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, চীন ও রাশিয়ার স্বল্প মেয়াদের ঋণের কারণে ঋণ পরিশোধের চাপ বাড়ছে। ইতিমধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ঋণ পরিশোধ শুরু হয়েছে। মেট্রোরেল প্রকল্পের ঋণ পরিশোধের কিস্তিও শুরু হয়েছে। এ ছাড়া কর্ণফুলী টানেল প্রকল্পের ঋণ পরিশোধও শিগগিরই শুরু হবে। আগামী দু-তিন বছরের মধ্যে অন্য মেগা প্রকল্পের ঋণ পরিশোধ শুরু হলে চাপ আরও বাড়বে। অন্যদিকে ঋণের ছাড় আগের তুলনায় খুব একটা বাড়েনি। ইআরডি সূত্র বলছে, জুলাই-মার্চ সময়ে সব মিলিয়ে ৫৬৩ কোটি ডলার এসেছে। গত অর্থবছরের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ৫৩৬ কোটি ডলার।

ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তফা কে মুজেরি বলেন, আমাদের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বাড়ছে। তবে সস্তা ঋণের পরিমাণ কমছে। বাজার ভিত্তিক ঋণ ও দ্বিপক্ষীয় ঋণের পরিমাণও বাড়ছে। এসব ঋণের সুদহার বেশি, আবার পরিশোধের সময়ও কম থাকে। আবার আমাদের অনেক মেগা প্রকল্পের জন্য নেয়া ঋণের গ্রেস প্রিরিয়ড শেষ হয়ে যাওয়ায় আসল পরিশোধের চাপও বেড়েছে, এবং আগামীতে এই চাপ আরও বাড়তে থাকবে। এ অবস্থায় আমাদের উন্নয়ন সহযোগীদের ঋণ পরিশোধে সতর্ক থাকতে হবে। যদিও আমরা এখনো ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হইনি, এরপরেও ভালো প্রকল্প বাছাই করার পাশাপাশি রপ্তানি আয় ও প্রবাসী আয় বাড়তে হবে।

এদিকে ইআরডি'র তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে বাংলাদেশ ৭.২৪ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৩ শতাংশ বেশি। ইআরডি'র কর্মকর্তারা জানান, চলতি অর্থবছরে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাছ থেকে ১০.১৯৪ বিলিয়ন ডলার প্রতিশ্রুতি আদায়ের লক্ষ্য রয়েছে।

ইআরডি'র তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে সবচেয়ে বেশি প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে এডিবি'র কাছ থেকে। এই সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া গেছে ২.৬২ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি। এ ছাড়া জাপানের কাছ থেকে ২.০৩ বিলিয়ন ডলার এবং বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে ১.৪১ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে।

এদিকে চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে বৈদেশিক অর্থ ছাড় হয়েছে ৫.৬৩ বিলিয়ন ডলার। এর আগের অর্থবছরের একই সময়ে অর্থ ছাড়ের পরিমাণ ছিল ৫.৩৬ বিলিয়ন ডলার। এই সময়ে সবচেয়ে বেশি অর্থ ছাড় করেছে এডিবি। সংস্থাটি অর্থ ছাড় করেছে ১.৪০ বিলিয়ন ডলার। জাপান ছাড় করেছে ১.৩৫৮ বিলিয়ন ডলার, বিশ্বব্যাংক করেছে ৯৬৭ মিলিয়ন ডলার, রাশিয়া ৮০৭.৫০ মিলিয়ন ডলার এবং চীন ৩৬১.৭১ মিলিয়ন ডলার ছাড় করেছে।

ইআরডি সূত্র জানায়, চলতি অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে টাকার অঙ্কে সব মিলিয়ে ১১ হাজার ৬০১ কোটি টাকা সুদ পরিশোধ করতে হয়েছে। চলতি অর্থবছরের জন্য বাজেটে বিদেশি ঋণের সুদ পরিশোধের জন্য বরাদ্দ রয়েছে ১২ হাজার ৩৭৬ কোটি টাকা। সেই হিসাবে ৯ মাসেই খরচ হয়ে গেছে এ খাতে বরাদ্দ ৯৪ শতাংশ অর্থ।

অবশ্য ঋণদাতা সংস্থা ও দেশকে স্থানীয় মুদ্রা টাকায় ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধ করা হয় না। মার্কিন ডলার কিংবা অন্য বিদেশি মুদ্রায় এই অর্থ পরিশোধ করা হয়। কিন্তু বাজেটে হিসাব রাখার সুবিধার জন্য সুদ বাবদ স্থানীয় মুদ্রায় বরাদ্দ রাখা হয়। তবে বাজেট ঋণের মূল পরিশোধের জন্য আলাদা কোনো বরাদ্দ রাখা হয় না। ডলারের বাড়তি দামের কারণে টাকার অঙ্কেও ঋণ পরিশোধ অনেক বেড়ে গেছে।

	DATES	HOTEL	ROOM PRICES
OCTOBER	DEPARTURE 18 OCT 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 28 OCT 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ELITE (4 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,480 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,535 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,640 PER PERSON
DECEMBER	DEPARTURE 21 DEC 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 30 DEC 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ROYAL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,730 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,795 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,940 PER PERSON
FEBUARY	DEPARTURE 8 FEB 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 17 FEB 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ELITE (4 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,520 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,565 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,685 PER PERSON

THESE PACKAGES INCLUDE: TICKETS, VISA, HOTELS IN MAKKAH & MADINA, FULL TRANSPORT INCLUDING ZIARAH

ZAMZAM TRAVELS
388 GREEN STREET LONDON E13 9AP
TEL: 02084701155 MOB: 07984714885 EMAIL: MAIL@ZAMZAMTRAVELS.COM

Tel: 0207 377 7513
Mob: 07944 244295

SIGNS | PRINTS

Sign Link সাইন লিংক SIGN MAKER Est. over 25 years

- Shop Signs
- Banners
- Light Boxes
- Menu Boxes
- 3D Signs
- Metal Trays
- Vinyl Graphics
- Takeaway Menu
- In Menu
- Bill Books
- T-Shirts / Bags
- Rubber Stamps
- Leaflet / Poster
- Business Cards

Signs - Banners - Stamps - Printing & Arts

17 Fordham Street, London E1 1HS | Tel: 0207 377 7513 Mob: 07944 244295 | Email: signlink@yahoo.com Web: www.signlinklondon.co.uk

Good News | Islamic & English Nikah Register Office | সুখবর সুখবর কাজী অফিস লন্ডন

মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকে চ্যারিটি কমিশনের পক্ষ থেকে লন্ডনের জনসাধারনের সুবিধার্থে মুসলিম নিকাহ, ম্যারিজ সার্টিফিকেট এবং ডিভোর্স সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে।

Good News: We arrange Nikah, Marriage Certificate and Divorce Certificate for Charity Commission

Charity Commission Authority
Charity No: 1125118

জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম মহিলা মাদ্রাসা, নয়া লখাহাটি, ছাতক
এর পক্ষ থেকে দেশবাসী ও প্রবাসী মুসলমান ভাই ও বোনদের খেদমতে সাহায্যের আবেদন
শিশু শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) পর্যন্ত নরাণী, হিফজ ও আলিমি বিভাগ ৭২০ ছাত্রী, ২৭ শিক্ষক
নবী করিম (সা.) বলেছেন মৃত্যুর পর মানুষের সকল আমল বন্ধ হয়ে যাবে কেবল তিন ধরনের আমল জারী থাকবে
১. ছদকায়ে জারিয়া ২. উপকারি ইলম ৩. ইয়াদগার নেক সন্তান । (আল হাদিস)
উক্ত মাদরাসায় আপনাদের লিল্লাহ, সাদাকা, যাকাত, ফিতরা গরিব, ইয়াতিম এবং অসহায় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মুক্তহস্তে দান করুন। বিশেষ করে মাহে রমজানে বেশি বেশি করে সাহায্য করুন
Help The Poor & Needy Children Get The Right Islamic Education

Uk Bank Account
Madinatul Uloom Welfare Trust
Natwest Bank
Ac No: 10472649
Sort Code: 60-02-63

Uk Bank Account
Madinatul Uloom Welfare Trust
HSBC BANK
Ac No: 41538829
Sort Code: 40-02-33

আকবরী হজ্জ ও ওমরাহ সার্ভিস
দক্ষ আলিমদের সাথে হজ্জ ও ওমরাহ করার সুবিধা
প্রতি সাপ্তাহ এবং প্রতি মাসে আমাদের গ্রুপ প্যাকেজ রয়েছে

আরবি ও ইসলামিক পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে
দক্ষ ইমামদের দ্বারা বাচ্চাদের পড়ানো হয় কায়েদা, কুরআন, হাদিস, ফিকহ, সিরাহ, দোয়া
কুরআন ও হাদিস দ্বারা ইসলামিক রুকাইয়া করার ব্যবস্থা রয়েছে

Printing | Wedding | Catering Services
Office Adreess
7a, Burslem Street, London, E1 2LL
E: shamsul1997@hotmail.co.uk M: 07484639461

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
মাওলানা ক্বারী শামছুল হক (ছাতকী)
চেয়ারম্যান - মদিনাতুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকে
খতিব আল আকসা মসজিদ, ওকলেস লন্ডন
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সপাল -
জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম মহিলা মাদ্রাসা, নয়া লখাহাটি, ছাতক

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

ঢাকা কি একদিন কি মৃত শহরে পরিণত হবে?

রাজধানী ঢাকা একসময় ছিল দেশের অপরাপর অঞ্চলের মানুষের কাছে স্বপ্নের শহর। কেউ এখানে আসত জীবিকার তাগিদে, কেউবা রাজ ধানীর সৌন্দর্য দেখতে। ঢাকা একসময় আক্ষরিক অর্থেই ছিল ছিমছাম গোছানো, দূষণমুক্ত শহর। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় সেই ঢাকা এখন এক অসহনীয় বিরক্তিকর শহর। পদে পদে বিপদ এখানে। কংক্রিট আর ইট-পাথরের এ শহরে নির্মল বায়ু সেবন এক দুরাশা যেন। নেই সবুজায়ন, আছে বায়ুদূষণ থেকে শুরু করে নানা ধরনের দূষণ, যানজ টে স্থবির এখানকার জীবনপ্রবাহ। কখনো তীব্র গরম, কখনো সামান্য বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা এখানকার সাধারণ অভিজ্ঞতা। ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনে স্থাপনা ও কংক্রিট আচ্ছাদিত স্থান থাকার কথা ৪০ শতাংশ, রয়েছে ৮২ শতাংশ। সড়ক, জলাশয় ও উন্মুক্ত জায়গা থাকার কথা ৬০ শতাংশ, রয়েছে মাত্র ২৪ শতাংশ। অগ্নিকাণ্ড ঘটছে আকছার। ওদিকে প্রতি একরে বসবাস করার কথা ১০০ থেকে ১২০ জনের, বিপরীতে বাস করছেন ৪০০ থেকে ৫০০ জন। এক কথায় বললে, এখন পর্যন্ত যদিও বা মানুষ কোনোভাবে বাস করছে এখানে, পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার আশঙ্কা থাকায় একসময় হয়তো এ শহর থেকে পালাতে চাইবে অনেকে।

ঢাকাকে পরিকল্পিতভাবে সাজানোর মাস্টারপ্ল্যান করা হয়েছিল সেই ব্রিটিশ আমলেই, ১৯১৭ সালে। ঢাকা সমতল ভূমি আর বৃষ্টিপ্রবণ এলাকা, এ কথা মাথায় রেখেই করা হয়েছিল সেই পরিকল্পনা। কিন্তু পরিকল্পনা কাগজপত্রেই রয়ে গেছে, বাস্তব রূপ পায়নি। বরং উলটো পথেই পরিচালিত হয়েছে পরিকল্পনাহীন এর সম্প্রসারণ। ১৯১৭ সালের পর আরও একবার ১৯৫৯ সালে মাস্টারপ্ল্যান করা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। স্বাধীনতার পর রাজ উকের নেতৃত্বে দেশের পরিকল্পনাবিদদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) নামে আরও একটি মাস্টারপ্ল্যান করে। এগুলোর সবই পণ্ডশ্রম হয়েছে বলা যায়।

পৃথিবীর সব উন্নত দেশ তো বটেই, এমনকি স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রধান শহরগুলো পরিকল্পনামাফিক গড়ে তোলা হয়। ঢাকার ক্ষেত্রে এ সুযোগ ছিলও; কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগানো হয়নি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোর উদাসীনতা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে চরম স্বেচ্ছাচারিতা ঢাকাকে বর্তমান পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। আমাদের কথা হলো, এখন থেকেই উলটোরথের যাত্রা শুরু না করলে ঢাকা একদিন মৃত শহরে পরিণত হবে। আমরা কেউই তা চাই না। ঢাকার বসবাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনতে হবে অবশ্যই। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থে এ শহরের যতটা ক্ষতি হয়েছে, সেই ক্ষতি কীভাবে পোষানো যায়, সেই চিন্তা করতে হবে নতুন করে। ঢাকার সৌন্দর্য জলাঞ্জলি নয়, এর স্বাভাবিক বিকাশ চাই আমরা।

ভালোবাসাহীন সমাজে বাড়ছে আত্মহত্যা

নঈম নিজাম

আত্মহত্যা কি সমস্যার সমাধান? চোখের সামনে হনন দেখছি। অভিমানে ঝরে পড়ছে তারুণ্য। এভাবে কেন চলে যেতে হবে? চলে যাওয়া তো সমস্যার সমাধান নয়। বরং একজন চলে গিয়ে গোটা পরিবারকে ডুবিয়ে দিচ্ছে বিষাদের সাগরে। পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে সংকট আছে, থাকবে। ভয়ংকর পরিবেশ আর খারাপের মাঝেই টিকে থাকতে হবে। প্রতিবাদ করতে হবে অসংগতির। সাহসী হতে হবে। সেই দিন একটি ভিডিও দেখছিলাম। সামাজিক মাধ্যমে ভিডিওটি ভাইরাল হয়। ফুটপাত ধরে হাঁটছিল একটি মেয়ে। হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়ান বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালক। কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে ফুটপাতে মোটরবাইক চালাচ্ছিলেন বেপরোয়া লোকটি। মেয়েটি বাধা দিলেন। পথ আটকালেন বাইকের। চিৎকার করে বললেন, ফুটপাত দিয়ে বাইক চালাবেন না। এটা হাঁটার পথ। রাস্তা দিয়ে চলুন। চালক কথা শুনলেন না। বেপরোয়াভাবে বাইকটি মেয়েটির ওপর তুলে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করলেন মেয়েটি। দুই হাত দিয়ে আটকালেন মোটরসাইকেল। জয় হলো মেয়েটির। ফুটপাতে ছিটকে পড়ল মোটরসাইকেল। এবার চালক মেয়েটির দিকে তেড়ে এলেন। পথচারীরা সব দেখছিলেন। তারা এগিয়ে এলেন মেয়েটির পাশে। অবস্থান নিলেন মেয়েটির পক্ষে। বেগতিক পরিস্থিতি দেখে সটকে পড়লেন মোটরসাইকেল চালক।

অসংগতির বিরুদ্ধে এভাবেই প্রতিবাদ করতে হয়। অভিমানে চিরপ্রস্থান কোনো সমাধান নয়। হতাশা থাকতেই পারে। ভেঙে পড়লে চলবে না। প্রতিবাদ জানাতে হবে। প্রতিরোধ করতে হবে। রুখে দাঁড়াতে হবে। সমাজে খারাপ লোকের সংখ্যা বাড়ছে। ভালো মানুষের সংখ্যা কমছে। তারপরও টিকে আছে এই সমাজ। খারাপ মানুষের তৈরি করা বিভীষিকা তৈরি করে হতাশা। আর হতাশা, বঞ্চনা, বিভিন্ন নিপীড়ন থেকেই মানুষ আক্রান্ত হয় মানসিক রোগে। আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বাড়ছে। শহরের চাকচিক্যের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে গ্রাম থেকে আসা তারুণ্য ভেঙে পড়ছে। হিমশিম খাচ্ছে। ১৭ কোটি মানুষের দেশে এখন কম- বেশি ৩ কোটির বেশি মানসিক রোগী। এর বিপরীতে মানসিক স্বাস্থ্যের চিকিৎসা বাড়েনি। পর্যাপ্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বের হননি। হাসপাতালে নেই পর্যাপ্ত সিট। উন্নত বিশ্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আলাদাভাবে মানসিক স্বাস্থ্য রোগ বিশেষজ্ঞ রাখে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিশু, কিশোর, শিক্ষার্থীদের দিকে চোখ রাখে। তাদের চাল-চলনে অসংগতি দেখলে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেয়। মানসিক রোগের চিকিৎসার আলাদা ইউনিট থাকে হাসপাতালে। দেশ এগিয়ে চলছে। সমৃদ্ধি বাড়ছে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানসিক রোগও বাড়ছে। মেডিকেল চিকিৎসক দাবি করা মেয়েটির ভিডিও দেখি না। এই মেয়েটি আমাদের সমাজের কঠিন বাস্তবতার অংশ। কোনো দোষ না খুঁজে, তাকে ভাইরাল না করে জরুরিভাবে পাঠানো প্রয়োজন মানসিক চিকিৎসকের কাছে।

সবকিছুতে বিনোদনের প্রয়োজন নেই। ভাইরাল সংস্কৃতি বিনোদনের নামে সমাজে মানসিক অস্থিরতা বাড়াচ্ছে। বৃষ্টি খাতুন অথবা অভিশ্রুতি নামের পুড়ে যাওয়া মেয়েটির জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্ট দেখলাম। আগামীতে এ মেয়েটির নানামুখী মানসিক জটিলতা নিয়ে হয়তো মনোবিজ্ঞানীরা কাজ করবেন। জানবেন, মেয়েটি ধর্ম এবং নিজের সামাজিক অবস্থান নিয়ে এত মিথ্যার আশ্রয় নিল? একজন মনোবিজ্ঞানীর সঙ্গে কথা বলছিলাম। তিনি বললেন, মেয়েটি উঠে এসেছে মফস্বলের একটি ছোট পরিবার থেকে। বাবা ছিলেন রাজমিস্ত্রি। স্কুলে পড়ার সময় পারিপার্শ্বিক পরিবেশ তার ভিতরে পরিবর্তন নিয়ে আসে। এ সময় তার একজন প্রিয় শিক্ষক ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ। ধর্মগত অবস্থানের কল্পনার ফানুসগুলো কম বয়সে ধারণ করে বৃষ্টি খাতুন। ঢাকায় এসে ইডেনে পড়ার সময় চারপাশের পরিবেশ তাকে আরও বদলে দেয়। মানসিক চাপ তৈরি হয় সমাজের সঙ্গে খাপ-খাওয়াতে গিয়ে। বান্ধবীর কাছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের গল্প শুনে কল্পনার মনোজগতে সেখানকার অধিবাসী হিসেবে ভাবতে থাকে। সেই ভাবনা থেকে তৈরি করে নিজের নতুন পরিচয়। মন্দিরে গিয়ে পূজা দেখে নিজের কল্পনার জগতে স্কুলের শিক্ষকের জীবনাচার, স্নেহের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে। ছোটবেলায় পারিবারিক স্নেহ বঞ্চনা তার নিজস্ব সত্তা বদলে দেয়। সাংবাদিকতা করতে এসে আরও তালগোল পাকিয়ে ফেলে। ভারতের ভাস্কর পত্রিকার রিপোর্টার হিসেবে অনেকের সাক্ষাৎকার নেয়। অথচ মেয়েটি সেই পত্রিকার রিপোর্টার ছিল না। মেয়েটির মৃত্যুর পর হিন্দু না মুসলমান এই বিতর্কের জেরে বেরিয়ে আসে অনেক কিছু।

ডিজিটাল মাধ্যম থেকেও মানসিক অসুস্থতা বাড়ছে। সারা দিন নোংরামি দেখতে দেখতে সমাজ ক্লান্ত। আগে বই পড়ে মানুষ জ্ঞান অর্জন করত। এখন ডিজিটালে নোংরা হিংসাত্মক রুচিহীন কর্মকান্ড দেখে হতাশা বাড়ায়। মানুষ অতি সহজে সব পারে। শোক, দুঃখকে মুহূর্তে ভুলতে পারে। অল্প সময়ে শোক কাটিয়ে হয় স্বাভাবিক। একই মানুষ সকালে যান জানাজাতে। দুপুরে বিয়েবাড়ি। রাতে বন্ধুদের মদের টেবিলে। সবখানে সমান্তরাল অংশগ্রহণ। কোথাও কোনো কমতি নেই। মরা বাড়িতে গিয়ে আলাপ করে কাতলা মাছের ঝোল নিয়ে। ভালো খাবারের আলোচনায় মশগুল হয়। প্রিয়জন হারানোর শোক নিয়ে নাজিম হিকমতের কবিতার মতো এক বছরও হয় না। মাস না পার হতে সবাই সব ভুলে যায়।

ঘরে হোক বাইরে হোক সম্পর্ক ও ভালোবাসা আসতে হয় মনের ভিতর থেকে। জাপানি মা বাংলাদেশি একজন বাবার বিরুদ্ধে লড়ছেন সন্তানের দাবি নিয়ে। অনেক দিন থেকে মামলাটি চলার পর শেষ পর্যন্ত আদালত রায় দেন। দুই সন্তান থাকবে মায়ের কাছে। একজন বাবার কাছে। বাবা-মায়ের লড়াইতে শিশুরা শুরু থেকে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। তারা বুঝতে পারছিল না কোন দিকে যাবে। দুনিয়ার সব শিশু বেড়ে ওঠার সময় চায় বাবা-মা দুজনই পাশে থাকুক। সেই শিশুদের এখন দেখতে হচ্ছে আইন-আদালত, পুলিশ। পৃথিবীর কোন সন্তান পিতা-মাতার এমন লড়াই চায়? সামাজিক, পারিবারিক সংকটে ডিভোর্স বাড়ছে। কমেছে মানুষের ভালোবাসা। ভালোবাসাহীন সমাজে কৃত্রিমতা নিয়ে মানুষ বাড়িয়েছে দিবসের সংখ্যা। দিবস বাড়িয়ে কি অন্তর জোড়া দেওয়া যায়? খুঁজে পাওয়া যায় হৃদয়কে? আয়োজন করে কি মা, বাবা দিবস হয়? তথাকথিত দিবসে সন্তান বৃদ্ধ বাবা-মাকে শুভেচ্ছা কার্ড পাঠায়। বাবা-মা থাকেন বৃদ্ধাশ্রমে। সন্তান থাকে বিদেশে অথবা দেশের উচ্চপদে। সন্তানের ঠিকানা দামি এলাকার ফ্ল্যাটে। ভালোবাসার কার্ড পেয়ে বৃদ্ধাশ্রমে চোখের জল ফেলেন বাবা-মা। আহারে জীবন! অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা বাবা-মায়ের খবর নেন না। আবার নিজের সন্তানদের নিয়ে পালন করেন বাবা-মা দিবস। তারা বোঝেন না, এই শিশুরা শিখছে কীভাবে বাবা-মাকে অবহেলা করতে হবে। যন্ত্রণা দিতে হবে শেষ বয়সে।

দিবস পালন করে ভালোবাসা আসে না। ভালোবাসার জন্য নির্ধারিত একটি দিনকে কেন বাছাই করতে হবে? ভালোবাসা প্রতিদিনের বিষয়। পারিপার্শ্বিক জটিলতা, নোংরামি, অসুস্থতায় মানুষের মনটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। বাড়ছে দিবসের সংখ্যা। গড়ে প্রতি মাসেই বিভিন্ন দিবস উদযাপিত হয়। সেই দিন ফেসবুকে দেখলাম হাগ দিবস পালিত হচ্ছে। এখন নাকি হাত ধরা দিবস আছে। চুমো দিবসও বাদ নেই। আয়োজন করে পালন করা হয় ফুল দেওয়া দিবস। আগে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় মঙ্গল কামনায় মুরব্বিরা কপালে ফুঁ দিয়ে দোয়া দিতেন। এখন কোনো কিছু নেই। আমাদের অনেক কিছু সেকেলে হয়ে গেছে। অতি আধুনিকতা বদলে দিয়েছে সব। প্রযুক্তি মানুষের ভিতর থেকে আবেগ, বিবেক-সব কেড়ে নিয়েছে। বাড়িয়েছে সামাজিক-পারিবারিক বৈষম্য। ঘরে-বাইরে সুখশান্তি কোনোটাই নেই। কৃত্রিমতা নিয়ে সবাই ছবির পোজ দেন। তারপর পোস্ট দিয়ে বাড়ান লাইক শেয়ার, কমেন্ট। ভিতরের ক্ষয়ে যাওয়াটা কেউ প্রকাশ করেন না। সম্পর্কের নানাবিধ জটিলতায় সমাজে অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে। সন্তান হত্যা করছে বাবা-মাকে। আবার বাবা-মা খুন করছেন সন্তানকে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কেউ হচ্ছে আত্মঘাতী। সমাজে এ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হয়। দুই দিন পর সবাই সব ভুলে যায়। সময় এসেছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানসিক শিক্ষক আলাদা করে রাখার। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীর মনোজগৎ নিয়ে কাজ করবেন। উন্নত মানসিকতা তৈরিতে সহায়তা করবেন। পারিবারিক সংকটে অথবা বেড়ে ওঠার সময় নানামুখী জটিলতায় বিপাকে পড়ে শিশু, কিশোর, তারুণ্য। বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ সন্তানকে মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই ক্ষতি বাকি জীবনে সহজে কাটিয়ে উঠতে পারে না। অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সারা দুনিয়াতে মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি জোর দেওয়া হয়। আমরা পিছিয়ে থাকতে পারি না। উন্নতি সমৃদ্ধির সঙ্গে জরুরি মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হবে। এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে না নিলে প্রজন্মের ভিতরে মাদকাসক্তি বাড়বে। নিত্যনতুন মাদকে সয়লাব হয়ে যাবে চারপাশ। চারদিকে দিশাহারা ভাব তৈরি হবে। বাড়বে সামাজিক অসুস্থতা ও অপরাধ। কঠিন বাস্তবতাকে পাশ কাটানোর সুযোগ নেই।

বাংলাদেশে ভালোবাসা দিবস উদযাপন জনপ্রিয় করেছিলেন সাংবাদিক শফিক রেহমান। তিনি তেজগাঁওতে লাভ রোড নামকরণ করলেন যায়যায়দিন পত্রিকা অফিস সড়ককে। ভালোবাসা দিবসে রঙিন শার্ট পরা, লাল গোলাপ উপহার তিনি জনপ্রিয় করলেন। বাঙালি সংস্কৃতিতে উদযাপন হতো পহেলা ফাগুন, বসন্ত শুরুর দিন। বিদেশের উপমায় শফিক রেহমান তৈরি করলেন ভালোবাসা দিবস। এক ভালোবাসা দিবসে শফিক রেহমান বেগম খালেদা জিয়াকে লাল গোলাপ উপহার দিয়েছিলেন। আশির দশকের ছাত্রনেতারা শফিক রেহমানের এই প্রচারণাকে ভালোভাবে নেননি তখন। তারা বলেছিলেন, এই দিনে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাফর, জয়নাল, দীপালি সাহাসহ অনেক ছাত্র নিহত হয়েছিলেন।

ভালোবাসা দিবসের আড়ালে শেষ করে দেওয়া হয়েছিল স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সেই দিনটিকে। সমাজের কঠিন বাস্তবতাকে স্বীকার করে সংকটের সমাধানে যেতে হবে। সমাজ সংসারের প্রতি দায়িত্বটুকু জরুরি। মত ও পথের ভিন্নতা থাকতে পারে। সম্পর্ক ধরে রাখাতে বাধা নেই। সম্পর্কগুলোকে নিজেরাই দমবন্ধ করে রাখলে চলবে না। উন্মুক্ত করতে হবে চারপাশটা।

লেখক : সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন

লন্ডনে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি আড্ডা

বাঙালী সংস্কৃতির চিরায়ত রূপে চাই বাংলা নববর্ষ

বাংলা নববর্ষ ১৪৩১ সালের প্রথম দিন পয়লা বৈশাখে লন্ডনের টেমস তীরে বসেছিলো এক মিলন আড্ডা, যে আড্ডায় সবার কণ্ঠেই ছিলো একই চাওয়া, 'বাঙালী সংস্কৃতির চিরায়ত রূপেই আমরা চাই বাংলা নববর্ষ। এ চাওয়া সাময়িক সময়ের জন্য নয়, চিরকালের জন্য'।

গত ১লা বৈশাখ রোববার বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত প্রগতিশীল চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী বন্ধু স্বজনদের উদ্যোগে ডকল্যান্ডের টেমস তীরে অবস্থিত মেমসাহেব রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত এই আড্ডায় এমন আকুতিই বেরিয়ে আসে সবার কণ্ঠে। দুপুর ১২টা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিরতিহীন এই আড্ডায় যেমন ছিলো খাওয়া দাওয়া, তেমনি ছিলো ফেলে আসা দিনের বৈশাখী উৎসবের স্মৃতিচারণ, কবিতা আবৃত্তি ও গান। পাশাপাশি ছিলো বাঙালির চিরায়ত এই সাংস্কৃতিক উৎসবের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সময়ে সৃষ্ট পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র নিয়ে উদ্বেগ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন, ষাটের দশকের প্রগতিশীল ছাত্রনেতা, বিলেতে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক হাবিব রহমান। তাঁকে সহায়তা করেন, শান্তি দাস ও শ্রেয়া দাশ। এরপর সমবেত কণ্ঠে 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো..' গানটি গেয়ে নববর্ষকে স্বাগত জানান অংশগ্রহণকারীরা। এরপর চলে আলোচনা, কবিতা আবৃত্তি, গান।

মজাদার বৈশাখী ভোজে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে অনেকেই স্মৃতিচারণ করেন ফেলে আসা নববর্ষ অনুষ্ঠানগুলোর। ঐদিনগুলো কেন হারিয়ে যাচ্ছে, এর কারণ খোঁজারও চেষ্টা করেন কেউ কেউ। আলোচকরা বলেন, পহেলা বৈশাখ পরমতসহিষ্ণুতা, সদ্ভাব, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং বিবেক ও মনুষ্যত্বের দীক্ষা দিয়ে যায় আমাদের। তাই তো আমরা বলে উঠি- 'প্রাণে প্রাণে লাগুক শুভ কল্যাণের দোলা, 'নবআনন্দ বাজুক প্রাণে', আজ 'মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা, অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা'।

তারা বলেন, তরুণ প্রজন্ম আজ ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা ভুলতে বসেছে। বিশ্বায়নের বিভ্রান্তি থেকে নতুন প্রজন্মকে হতে হবে শেকড়সন্ধানী। সংস্কৃতি ও নৈতিকতার চেতনা জাগ্রত করে বাঙালি হিসেবে গর্বের সাথে নিজেকে তুলে ধরতে হবে। আকড়ে ধরতে হবে বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতিকে।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই আয়োজকদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্র ইউনিয়ন নেতা সত্যব্রত দাশ স্বপন, শাহাব আহমেদ বাচ্চু ও সৈয়দ এনামুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন, ইমতিয়াজ আহমেদ, শামীম আহমদ খান, সৈয়দ হামিদুল হক, সত্যবাণী সম্পাদক সৈয়দ আনাস পাশা, আইয়ুব করম আলী, আনসার আহমদ উল্লাহ, রাজনীতিক হরমুজ আলী, নার্গিস কবীর, সৈয়দা ফেরদৌসি পাশা, বাসন্তী দাস, মৌনী চক্রবর্তী, ড. রিয়া চক্রবর্তী, জলের গানের দীপ রায়, ধনন্জয় পাল, আয়শা রকিব, ড. হাসনিন চৌধুরী, শামীম আরা বেগম হেনা, আফতাব আহমেদ, ড. অসীম চক্রবর্তী, ড. উতসা রায়, মাহমুদ হাসান মিঠু,, হুসনা আলী, রম্য রহিম চৌধুরী, তানভির রুহেল, অজন্তা দেব রায় ও অপূ রায় প্রমুখ।

সংগীত পরিবেশন করেন, বিলেতের খ্যাতিমান সংগীত শিল্পী লুসি রহমান, আশ্রাফুল চৌধুরী মিঠু, লন্ডনের নতুন সাংস্কৃতিক সংগঠন 'অক্ষর'র হুমায়ূন ইলতুত ও জান্নাত ইলতুত। বাদ্যযন্ত্রে সহায়তা করেন ধনন্জয় পাল, সুভাস দাস ও শুভজিত সাহা শুভ। আবৃত্তি করেন, মৃদুল দাস, ধনন্জয় পাল, নীলুফা ইয়াসমিন হাসান ও টেলিভিশন উপস্থাপিকা উর্মি মাজহার।

অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য রাখেন একাত্তরের রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা, প্রবীণ সাংবাদিক, সত্যবাণীর উপদেষ্টা সম্পাদক আবু মুসা হাসান। তিনি বলেন, তরুণ প্রজন্ম আজ ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা ভুলতে বসেছে। বিশ্বায়নের বিভ্রান্তি থেকে নতুন প্রজন্মকে হতে হবে শেকড়সন্ধানী। সংস্কৃতি ও নৈতিকতার চেতনা জাগ্রত করে বাঙালি হিসেবে গর্বের সাথে নিজেকে তুলে ধরতে হবে। আকড়ে ধরতে হবে বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতিকে। এবারের নববর্ষে আসুন এটিই হোক আমাদের চেষ্টা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

খেলাফত মজলিস মিডল্যান্ড শাখার ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস মিডল্যান্ড শাখার ঈদ পুনর্মিলনী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২২ এপ্রিল সোমবার একটি রেস্টুরেন্টে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। শাখার

সভাপতি হাফিজ মাওলানা মুহিবুর রহমান মাছুমের সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক হাফিজ আহমদ হোসাইনের পরিচালনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন মিডল্যান্ড শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা মুশফিকুর রহমান মামুন,সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ মাওলানা সৈয়দ নোমান আহমদ, বায়তুলমাল সম্পাদক মাওলানা আব্দুল কারিম, সদস্য হাফিজ মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান মন্জুর প্রমুখ।

সভায় থেকে ফরিদপুরের মধুখালীর দুই মুসলিম শ্রমিককে নৃশংসভাবে হত্যা ও কয়েকজনকে আহত করার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়, ৯৫ ভাগ মুসলমানের দেশে মুসলিম শ্রমিকদের নির্যাতন ও হত্যা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায়না। অবিলম্বে ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সভায় থেকে দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে বন্দি দলের মহাসচিব শায়খুল হাদীস মাওলানা মামুনুল হকের দ্রুত মুক্তি দিতে ও সকল ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে সরকারের প্রতি দাবি জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

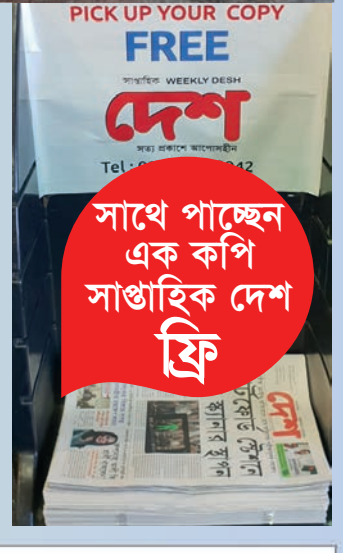

সাথে পাচ্ছেন এক কপি সাপ্তাহিক দেশ ফ্রি

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

লন্ডনে জকিগঞ্জের ইতিহাস নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত

লুৎফুর রহমান, লন্ডন : সিলেটের ঐতিহ্যবাহী জনপদ জকিগঞ্জের ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে লন্ডনে প্রমাণ্যচিত্র প্রদর্শন করেছে জকিগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন ইউকে। প্রবাসে বেড়েওঠা প্রজন্মকে জনপদের কথা জ ানাতে এবং ফেলে আসা দিনকে স্মরণ করতে এমন আ য়োজন অবিস্মরণীয় বলে মন্তব্য করেছেন লন্ডনে বসবাসরত বাংলাদেশিরা।

গত ২১ এপ্রিল রোববার লন্ডনের এন্টারপ্রাইজ একাডেমীতে আ য়োজিত সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী পূর্ব আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি কাউন্সিলর শেরওয়ার চৌধুরী।

এতে সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেনের পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ হাইকমিশন লন্ডনের ডেপুটি হাইকমিশনার হযরত আলী খান। এ সময় আর্থিক প্রতিবেদন পাঠ করেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ মুর্তজা চৌধুরী ইকবাল।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলর জাহেদ চৌধুরী, নিউহাম কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলর রহিমা রহমান, ক্যামেডন কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলর নাজমা রহমান, সাবেক স্পীকার আ হবাব হোসেন, ডেপুটি স্পিকার কাউন্সিলর সাইফ উদ্দিন খালেদ, কাউন্সিলর ফয়জুর রহমান, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি নাহাস পাশা, কমিউনিটি নেতা মুহিবুর রহমান মুহিব, নিজামুল হক নাজমুল, শাহাব উদ্দিন, মুফতি আব্দুল মুনতাকিম, চ্যানেল এসের ফারহান মাসুদ খান, সংগঠনের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার নুরুল গাফফার, ব্যারিস্টার মাসুদ আ হমদ চৌধুরী, রফিকুল হায়দার, মুহিবুস সামাদ চৌধুরী মামুন সহ আরো অনেকে।

অনুষ্ঠানে কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জকিগঞ্জের কৃতি সন্তান দারুল উম্মা মসজিদের খতিব ও ইমাম শেখ কাজী আশিকুর রহমান এবং হাফিজ মওলানা জাকারিয়া।

এ সময় দেশের প্রথম মুক্তাঞ্চল হিসেবে সিলেটের জকিগঞ্জকে সরকারি স্বীকৃতি প্রদানের দাবী জানিয়ে প্রবাসীরা বলেন, ১৯৭১ সালের ২০ নভেম্বর ঈদের দিন রাতে মিত্র বাহিনীসহ এক সাঁড়াশি অভিযানে ২১ নভেম্বর ভোরে মুক্ত হয় সিলেটের সীমান্তবর্তী জনপদ জকিগঞ্জ। যুদ্ধকালীন সময়ে এই অঞ্চল ছিল ৪ নম্বর সেক্টরের অন্তর্ভক্ত। দেশের প্রথম মুক্তাঞ্চল হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি সময়ের দাবী।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, আ ঞ্চলিক সংগঠন হিসেবে জকিগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন সর্বপ্রথম নিজ এলাকার যে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করালো তা অন্যান্য উপজে লাবাসিও অনুসরণ করবে। এতে শেকড়ের কথা জানবে নতুন প্রজ ন্ম। সংগঠনকে থেকে জানানো হয়েছে বর্তমান সংস্করণে যে কমতি আছে আগামিতে যেসব সংস্করণ আসবে তা সংযোজন করা হবে। বহির্বিশ্বে আলোকিত জকিগঞ্জ প্রজন্ম নিয়ে পরবর্তী সংস্করণ প্রক্রিয়াধীন আছে বলে জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার ছিলো বায়ান্ন টিভি।

শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্তদের ঢেউটিন দিলো গোলাপগঞ্জ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকে

গোলাপগঞ্জ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকের পক্ষ থেকে শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ঢেউটিন বিতরণ করা হয়েছে। গত ২২ এপ্রিল সোমবার সকাল ১১টায় গোলাপগঞ্জ জামেয়া ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে টিন বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে গোলাপগঞ্জ জামেয়া ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক মাওলানা আব্দুল খালকের সভাপতিত্বে ও সমাজসেবী ও যুব সংগঠক এহতেশামুল আলম জাকারিয়ার সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হেতিমগঞ্জ আইডিয়াল মাদ্রাসার সাবেক প্রিন্সিপাল মাওলানা জমির উদ্দিন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গোলাপগঞ্জ উপজেলা কাজী সমিতির সেক্রেটারী শাহিদুর রহমান, হেতিমগঞ্জ বাজার বণিক সমিতির সভাপতি আব্দুল মালিক, গোলাপগঞ্জ দোকান শ্রমিক- কর্মচারী ইউনিয়ন সিলেট-১ এর উপদেষ্টা কুতুব উদ্দিন, ছাত্র নেতা সাজ্জাদুর রহমান নিপু।

অনুষ্ঠানে বক্তারা গোলাপগঞ্জ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকের ভুয়সী প্রশংসা করে বলেন, এ প্রবাসী সংগঠনটি দেশের যেকোন বিপদে মানুষের পাশে থাকে। শিলাবৃষ্টিতেও গোলাপগঞ্জ উপজেলার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের তারা পাশে দাঁড়িয়েছে। বক্তারা সংগঠনের সভাপতি কাওছার হোসেন কোরেশি (নিপু) ও সাধারণ সম্পাদক মুহিবুল হল নান্নু এবং কোষাধ্যক্ষ আব্দুল আলী সহ সংগঠনের সকলের প্রতি এমন উদ্যোগে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট £14.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট

For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Community Development Initiative
Advancing to the next level
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.
- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development
Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক

রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিধা
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane, London E1 5JP

ওয়েলস আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালিত

যুক্তরাজ্য ওয়েলস আওয়ামী লীগ ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালন করেছে। এ উপলক্ষে গত ১৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ১টায় কার্ডিফের মেঘনায় 'বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে মুজিবনগর সরকার' শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য ও ওয়েলস আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ বি রুনেল, ও ওয়েলস ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাম্মদ বদরুল হক মনসুর প্রমুখ।

ওয়েলস আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রাক্তণ ছাত্রনেতা এম.এ.মালিক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা এবং ত্রিশ লক্ষ শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, মুজিবনগর

মোহাম্মদ মকিস মনসুরের সভাপতিত্বে এবং ওয়েলস আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রাক্তন ছাত্রনেতা এম.এ.মালিক এর পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন ওয়েলস আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব আনকার মিয়া, ওয়েলস আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম মর্তুজা, দফতর সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার, ওয়েলস যুবলীগের সাবেক সভাপতি জয়নাল আহমদ শিবুল, ওয়েলস বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারন সম্পাদক সৈয়দ ইকবাল আহমেদ, ওয়েলস যুবলীগের সভাপতি ভিপি সেলিম আহমদ, সিনিয়র সহ সভাপতি আবুল কালাম মুমিন, সহ সভাপতি রকিবুর রহমান, সাধারন সম্পাদক মফিকুল

দিবস বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অনন্য এক দিন এবং মুজিবনগর বাঙালি জ াতির বীরত্বের প্রতীক।

সভাপতির বক্তব্যে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য ও ওয়েলস আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর বলেন, মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা একই সূত্রে গাঁথা এবং মুজিবনগর সরকারের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সকল ক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। তিনি দেশে বিদেশে বসবাসকারী সংশ্লিষ্ট সকলকে এই সাফল্য গাঁথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সমাজসেবক ও ক্রীড়া সংগঠক মেসবাহ আহমদ এমবিইকে সংবর্ধনা প্রদান

মানুষ মানুষের জন্য ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে বিশিষ্ট সমাজসেবক ও ক্রীড়া সংগঠক মেসবাহ আহমদ এমবিইকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। গত ১৪ এপ্রিল রবিবার পশ্চিম লন্ডনের কুইন্স পার্ক এলাকার থারড এভিনিউয়ের 'দি হ্যাপী হাব' সেন্টারে এই সভার আ য়োজন করা হয়।

এতে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মাসুদ বকস নাজমুলের সভাপতিত্বে

সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বিবিসিই'র প্রেসিডেন্ট সাইদুর রহমান রেণু, সাংবাদিক ও কমিউনিটি সংগঠক কে এম আবু তাহের চৌধুরী, বিবিসিইর ডাইরেক্টর শাহনুর আ হমদ খান, কুইন্স পার্ক বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বুলবুল আহমদ, সাংবাদিক মিছবাহ জামাল, কাউন্সিলার শিফা হক ও সুরমা সেন্টারের সাবেক চেয়ারম্যান শামীম আহমদ।

সভায় অন্যান্য কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি নেতা আব্দুল হান্নান, শাহজাহান খান, রেফুল মিয়া, সাংবাদিক তোফায়েল আহমদ, মইনুল ইসলাম, কবির আহমদ খলকু, জামাল আহমদ, আব্দুল মোহিত, নজ রুল খান, আনকার মিয়া প্রমুখ।

সভায় বক্তারা মেসবাহ আহমদ এমবিই খেতাব লাভ করায় অভিনন্দন জানান ও তাঁর বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজের ভূঁয়শী প্রশংসা করে বক্তারা বলেন, মেসবাহ আহমদ এমবিই নতুন প্রজন্মের জন্য একজন রোল মডেল। তিনি লণ্ডন টাইগারস প্রতিষ্ঠা করে খেলাধুলার মাধ্যমে শত শত যুবককে ড্রাগস ও অপরাধমূলক কাজ থেকে রক্ষা করেছেন। মেসবাহ আহমদের মরহুম পিতা কমিউনিটি নেতা হাফিজ উদ্দিনের মারলিবন বাংলাদেশ সোসাইটি গঠন ও বিভিন্ন সমাজসেবমূলক কাজ স্মরণ করে রুহের মাগফিরাত কামনা করেন। সভায় বক্তারা জীবন জীবনের জন্য ফাউণ্ডেশনের বাংলাদেশে প্রতিবন্ধিদের নিয়ে যে কাজ করে যাচ্ছে তার প্রশংসা করেন ও সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

সংবর্ধিত অতিথি মেসবাহ আহমদ এমবিই তাঁকে এ সম্মান প্রদর্শন করায় অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরন করে তিনি আজীবন সমাজের কল্যানে বিশেষ করে যুব সমাজের উজ্জল ভবিষ্যতের জন্য কাজ করে যাবেন। পরে ফাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকে মেসবাহ আ হমদ এমবিইকে সম্মাননা ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। বিপুল সংখ্যক মানুষ সভায় উপস্থিত ছিলেন। পরে সবাইকে প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।
Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal
Fast REMOVALS
07957 191 134
www.fastremoval.com
House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

সাংবাদিক আফসার উদ্দিন এমবিই ও চলচ্চিত্র নির্মাতা জি এম ফুরুখের মৃত্যুতে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও শিক্ষক সৈয়দ আফসার উদ্দিন মিঠু এমবিই এবং লেখক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা জি এম ফুরুখের স্মরণে বাংলাদেশ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। গত ১৫ এপ্রিল সোমবার পূর্ব লণ্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ

কমিউনিটি হলে এই সভার আয়োজন করা হয়।

এতে সংগঠনের সভাপতি কে এম আবু তাহের চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, সাপ্তাহিক বাংলা পোস্টের সাবেক ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আলহাজ্ব এ এস মোহাম্মদ সিংকাপনী।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল ইউকের সাবেক চেয়ারপারসন নুরুল ইসলাম মাহবুব, লেখক নুরুল ইসলাম এমবিই ও কাউন্সিলার আবু তালহা চৌধুরী।

মরহুম সৈয়দ আফসার উদ্দিন এমবিই ও মরহুম জি এম ফুরুখের জীবন ও কর্ম নিয়ে অন্যান্যদের মধ্যে স্মৃতিচারন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সময় সম্পাদক সাঈদ চৌধুরী, সাংবাদিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা ,সাংবাদিক রেজাউল করিম মৃধা সাংবাদিক শরীফুল ইসলাম চৌধুরী ,সাংবাদিক ডঃ আজিজুল আম্বিয়া, সাংবাদিক বদরুজ্জামান বাবুল, সাংবাদিক শিহাবুজ্জামান কামাল, সাংবাদিক শাহ আলম রাজন প্রমুখ।

সভায় সাংবাদিক ও শিক্ষক সৈয়দ আফসার উদ্দিন মিঠু এমবিই এবং লেখক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা জি এম ফুরুখের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে তাদের জীবন ও কর্ম নিয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক শায়েখ আব্দুল কাদের সালেহ, এডিনবরা মসজিদের সাবেক ইমাম মাওলানা জিল্লুর রহমান, টিভি উপস্থাপক মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের সাউথ ইষ্ট রিজিয়নের আহ্বায়ক হারুনুর রশীদ ও যুগ্ম আহ্বায়ক জামাল হোসেন,বাংলাদেশ প্রবাসী অধিকার পরিষদের সভাপতি জামান সিদ্দিকী, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উন্নয়ন সংস্থার সাবেক সাধারন সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, কমিউনিটি সংগঠক ও চ্যারিটি ওয়ারকার হাজি ফারুক মিয়া ও হাজি মতিউর রহমান, বিশিষ্ট সমাজকর্মী ইউসুফ জাকারিয়া খান প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, সৈয়দ আফসার উদ্দিন এমবিই শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখেছেন। একজন টিভি সংবাদ পাঠক ও আবৃত্তিকার হিসাবে স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের স্বাক্ষর রেখেছেন। বাংলা ভাষা শিক্ষার আন্দোলন ও সমাজ সেবায় তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। যুক্তরাজ্যে মহামান্য রানী কর্তৃক তিনি এমবিই খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে কমিউনিটির বিরাট ক্ষতি হয়েছে।

জি এম ফুরুখ সম্পর্কে তারা বলেন, তিনি ছিলেন ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনুসন্ধুৎসী একজন লেখক। অন লাইন টিভিতে তিনি বৃটেনে বাংলাদেশী কমিউনিটির পথ নির্দেশকদের তুলে ধরেছেন ।স্বল্প দৈর্ঘ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে সমাজকে বদলে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন । সভা শেষে তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করেন শায়েখ আব্দুল কাদের সালেহ। সভায় শিরনী বিতরন করেন সোনালী স্বপ্নের সভাপতি মিসেস কামরুন নাহার শোভা মতিন। তিনি মরহুম সৈয়দ আফসার উদ্দিনের স্মৃতি চারন করে বলেন, বৃটেন এসে প্রথম এক বছর তিনি তার বাসায় ছিলেন। তিনি একজন সৎ ও

খেলাফত মজলিস লন্ডন মহানগরের মতবিনিময় সভা ও চা-চক্র অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস লন্ডন মহানগর শাখার উদ্যোগে ঈদ পরবর্তী মতবিনিময় সভা ও চা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৪ এপ্রিল রবিবার বিকেলে পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে সহ সভাপতি মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের সভাপতিত্বে ও সহসাধারন হাফিজ মাওলানা লিয়াকত হোসাইনের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে পস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শাহনূর মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদ,

সহ সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মিছবাহুজ্জামান হেলালী। সভায় লন্ডন মহানগর শাখার সহ সভাপতি মাওলানা শামছুল হুদা সহ অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, রমজান মাসের নেক আমলের অভ্যাসকে ধরে রেখে বাকি এগারো মাস আমাদের জীবনকে পরিচালনা করতে হবে। নেক আমল করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রিয় নেক বন্দা হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'
■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।
Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal
Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

WHITE HORSE
SOLICITORS & NOTARY PUBLIC
Tel: 020 7118 1778
Mob: 07919 485 316
96 White Horse Lane
London E1 4LR
Web: www.whitehorselaw.com
Fax: 020 7681 3223
Our services:
Immigration
• Family visit Visa
• Spouse visa, fiancée,
• British nationality
• Deportation and Removal matters
• Bail applications
• Asylum
• Human Rights
• Appeal & Judicial Review
• Application for regularising status &
• All EU Immigration matters.
• Plus most areas of law including Housing Disrepair
Specialist in Immigration Law
MD LIAQUAT SARKER (LLB Hons)
Email: liaquat.sarker@whitehorselaw.com
Principal
Solicitor: Muhammad Karim
Authorised & Regulated by the Solicitors Regulation Authority.

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার উদ্যোগে সাংবাদিক এম জি কিবরিয়াকে নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

সম্প্রতি আমেরিকা সফরকালে দৈনিক প্রথম আলোর সাবেক যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি ও লিডস বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সাংবাদিক এম জি কিবরিয়াকে নিয়ে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার উদ্যোগে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিত সভায় প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরীর স্বাগত বক্তব্য রাখেন। সাংবাদিক এম জি কিবরিয়াকে স্বাগত জানিয়ে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নির্বাহী সম্পাদক মঞ্জুরুল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা আখতার ইসলাম, সাংবাদিক নেতা ইকবাল মাহমুদ, সংস্কৃতিকর্মী রওশন হক, সাংবাদিক মাহমুদ হাসান পাহলবি, রওশন জাহান প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, বৃটেন ও আমেরিকার বাংলা মিডিয়ার উন্নয়নে কমিউনিটি সাংবাদিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা উভয় দেশের বাংলাদেশী সাংবাদিকদের সম্পর্ক ও সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অতিথির বক্তব্যে আমেরিকা সফররত সাংবাদিক এম জি কিবরিয়া মতবিনিময় সভা আয়োজন করার জন্য প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ব্রিটেন ও আমেরিকার কমিউনিটি মিডিয়ার উন্নয়নে সব কিছু করার আশ্বাস দেন। সভায় ব্রিটেনের পরিচিত শিক্ষক ও সাংবাদিক চ্যানেল এস টেলিভিশনের সংবাদ উপস্থাপক সৈয়দ আফসার উদ্দিনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে জামালপুর সমিতি ইউকের বার্ষিক মিলনমেলা ও পিঠা উৎসব

জামালপুর জেলা সমিতি ইউকের উদ্যোগে বার্ষিক মিলনমেলা ও পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৩ এপ্রিল ইংলান্ডের পূর্ব লন্ডনে একটি কমিউনিটি সেন্টারে জামালপুরের লন্ডন প্রবাসীদের এ মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়। নিজ জেলার মানুষদের কাছে পেয়ে একে অপরের সাথে আনন্দ ভাগাভাগির আনন্দঘন মুহূর্তটি পরিণত হয় এক টুকরো জামালপুর।

জামালপুর জেলা সমিতি ইউকের সভাপতি সৈয়দ শামীম জামানের সভাপতিত্বে আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক রুপা কবিরের সঞ্চলনায় বক্তব্য রাখেন, সমিতির সিনিয়র সহ সভাপতি ও আয়োজক কমিটির আহবায়ক মকবুল হোসেন মুকুল, সমিতির সাধারন সম্পাদক হাশমী কবির, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক নাদিরা পারভীন, সমিতির উপদেষ্টা আশরাফ পারভেজ,আলাউদ্দিন আহমেদ,শাহজাহান সিরাজ, ডাঃ এমএ আজিজ, ফরিদা মিয়া, মাহবুব মুকুল, রোকসানাশিল্পী, রুবেল নান্টু ও পিপলু খান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, আমরা জামালপুর জেলা সমিতি ইউকের উদ্যোগে নানা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে জামালপুরের ইতিহাস ঐতিহ্য-কৃষ্টি কালচার যেমন বিদেশের মাটিতে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করি তেমনি লন্ডনের মাটিতে জামালপুরের প্রবাসীরা একত্রিত হয়ে জন্মভুমির মাটির ঘ্রাণ নিতে ফিরে যায় শেকড়ে। নানা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি জামালপুরের সমস্যা সম্ভবনা ও দুর্যোগকালী অসহায় জামালপুরের মানুষের পাশে দাঁড়াতে এ সমিতি কাজ করে যাচ্ছে। এসব আয়েজনের মাধ্যমে ভবিষৎ প্রজন্ম যেন আমাদের রেখে যাওয়া পথ অনুসরন করে জামালপুরের কৃষ্টি কালচারের সাথে নিজেরা মিশে দেশপ্রেমিক হয়ে উঠে। আমাদের পরিশ্রম তখনই স্বার্থক হবে আগামীর ভবিষৎ যখন লন্ডনের মাটিতে জামালপুরের আলো ছাড়াবে।

অনুষ্ঠানে প্রবাসী শিল্পিদের পরিবেশনায় সঙ্গীত পরিবেশন ও রুপা'স ভিশনের প্রযোজনায় স্পেশাল চাইলডের পরিবেশনায় এক বিশেষ নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। উপস্থিত দর্শকরা বিপুল করতালির মাধ্যমে নাট্যজনদের উৎসাহ প্রদান করেন।

বার্ষিক মিলনমেলায় আগত প্রবাসী জামালপুরবাসীদের মাঝে বাঙালীর ঐতিহ্ন নানা প্রকারের পিঠা পুলি পরিবেশনের পাশাপাশি জামালপুরের ঐতিহ্যবাহী খাবার মিল্লিভাত পরিবেশন করা হয়।

বার্ষিক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ২০২৪-২০২৭ সালের জন্য সৈয়দ শামীম জামানকে সভাপতি মকবুল হোসেন মুকুলকে সিনিয়র সহ সভাপতি,হাশমী কবিরকে সাধারণ সম্পাদক, নাদিরা পারভীনকে সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক, রোকসানা শিল্পী কে কোষাধ্যক্ষ, রুবেল নান্টুকে সাংগঠনিক সম্পাদক, রুপা কবিরকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট জামালপুর জেলা সমিতি ইউকের কার্যনির্বাহী কমিটি ও ১৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বিএনপি নেতা মাহতাব মিয়ার মৃত্যুতে যুক্তরাজ্য বিএনপির শোক

সাসেক্স বিএনপির সাবেক উপদেষ্টা ও প্রবীণ কমিউনিটি নেতা মাহতাব মিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্য বিএনপি।

এক শোকবার্তায় বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক এবং কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী সদস্য ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ বলেন, মাহতাব মিয়ার মৃত্যুতে মরহুমের পরিবারের মতো যুক্তরাজ্য বিএনপির সর্বস্তরের নেতাকর্মীগণ গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী দলের একজন লড়াকু সৈনিক এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগ্রামে তার অবদান ছিল অপরিসীম। শোকবার্তায় নেতৃদ্বয় বলেন, মরহুম মাহতাব মিয়া সকলের কাছে একজম সজ্জন, বিনয়ী ও দলের নিবেদিত নেতা হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। তার নেতৃত্বের গুণাবলী সকলের কাছে অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর হাতেগড়া সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের দর্শন, নীতি ও আদর্শকে প্রবাসে প্রতিষ্ঠা করতে এবং সাসেক্স বিএনপিকে একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিনত করতে মরহুম মাহতাব মিয়া যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তা নেতাকর্মীদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শোকবার্তায় নেতৃদ্বয় মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যবর্গ, আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান । সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ফ্রেন্ডস অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন ইউকের নতুন কমিটির অভিষেক ও ঈদ পুনর্মিলনী

ফ্রেন্ডস অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট ইউকের ২০২৪-২৬ সালের নতুন কার্যকরী কমিটির অভিষেক এবং ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১৬ এপ্রিল মঙ্গলবার লন্ডনের স্থানীয় একটি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যুক্তরাজের বিভিন্ন শহর থেকে কমিটির নেতৃবৃন্দ এবং হাসপাতালের দাতা সদস্যরা অংশ নেন।

ফ্রেন্ডস অফ ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ইউকের নতুন কার্যকরী কমিটির চেয়ারম্যান আ হমেদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিদায়ী সম্পাদক ও হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট হাসপাতালের কেন্দ্রীয় কমিটির এক্সিকিউটিভ মেম্বার মিসবাহ জামাল ও কমিটির নতুন সেক্রেটারি মনসুর আহমেদ খান।

কমিটির চেয়ারম্যান আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে নতুন কার্যকরী কমিটি ও উপদেষ্টা কমিটির নাম পড়ে শোনান এবং যারা উপস্থিত ছিলেন তাদেরকে স্টেজ এনে পরিচয় করিয়ে দেন।

নতুন কমিটির নেতৃবৃন্দরা হলেন- সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মহিব উদ্দিন চৌধুরী, বজলুর রশিদ এমবিই। ভাইস চেয়ারম্যান যথাক্রমে ডঃ আ লাউদ্দিন আহমেদ, আলহাজ্ব মানিক মিয়া, মিছবাহ জামাল, মোহামেদ ইছবাহ উদ্দিন, মনজির আলী, মহিবুর রহমান মুহিব, শামসুল ইসলাম সেলিম, মোহাম্মদ আব্দাল মিয়া, আশিক চৌধুরী।

জেনারেল সেক্রেটারি মনসুর আহমেদ খান, জয়েন্ট সেক্রেটারি আব্দুল মুনিম জাহিদী কেরল, ট্রেজারার গোলাম রব্বানী আহাদ রুহি, জয়েন্ট ট্রেজারার সাইদুল ইসলাম খালেদ, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ফরহাদ হোসেন টিপু এসিস্টেন্ট সেক্রেটার ইসলাম উদ্দিন, প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি মুহিব উদ্দিন চৌধুরী, পাবলিক রিলেশন সেক্রেটারি ডঃ জাকির খান, সহকারী পাবলিক রিলেশন সেক্রেটারি কাউন্সিল আবু মিয়া সেলিম, রিলিজিয়াস সেক্রেটারি শেখ ফারুক আহমেদ, মেম্বারশিপ সেক্রেটারি ডঃ সৈয়দ মাসুক আহমদ, ওমেন্স এফেয়ার সেক্রেটারি

পলি রহমান।

কার্যকরী কমিটির সদস্যরা হলেন- এনায়েতুর রহমান খান, এনামুল মুনিম শামীম লোদী, মারুফ আহমেদ চৌধুরী, মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন মোহাম্মদ আবুল লেইছ, ইব্রাহিম আলি খন্দকার, ফারুক মিয়া, মোহাম্মদ আবুল মিয়া, তৈমুছ আলী, কবির আহমেদ খলকু, মোস্তফা আহমেদ লাকি, এম আলাউদ্দিন, সুফি সুহেল আহমেদ, সৈয়দ রেজাউর রহমান খালেদ, হেলাল উদ্দিন, মতিউর রহমান খোকন।

উপদেষ্টা কমিটির সদস্যরা হলেন-প্রধান উপদেষ্টা এম শামসুদ্দিন। উপদেষ্টা যথাক্রমে ইকবাল আ হমেদ ওবিই, ওয়ালী তছর উদ্দিন এমবিই, শেখ জাবেদ রহমান চৌধুরী, একাউন্টেনট নাসির আলী শাহ, এম এ মুনিম ওবিই আকিক ফজলুর রহমান, এম এ মতিন, ড. মোশাররফ হোসেন।

অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন রিলিজিয়াস সেক্রেটারি শেখ ফারুক আহমেদ। সংগঠনের সদস্য বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী রুপি আমিন ও দিলরুবা চৌধুরীর সুললিত কণ্ঠে বাঙালি মুসলিমদের অন্যতম ধর্মীয় ও আনন্দের উৎসব ঈদুল ফিতর নিয়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত একটি কালজয়ী গান 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ'উপস্থিত সবাইকে আনন্দ দেয়।

হাসপাতালের পার্মানেন্ট ডোনার মেম্বারদের মাঝে আরো যারা উপস্থিত ছিলেন তারাা হলেন একাউন্টেন্ট রফিকুল হায়দার, মোহাম্মদ তালিব আলি, আশরাফ চৌধুরী জাহান মিয়া, আব্দুল মুকিত চৌধুরী, ওয়ারিছ আলী (আলিল) ফটো জার্নালিষ্ট এখলাছুর রহমান পাক্কু, আব্দুস সামাদ চৌধুরী সোহেল, জাহেদুর রহমান, গোলাম রসুল মুহি আহাদ, সামিয়া চৌধুরী, শামসুল জাকি স্বপন। পরে সবাইকে সংগঠনের পক্ষ থেকে আপ্যায়ন করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কার্ডিফের লর্ড মেয়র ম্যানশন হাউসে চ্যারিটি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত

কার্ডিফের লর্ড মেয়রের পক্ষ থেকে ঐতিহ্যবাহী ম্যানশন হাউসে কার্ডিফের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো এক ইফতার

পার্টি ও চ্যারিটি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৮ এপ্রিল সোমবার বৃটেনের কার্ডিফের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার বিশিষ্টজন পার্টিতে অংশ নেন।

লর্ড মেয়র ড. বাবলিন মল্লিক এর স্বাগত বক্তব্যের পর ইফতার পূর্ব আলোচনায় পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন কামরুল ইসলাম বাবু ও দোয়া পরিচালনা করেন হাফিজ আব্দুল হান্নান।

অনুষ্ঠানে প্রবাসের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক কার্ডিফ বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আ মিনুর রশিদ, কার্ডিফ বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সাবেক সেক্রেটারি একাউন্টেন্ট ফজলুল হক ফারুক, ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান ও গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকেরফাউন্ডার্স কনভেনার কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ মকিস মনসুর, বিশিষ্ট সমাজসেবক অধ্যাপক মল্লিক মোসাদ্দেক আহমেদ, কাউন্সিলার জেসমিন চৌধুরী ও এস এ খান লেনিনসহ অন্যান্য কাউন্সিলারবৃন্দ ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এটিন বাংলা ইউকে ও ওয়েলস বাংলা নিউজ এর সম্পাদক মোহাম্মদ মকিস মনসুর এর সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে মৌলভীবাজার জেলা সদরের কচুয়া গ্রামের মেধাবী মুখ কার্ডিফের প্রথম মুসলিম লর্ড মেয়র ড. বাবলিন মল্লিক ইউ কান প্রডাকশন চ্যারিটিতে সবাইকে সহযোগিতা করার আহবান জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানে লর্ড মেয়র ড. বাবলিন মল্লিক ইউ কান প্রডাকশন চ্যারিটিতে সবাইকে সহযোগিতা করার আহবান জানান। অনুষ্ঠানে দোয়া মাধ্যমে ফিলিস্তিন ও গাজার মানুষের কল্যাণ ও মুসলিম উম্মার সহ বিশ্বের মানবজাতির সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকের উদ্যোগে শতাধিক মানুষের মধ্যে ঈদসামগ্রী বিতরণ

বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকে (চ্যারিটি নম্বর ১১৯১৫৯৩) প্রতিবারের মতো এবারও পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে হতদরিদ্র মানুষের মধ্যে ঈদসামগ্রী বিতরণ করেছে। গত ৮ এপ্রিল সোমবার বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদ হোসেনের নিজ বাড়ি বর্ণি গ্রামে শতাধিক হতদরিদ্র মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয়।

এ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় বিশিষ্ট সমাজসেবক হাজী মস্তফা উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদ হোসেনের পরিচালনায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকের উপদেষ্টা ডা. নজরুল ইসলাম, সংগঠনের প্রধান সমন্বয়ক মো. রেজাউল ইসলাম, পৌরসভার কাউন্সিলর মো. কবির আহমদ, সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সদস্য জামাল সাঈদ জুবের।

অন্যদের মধ্যে ছিলেন সমাজ সেবক রিয়াজ উদ্দিন, এম.এ মুহিত, মো. কবির হোসেন পারভেজ, সামসুল ইসলাম কদ্দুছ ও রেজাউল করিম। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলয়াওয়াত করেন মো. আবুল হোসেন।

সভায় বক্তারা বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকের মহতি উদ্যেগের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন। এসময় উপকারভোগীরা সংগঠনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সকল দাতাদের জন্য দোয়া করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

প্রবাসীদের অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করত চক্রটি

সিলেট প্রতিনিধি: সিলেটে এক প্রবাসী যুবককে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনায় পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা একটি চক্রের সদস্য। চক্রটি প্রবাস থেকে আসা ব্যক্তিদের লক্ষ্যবস্তু করত। তাঁদের অপহরণ করে টাকা, মুঠোফোন, দামি জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি মুক্তিপণ আদায় করতেন ওই চক্রের সদস্যরা।

গ্রেপ্তার চারজন হলেন বালাগঞ্জ উপজেলার রাধাকুনা গ্রামের সুবর্ণা আক্তার (৩২), সিলেটের শাহপরান পীরের বাজারের উত্তর মোকামেরগুল গ্রামের জাহাঙ্গীর আলম ওরফে রুবেল (২৭), ওসমানীনগর উপজেলার দক্ষিণ রাইগদারা গ্রামের জাহেদ আহমদ (৩৮) ও সুমন রশীদ (৩৩)। গত সোমবার বিকেলে তাঁদের মধ্যে তিনজন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

গোলাপগঞ্জের ঢাকা দক্ষিণ এলাকার বাসিন্দা সোহেল আহমদ (৩৫) সম্প্রতি আরব আমিরাত থেকে দেশে ফেরেন। গত ২৮ মার্চ তিনি গোলাপগঞ্জ থেকে বালাগঞ্জের রামদা বাজারে যাওয়ার পথে অপহরণের শিকার হন। তিনি ওই চারজনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেছেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, সোহেল আহমদ ২৮ মার্চ গোলাপগঞ্জ থেকে বালাগঞ্জের রামদা বাজারে যাওয়ার জন্য সিএনজিচালিত অটোরিকশায় ওঠেন। এ সময় অটোরিকশার দুই যাত্রী তাঁর নাকে-মুখে চেতনানাশক ছিটিয়ে দেন। এরপর তাঁরা তাঁকে সিলেট নগরের হুমায়ুন রশীদ চত্বর এলাকায় নিয়ে যান। সেখান থেকে একটি প্রাইভেট কার নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন অপহরণকারী চক্রটির সদস্য সুবর্ণা আক্তার। পরে প্রাইভেট কারে করে সোহেল আহমদকে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের আদমপুর ইউনিয়নের একটি এলাকায় একটি বাড়িতে নিয়ে আটকে রাখা হয়। জ্ঞান ফিরলে সোহেল আহমদ দেখতে পান তাঁর হাত-পা বাঁধা। তাঁকে নির্যাতন করে তাঁর ব্যবহৃত মুঠোফোন দিয়ে আত্মীয়স্বজনদের ফোন দিয়ে ৯২ হাজার টাকা মুক্তিপণ আদায় করা হয়। ২৮ মার্চ রাত আড়াইটার দিকে চোখ-মুখ বেঁধে ঘটনাস্থল থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয় তাঁকে।

থানা-পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সোহেল আহমদ ৩ এপ্রিল বিষয়টি গোলাপগঞ্জ থানায় মৌখিকভাবে জানান। এরপর পুলিশ অপহরণকারী চক্রের সন্ধানে নামে। মুক্তিপণের টাকা পাঠানো মোবাইল ব্যাংকিং সেবা নম্বরের সূত্র ধরে ৬ এপ্রিল সুবর্ণা আক্তারকে সিলেট নগরের একটি আবাসিক হোটেল থেকে আটক করা হয়। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জাহাঙ্গীর আলম, জাহেদ আহমদ ও সুমন রশীদকে আটক করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে সোহেলের লুট হওয়া কেডস, হাতঘড়ি, মুঠোফোন ও আংটি উদ্ধার করা হয়। পরে সোহেল আহমদ বাদী হয়ে গোলাপগঞ্জ থানায় মামলা করেন। ওই মামলায় চারজনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। সুবর্ণা আক্তার, জাহাঙ্গীর আলম ও সুমন রশীদ আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

গোলাপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাছুদুল আমিন বলেন, চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসীদের লক্ষ্য করে এমন ঘটনা ঘটিয়ে আসছে। ওই চক্রের অন্য সদস্যদের গ্রেপ্তার করতে অভিযান চলছে।

জগন্নাথপুরে আলীগ নেতার বিরুদ্ধে লন্ডন প্রবাসীর বাড়ি দখলের অভিযোগ

ছবি : প্রেস কনফারেন্স

সিলেট প্রতিনিধি: সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে লন্ডন প্রবাসীর বাড়ির কেয়ার টেকারকে মারপিট করে বাড়ি দখলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আওয়ামী লীগ নেতা বদরুল ইসলামের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছে। সিলেট জেলা প্রেস ক্লাব কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিযোগ করেন জগন্নাথপুর উপজেলার ইসহাকপুর গ্রামের মোঃ ফজলুল হকের ছেলে বকুল মিয়া।

সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যে বকুল মিয়া দাবি করেন, তার সম্পর্কে মামা জগন্নাথপুর উপজেলার ইসহাকপুর গ্রামের ইসলাম উদ্দিন একজন লন্ডন প্রবাসী। তার মামার সহায় সম্পত্তি ও বাড়িঘর দেখভাল তিনি করেন। কিন্তু ইসহাকপুর গ্রামের বাসিন্দা মৃত আফিজ উল্লার ছেলে ও জগন্নাথপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক বদরুল ইসলাম লন্ডন প্রবাসী ইসলাম উদ্দিনের সহায়-সম্পত্তি ও বাড়িঘর দখল করার জন্য গত ১ এপ্রিল দুপুরে তার সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে বকুল মিয়ার ওপর হামলা চালায়। এ সময় বকুলের বুকে আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে মারপিট করে ঘর থেকে বের দিয়ে ঘরে থাকা মূল্যবান জিনিসপত্র, ল্যাপটপ, স্বর্ণালঙ্কারসহ ৩ লাখ ৫২ হাজার টাকার মালামাল লুট করে বাড়ির গেটে তালা লাগিয়ে চাবি নিয়ে চলে যান বদরুল।

এ ঘটনায় বকুল মিয়া বাদী হয়ে গত ১৩ এপ্রিল বদরুল ইসলামকে প্রধান আসামি করে জগন্নাথপুর থানায় মামলা করেন। এ মামলায় বদরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরবর্তীতে বদরুল আদালত থেকে জামিন নিয়ে বের হয়ে এলাকায় গিয়ে বকুল মিয়া, লন্ডন প্রবাসী ইসলাম উদ্দিন ও জগন্নাথপুর থানার বিরুদ্ধে নানা ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে তা বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করছেন। এতে সবার সম্মানহানি হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যে আরও উল্লেখ করা হয়, বদরুল আওয়ামী লীগের নাম ভাঙিয়ে সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতন ও নিপীড়ন করে যাচ্ছেন। তার বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে জগন্নাথপুর থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য দাবি করা হয়, আওয়ামী লীগ নেতা বদরুল ইসলাম তার কুকর্ম ঢাকতে তাদের ও থানার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ, বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন।

সিলেটে ১৩ কোটি টাকা আত্মসাত, ব্যাংক কর্মকর্তার ১০ বছরের জেল

ছবি: আদালত

সিলেট প্রতিনিধি: সিলেটে ব্যাংকের ১২ কোটি ৭১ লাখ ৬৫ হাজার টাকা আত্মসাতের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলায় সাবেক এক ব্যাংক কর্মকর্তাকে ১০ বছরের কারাদ– ও অপরজনের ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২ আসামিকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত।

সিলেট বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) মোঃ শাহাদৎ হোসেন প্রামাণিক গত ১৭ এপ্রিল বুধবার এ রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হচ্ছেন- সিলেট নগরীর দরগা মহল্লার পায়রা ৭৫নং বাসার মৃত এএইচ মিছবাহ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরীর ছেলে সিলেট নগরীর মেন্দিবাগ শাখার ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের সাবেক শাখা ব্যবস্থাপক এজেড নিয়াজ আহমেদ চৌধুরী (বর্তমানে চাকরিচ্যুত) এবং নগরীর ঝরনারপারের ৫৩নং বাসার মৃত মুফতি আব্দুল কাদেরের ছেলে মুফতি মো. আব্দুল খাবির। এর মধ্যে এজেড নিয়াজ আহমেদ চৌধুরী বর্তমানে পলাতক রয়েছেন।

খালাসপ্রাপ্তরা হচ্ছেন- চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানার রঘুনাথপুর গ্রামের মুহাম্মদ শহিদুল্লাহর ছেলে সিলেট নগরীর মেন্দিবাগ শাখার ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের সাবেক সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (বর্তমানে কুমিল্লা শাখা) এবং সিলেট নগরীর শেখঘাট এলাকার শামস উদ্দিন আহমদের ছেলে সিলেট নগরীর মেন্দিবাগ শাখার ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের সাবেক ক্যাশ অফিসার (বর্তমানে ময়মনসিংহ ভালুকা শাখা) মো. জাহেদ রুমী।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণে বলা হয়েছে, আসামিরা ২০০৯ সালের ১৫ মার্চ হতে ২০১১ সালের ২১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে সিলেট নগরীর মেন্দিবাগ শাখার ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের নিজ নিজ পদে কর্মরত থেকে একে অপরের যোগসাজশে ভুয়া 'এফডিআর' দেখিয়ে প্রতারণামূলকভাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ১২ কোটি ৭১ লাখ ৬৫ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেন। এ ঘটনায় ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের সিলেট মেন্দিবাগ শাখার এসিসট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং শাখা ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আব্দুল বাছিত বাদী হয়ে কোতোয়ালি থানায় একজনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন।

দীর্ঘ তদন্ত শেষে ২০১৭ সালের ১৪ ডিসেম্বর সিলেট জেলা কার্যালয়ের সমন্বিত দুর্নীতি দমন কমিশন বর্তমানে দুদক টাঙ্গাইল জেলার উপ-পরিচালক রেভা হালদার ৪ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে এ মামলার চার্জশিট দাখিল করেন। ২০১৮ সালের ২৫ অক্টোবর আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জগঠন করে আদালত এ মামলার বিচারকার্য শুরু হয়।

দীর্ঘ শুনানি ও সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে বুধবার আদালত আসামি এজেড নিয়াজ আহমেদ চৌধুরীকে ১২ কোটি ৭১ লাখ ৬৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৪৬৭ ধারায় ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৩ মাসের বিনাশ্রমে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। অপর আসামি মুফতি মোঃ আব্দুল খাবিরকে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৩ মাসের বিনাশ্রমে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অপর আসামি মুহাম্মদ আকবর হোসেন এবং মো. জাহেদ রুমীকে অত্র মামলা হতে বেকসুর খালাস প্রদান করা হয়।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিএনপি নেত্রী ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত

ছবি: রাহেনা বেগম

সিলেট প্রতিনিধি : মৌলভীবাজারের বড়লেখায় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন বর্তমান মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রাহেনা বেগম হাছনা।

গত মঙ্গলবার (২৩ এপ্রিল) মৌলভীবাজার জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহীন আকন্দ তাঁকে নির্বাচিত ঘোষণা করেন। এই নিয়ে টানা চতুর্থবারের মতো ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন হাছনা।

গাংকুল পঞ্চগ্রাম আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক সহকারি প্রধান শিক্ষক রাহেনা বেগম হাছনা উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

টানা চতুর্থবারের মতো ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় এক প্রতিক্রিয়ায় রাহেনা বেগম হাছনা বলেন, মানুষের সমর্থনে ও চাপে আমি নির্বাচনে অংশ নিতে বাধ্য হয়েছি। নির্বাচনে আমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বি না থাকায় আমি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চতুর্থবারের মতো ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছি। এজন্য আমি স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞ। বড়লেখাবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞ। এই বিজয় আমি বড়লেখাবাসীকে উপহার দিলাম।

রাহেনা বেগম হাছনা

আমি অতীতে যেভাবে মানুষের পাশে থেকেছি। তাদের জন্য কাজ করেছি। ভবিষ্যতেও তাদের পাশে থাকব। তাদের জন্য কাজ করবো। বিশেষ করে সমাজে অবহেলিত নারীদের উন্নয়নে কাজ করবো।

জানা গেছে, রাহেনা বেগম হাছনা ২০০৯ সালের তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে প্রথমবার উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ২০১৪ সালের চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনেও তিনি বিএনপির মনোনিত প্রার্থী হিসাবে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। পরবর্তীতে ২০১৯ সালের পঞ্চম উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে তৃতীয় বারের মতো উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এবারের ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিএনপি দলীয়ভাবে বর্জন করলেও তিনি সাধারণ ভোটারের চাপ-সমর্থনে প্রার্থী হন। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো প্রার্থী উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে মনোনয়নপত্র জমা দেননি।

উল্লেখ্য, আগামী ৮ মে প্রথম ধাপে বড়লেখা উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ৪ জন ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৪ জন প্রার্থী ভোটযুদ্ধে নেমেছেন।

ইসরাইলি হামলায় আরও ৫৪ জন নিহত নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৩৪,১৫১

দেশ ডেস্ক, ২৬ এপ্রিল ২০২৪ : ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরাইলি হামলায় গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৫৪ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এই সময়ে আহত হয়েছেন ১০৪ জন। এ নিয়ে গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে চলমান এই যুদ্ধে নিহতের

সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪ হাজার ১৫১ জনে। আহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৭ হাজার ৮৪ জনে।

সোমবার গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে। খবর আলজাজিরার।

এক বিবৃতিতে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, অনেক মানুষ এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে এবং রাস্তায় আটকে আছে। কারণ উদ্ধারকারীরা তাদের কাছে পৌঁছতে পারছেন না।

জাতিসংঘের মতে, গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসনে খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি এবং ওষুধের তীব্র সংকটের মধ্যে ভূখণ্ডের ৮৫ শতাংশ বাসিন্দা অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। সেই সঙ্গে অঞ্চলটির ৬০ শতাংশ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে।

জাতিসংঘ আরও বলছে, দীর্ঘ এ সময় ধরে চলা সংঘাতের কারণে মানবিক সংকটে দিন পার করছেন ফিলিস্তিনিরা। এছাড়াও খাবার, পানি, ওষুধ ও প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তার অভাবে উপত্যকাটির ২৩ লাখেরও বেশি বাসিন্দা চরম ক্ষুধা ও ভয়াবহ অপুষ্টিতে ভুগছেন।

গত মাসের শেষের দিকে (২৫ মার্চ) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবিতে একটি প্রস্তাব পাস করেছে। হামাস এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেও, ইসরাইল যুদ্ধবিরতির আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ফিলিস্তিনি ছিটমহলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়।

ইসরাইলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) গণহত্যার অভিযোগ রয়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে আইসিজে একটি অন্তর্বর্তী রুল জারি করে তেল আবিবকে গণহত্যামূলক কাজ বন্ধ করতে এবং গাজার বেসামরিক নাগরিকদের মানবিক সহায়তা প্রদানের গ্যারান্টি দেওয়ার ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয়।

নিউইয়র্ক কোর্ট হাউসে ট্রাম্পের বিচার

কেন গায়ে আগুন দিয়ে আত্মাহুতি দিলেন ম্যাক্স

দেশ ডেস্ক, ২৬ এপ্রিল ২০২৪ : সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পের হাশ মানি মামলার বিচারকাজ যে আদালতে শুরু হয়েছে, সেই নিউইয়র্ক কোর্ট হাউসের সামনে গায়ে আগুন দেওয়া ব্যক্তি ম্যাক্স আজারেলো মারা গেছেন। গতকাল তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়।

এর আগে স্থানীয় সময় গত শুক্রবার নিউইয়র্কে গায়ে আগুন দেন ওই ব্যক্তি। পরে গুরুতর অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার তারিক শেফার্ড এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ত্রিশোর্ধ্ব ওই ব্যক্তি ট্রাম্পের নিজ অঙ্গরাজ্য ফ্লোরিডার সেন্ট অগাস্টিনের বাসিন্দা। পুলিশের মতে, ম্যাক্স আজারেলো ট্রাম্পকে লক্ষ্যবস্তু করেননি। তবে প্রাথমিকভাবে তার বিরুদ্ধে 'ষড়যন্ত্রতত্ত্ব' বাস্তবায়নের অভিযোগ এনে তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ম্যাক্স তার পিঠে থাকা একটি ব্যাগ থেকে কিছু পুস্তিকা বের করে সব দিকে ছড়িয়ে দিতে থাকেন। নিজের গায়ে দাহ্য তরল পদার্থ ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার আগে সেগুলো ওপরের দিকে ছুড়ে দেন। পুস্তিকায় লেখা আছে 'শয়তান ধনকুবের'। বাকি অংশে কী লেখা ছিল তা আর স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। এদিকে নিজের গায়ে আগুন দেওয়ার কয়েকদিন আগে আজারেলোকে একই আদালতের বাইরে

প্রতিবাদ করতে দেখা গিয়েছিল। সে সময় তিনি একটি প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করেন। তাতে লেখা ছিল, 'ট্রাম্প বাইডেনের সঙ্গে আছেন এবং তারা আমাদের বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদী অভ্যুত্থান করতে চলেছেন।'

তদন্তকারীরা বলছেন, পরিবারের সঙ্গে ফ্লোরিডায় থাকতেন ম্যাক্স আজারেলো। তিনি গত সপ্তাহে ফ্লোরিডা থেকে নিউইয়র্কে এসেছিলেন। ম্যাক্স আজারেলোর সঙ্গে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার কোনো তথ্য নিউইয়র্ক পুলিশের কাছে নেই। আরেক খবরে বলা হয়, ট্রাম্পের বিরুদ্ধে চলমান হাশ মানি মামলার বিচারকাজ পরিচালনার জন্য বিচারকদের পূর্ণাঙ্গ একটি বেঞ্চ গঠন করা হয়েছে। সোমবার ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সেই মামলার কার্যক্রম শুরু হতে পারে। দুপুরে ম্যানহাটনের ওই আদালতে হাশ মানি মামলার শুনানিতে এজলাসে উপস্থিত ছিলেন ট্রাম্প। ম্যাক্সের গায়ে আগুন দেওয়ার ঘটনার পর শুনানি স্থগিত করা হয়, ট্রাম্পও আদালত ত্যাগ করেন। তবে এ ঘটনায় আদালতের নিরাপত্তাব্যবস্থায় কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়নি। কয়েক ঘণ্টা স্থগিত থাকার পর বিকালের দিকে ফের মামলার শুনানি কার্যক্রম শুরু করেন আদালত।

পাকিস্তানে ইরানের প্রেসিডেন্টকে লাল গালিচা সংবর্ধনা

দেশ ডেস্ক, ২৬ এপ্রিল ২০২৪ : ইরানের প্রেসিডেন্ট সাইয়েদ ইব্রাহিম রাইসিকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দিয়েছে পাকিস্তান। তিন দিনের পাকিস্তান ও শ্রীলংকা সফরের অংশ হিসেবে গত সোমবার সকালে ইসলামাবাদ পৌঁছেন তিনি।

জিও নিউজ জানিয়েছে, সফরে একটি উচ্চ-পদস্থ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন ইরানের প্রেসিডেন্ট।

গত ৮ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর এটি কোনো বিদেশি নেতার প্রথম পাকিস্তান সফর। ইরান ও ইসরাইলের উত্তেজনার মধ্যেই রাইসির পাকিস্তান সফরকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও।

তবে সূত্র জিও নিউজকে জানিয়েছে, চলমান উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সঙ্গে এই সফরের কোনো সম্পর্ক নেই।

খবরে বলা হয়েছে, পাকিস্তানে দু'দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে প্রেসিডেন্ট রাইসি প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে একান্তে বৈঠক করবেন এবং এরপর দুই সরকারপ্রধান যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখবেন।

প্রেসিডেন্ট রাইসি ইসলামাবাদে পাক প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারির সঙ্গেও কথা বলবেন। তিনি পাকিস্তানের বিভিন্ন শহর সফর করবেন এবং দেশটির শীর্ষস্থানীয় আলেমদের পাশাপাশি ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করবেন।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট রাইসির সফরের সময় দু'দেশের কর্মকর্তারা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময়ের পাশাপাশি দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা ও সন্ত্রাসবাদের যৌথ হুমকি মোকাবিলার উপায় নিয়ে আলোচনা করবেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, ইরানের প্রেসিডেন্ট ইসলামাবাদের পাশাপাশি লাহোর ও করাচিসহ পাকিস্তানের বড় শহরগুলো পরিদর্শন করবেন।

বন্যায় ভেসে গেল মরুর দেশ দুবাই

দেশ ডেস্ক, ২৬ এপ্রিল ২০২৪ : সবাইকে হতবাক করে দিয়ে প্রবল বৃষ্টিজনিত বন্যা ডুবিয়ে দিয়েছে মরুভূমির দেশ দুবাইকে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) এই দেশটির রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে শপিং মল ও বিমানবন্দর ডুবে গেছে পানিতে। এতেকরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বিমান চলাচলসহ সব পরিবহন পরিষেবা।

প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, গত ১৩ এপ্রিল শনিবার থেকে সবাইকে বিস্মিত করে শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি। দুবাই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বন্যার পানি বিমানবন্দরের ভিতরে ঢুকে পড়ায় স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এ কারণে বহির্গামী সব ফ্লাইটের সময় পেছানো ও স্থগিত করা হয়েছে। এদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ছবিতে দেখা গেছে, বিমানবন্দরের রানওয়ে বন্যার পানিতে ডুবে আছে। দেশটির আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিন এই ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে।

এই প্রেক্ষাপটে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম গণমাধ্যমকে জানান, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ভয়াবহ বন্যার প্রভাবে দুবাই ও শারজাহ থেকে ঢাকামুখী ৯টি ফ্লাইট স্থগিত করা হয়েছে। এর মধ্যে গতকাল সকাল পর্যন্ত এয়ার অ্যারাবিয়ার ৫টি ফ্লাইট স্থগিত হয়েছে। এ ছাড়া এমিরেটস এয়ারলাইনসের ২টি ও ফ্লাই দুবাইয়ের ২টি ফ্লাইট স্থগিত করা হয়। আরেক খবরে বলা হয়েছে, ভারত, পাকিস্তান, সৌদি আরব ও যুক্তরাজ্যসহ আরও অনেক দেশের ফ্লাইট বাতিলের ঘোষণা

দিয়েছে দুবাই বিমানবন্দর। এতে বিপাকে পড়েছেন বহু যাত্রী। দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, গত মঙ্গলবার শতাধিক উড়োজাহাজ অবতরণের কথা ছিল বিশ্বের ব্যস্ততম এ বিমানবন্দরে। কিন্তু ঝড়-বৃষ্টির কারণে তা বিঘ্নিত হয়েছে। আর যেসব ফ্লাইট ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল সেগুলোও স্থগিত করা হয়।

এমন নজিরবিহীন বন্যার কারণ : এমন রেকর্ড বন্যায় নানা গুঞ্জন উঠেছে শহরটির কৃত্রিমভাবে তৈরি বৃষ্টি বা ক্লাউড সিডিং নিয়ে। অনেকেই মনে করছেন, কৃত্রিমভাবে তৈরি বৃষ্টির ফলেই এই অবস্থা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ক্লাউড সিডিং হল কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত ঘটানোর একটি বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া। এর জন্য উড়োজাহাজ বা ড্রোনের সাহায্যে মেঘের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয় সিলভার আয়োডাইড বা পটাশিয়াম আয়োডাইড। এই আয়োডাইড মেঘে ঘনত্ব বাড়াতে কাজ করে। মেঘে ঘনত্ব বাড়লে বৃষ্টিকণা তৈরি হয়, ফলে বৃষ্টি বা বরফপাত হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়া সবসময় কাজ করে না। প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, দুবাই সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপকূলে অবস্থিত এবং সাধারণত খুবই শুষ্ক অঞ্চল। যদিও এখানে সারা বছরে গড়ে ১০০ মিলিমিটারের কম বৃষ্টিপাত হয়, তবে মাঝেমধ্যে ভারী বর্ষণও হয়ে থাকে। রিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়াবিদ অধ্যাপক মার্টেন অ্যাম্বাউম বলেন, পৃথিবীর এই অংশটি দীর্ঘ সময় ধরে বৃষ্টিপাতহীন থাকার এলাকা। তবে এখানে অনিয়মিতভাবে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। তবে এখন যে বৃষ্টিপাতের ঘটনা- তা একেবারেই বিরল। তিনি বলেন, এ জন্য জলবায়ু পরিবর্তন কতটা ভূমিকা পালন করেছে- তা সঠিকভাবে পরিমাপ করা এখনো সম্ভব নয়। এর জন্য প্রাকৃতিক এবং মানবিক কারণগুলোর একটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। যার জন্য কয়েক মাস সময় লাগতে পারে। তবে রেকর্ড বৃষ্টিপাত অবশ্যই জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। জলবায়ু বিজ্ঞানের অধ্যাপক রিচার্ড অ্যালান বলেন, বৃষ্টির তীব্রতার রেকর্ড ভাঙার সঙ্গে উষ্ণতাপূর্ণ জলবায়ুর সম্পর্ক রয়েছে। উষ্ণ বাতাস বেশি জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে পারে, ফলে এর সঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাতের ঘটনা এবং বন্যা সম্পৃক্ত। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে, এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ সংযুক্ত আরব আমিরাতের বেশির ভাগ অংশে বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে, যার কারণ উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়া। ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের জলবায়ু বিজ্ঞানের সিনিয়র লেকচারার ড. ফ্রেডরিক অটো বলেছেন, 'মানুষ যদি তেল, গ্যাস এবং কয়লা পোড়াতে থাকে- তাহলে জলবায়ু উষ্ণ হতে থাকবে, বৃষ্টিপাত বাড়তে থাকবে এবং বন্যায় মানুষ প্রাণ হারাতে থাকবে।'

কীভাবে আদায় করবেন রোজার কাফফারা

আতিকুর রহমান নগরী

রোজা ফরজ ইবাদত। যা প্রত্যেক সুস্থ, বালেগ, মুসলমান নর-নারীর ওপর মহান আল্লাহতায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত বিধান। কিন্তু মানবিক, দৈহিক অনেক কারণে ফরজ এই বিধান পালনে ব্যর্থ কিংবা অক্ষম হলে কাজা, কাফফরারা, ফিদইয়ার বিধান রয়েছে।

মাসআলা: কোনো সুস্থ বালেগ মুসলমান ইচ্ছাকৃত রমজানের রোজা না রাখলে বা অনিচ্ছায় ভেঙে ফেললে অথবা কোনো ওজরের কারণে ভেঙে ফেললে পরে ওই রোজার কাজা আদায় করতে হবে। আর বিনাওজরে ইচ্ছাকৃত পানাহার বা সহবাসের মাধ্যমে রমজানের রোজা ভেঙে ফেললে তার কাজা ও কাফফারা অর্থাৎ লাগাতার ষাট দিন রোজা রাখতে হবে।

পানাহার ও সহবাস ছাড়া অন্য পদ্ধতিতে ইচ্ছাকৃত ভাঙলেও কাফফারা দিতে হবে না, হ্যাঁ কাজা দিতে হবে।-মাবসুতে সারাখসি: ৩/৭২।

কাফফারা আদায়ের ক্ষেত্রে লাগাতার ষাট দিন রোজা রাখার সময় যদি এক দিনও বাদ যায়, তাহলে আবার শুরু থেকে গণনা আরম্ভ হবে, পূর্বের গুলো বাদ হয়ে যাবে।-মাবসুতে সারাখসি: ৩/৮২।

মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তি রোজা রাখতে কষ্ট হলে ওইদিন না রেখে পরে কাজা করে নিতে পারবে, এ ক্ষেত্রে কাফফারা দিতে হবে না।-সুরা বাকারা: ১৮৪-১৮৫।

মাসিক পিরিয়ড ও সন্তান প্রসবোত্তর স্রাবের সময় রোজা রাখা জায়েয নেই।

তবে সে দিনগুলোর রোজা কাজা দিতে হবে, কাফফারা দিতে হবে না।

রোজা রাখার পর দিনের বেলায় যদি কোনো নারীর পিরিয়ড শুরু হয়, তখন ওই নারীর জন্য খাওয়া-দাওয়ার অনুমতি আছে।

তবে লোকজনের সামনে না খেয়ে নির্জনে খাওয়া-দাওয়া করবে। আর যে মহিলা পিরিয়ডের কারণে রোজা রাখেনি, দিনের যে সময়ে তার রক্ত বন্ধ হবে, তখন থেকেই খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে রোজাদারের ন্যায় দিনের অবশিষ্ট অংশটুকু অতিবাহিত করবে এবং পরবর্তীতে উভয়েই ওইদিনের রোজা কাজা করে নিবে।-আল লুবাব: ১/১৭৩।

রোজার জন্য নারীদের ওষুধ খেয়ে পিরিয়ড সাময়িক বন্ধ রাখা অনুচিত। এতে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে এ পদ্ধতিতে পিরিয়ড বন্ধ থাকা অবস্থায় রোজা-নামাজ করলে তা আদায় হয়ে যাবে।-ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া: ৬/৪০৪, আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল: ৩/২৭৮।

রোজার ফিদইয়া: যদি কোনো ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তারের পরামর্শে রোজা রাখা থেকে বিরত থাকেন এবং পরবর্তীতে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সুস্থ হওয়ার পর রোজার কাজা আদায় করতে হবে, ফিদইয়া দিলে আদায় হবে না। পক্ষান্তরে যদি আরোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে বা এমন বৃদ্ধ যে রোজা রাখতে অক্ষম তাহলে সে ফিদইয়া আদায় করবে। রোজা রাখতে অক্ষম বলতে শরিয়তের দৃষ্টিতে বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা, মারাত্মক রোগ ইত্যাদি বোঝায়, যা থেকে আরোগ্য লাভ করা এবং রোজা রাখার শক্তি ফিরে পাওয়া অসম্ভব বলে মনে হয়।-সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৪-১৮৫

প্রত্যেক রোজার ফিদইয়া হলো, সদকা ফিতরের সমপরিমাণ, অর্থাৎ ১ কেজি ৬৩৫ গ্রামের কিছু বেশি গম বা তার সমপরিমাণ অর্থ।-আওযানে শরইয়্যাহ,পৃ-১৮।

শারীরিক সুস্থতা ফিরে আসলে এবং রোজার কাজ ার ওপর সক্ষম হলে অতীতের রোজা কাজা করতে হবে।-রদ্দুল মুহতার: ২/৪২৭।

ফিদইয়া আদায়ের ক্ষেত্রে ধনী-গরিবের মাঝে কোনো তারতম্য নেই, সবার ওপর সমানহার প্রযোজ্য। তবে দরিদ্রতার দরুন ফিদইয়া দিতে একেবারেই অক্ষম হলে তওবা করবে।

বিজ্ঞাপন

পরবর্তীতে কখনো সামর্থ্যবান হলে অবশ্যই ফিদইয়া আদায় করে দিবে।-ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/২০৭।

৬০ মিসকিনকে দু'বেলা খানা খাওয়ানোর পরিবর্তে প্রত্যেককে এক ফিতরা পরিমাণ অর্থাৎ ১ কেজি ৬৩৫ গ্রামের কিছু বেশি গম বা তার সমপরিমাণ অর্থ দেয়া যেতে পারে। তবে শর্ত হলো, ওই টাকা দ্বারা মিসকিনকে খানা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। একজন গরিবকে প্রতিদিন ১ ফিতরা পরিমাণ করে ৬০ দিনে দিলেও আদায় হবে। ৬০ দিনের ফিতরা পরিমাণ একত্রে বা এক দিনে দিলে আদায় হবে না।-ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/৫১৩, রদ্দুল মুহতার: ৩/৪৭৮।

স্বেচ্ছায় রোজা ভঙের কাফফারা: কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে একাধিকবার একই রমজানের রোজা ভাঙার কারণে এক কাফফারাই যথেষ্ট। অর্থাৎ ভেঙে ফেলা সব রোজার জন্য ৬০ জন মিসকিনকে দু'বেলা খানা খাওয়াবে, অথবা প্রতি মিসকিনকে এক ফিতরা পরিমাণ সম্পদ সদকার মাধ্যমেও কাফফারা আ দায় করা যাবে।-বাদায়েউস সানায়ে: ২/১০১, রদ্দুল মুহতার: ২/৪১৩।

মাসআলা: মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার কাজাকৃত রোজার কাফফারা হিসেবে অন্য কারও রোজা রাখার বিধান নেই। তবে মৃত্যুকালে সে ব্যক্তি ফিদইয়া প্রদানের অসিয়ত করলে (যা পূর্ণ করা ওয়াজিব) তার রেখে যাওয়া সম্পদের এক তৃতীয়াংশ মাল থেকে অসিয়ত পূর্ণ করা জরুরি। অসিয়ত না করলে ফিদইয়া দেয়া জরুরি নয়। তবে বালেগ ওয়ারিসরা নিজ নিজ অংশ হতে তা আদায় করলে আদায় হওয়ার আশা করা যায়।-আল জাওহারাতুন নায়্যিরাহ: ১/১৪৩, আদ্দুররুল মুখতার: ২/৪২৪।

রমজানের সাধনা জারি থাকুক বারো মাস

শাহাদত হোসাইন

রহমত, মাগফিরাত আর নাজাতের মাস মাহে রমজান আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। আমাদের কারও জানা নেই আগামী রমজান পর্যন্ত কারা বেঁচে থাকব এ পৃথিবীতে। কাজেই আমরা যারা মাহে রমজান মাস পেয়েছি তারা সত্যিই ভাগ্যবান এবং এ জন্য মহান রবের দরবারে বেশি বেশি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত।

রমজানের মহান শিক্ষাকে কীভাবে বছরব্যাপী নিজেদের জ ীবনে লালন করতে পারি সে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত। দীর্ঘ এক মাসের সিয়াম সাধনায় লব্ধ শিক্ষা যদি বছরের বাকি এগারো মাস নিজেদের জীবনে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারি তাহলে বোঝা যাবে মাহে রমজানের মৌলিক দাবি আমরা কিছুটা হলেও পারঙ্গম করতে পেরেছি।

মাহে রমজানের মৌলিক বিষয় হলো তাকওয়া বা আ ল্লাহভীতি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র রমজানকে অবশ্য পালনীয় করেছেন এবং এর উদ্দেশ্য উল্লেখ করে সূরা বাকারায় বলেছেন- 'লাআল্লাকুম তাত্তাকুন' অর্থাৎ 'তোমরা যেন তাকওয়াবান হতে পার'। এ তাকওয়াবান হওয়া বা আল্লাহভীতি মনোজগতে ধারণ করা প্রত্যেক ইমানদারের জন্য অপরিহার্য। এখানেই মানবজাতির একমাত্র মুক্তি। যার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে সে সহজে কোনো পাপ কাজে জড়িত হতে পারে না।

আল্লাহভীতিতে পূর্ণ হৃদয় পৃথিবীর কোনো তাগুতি শক্তিকে ভয় করে না। দ্বীনের পথে যে কোনো বাধা ডিঙাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না। তাকওয়াবান ব্যক্তির আ চার-আচরণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, সবকিছু হয় ইসলামি শরিয়তের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ তাই তাকওয়াবান ব্যক্তিদের সমাজ হয় অত্যন্ত সুন্দর সাবলীল। সেখানে থাকে না কোনো হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, সুদ-ঘুসের ছড়াছড়ি, বেহায়পনা, অনৈতিকতা। সব ধরনের পঙ্কিলতামুক্ত থাকে তাকওয়াবানদের অন্তর।

আত্মশুদ্ধি ও আত্মজাগৃতির জন্য রোজার যে প্রভাব রয়েছে তা অন্য কোনো ইবাদতে সেভাবে প্রকৃষ্ট নয়। মানুষের কুপ্রবৃত্তি ও আবেগের ওপর বিবেককে জয়ী করার যে অনুশীলন মাহে রমজানে আমরা পেয়েছি তা যেন জীবনে চলমান থাকে সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে সর্বাত্মকভাবে। পবিত্র রমজান মাস আমাদের আ ল্লাহভীতির প্রশিক্ষণ দিয়েছে। জানি না আমরা কতটুকু প্রশিক্ষিত হয়েছি, রমজানের মহামূল্যবান শিক্ষাকে আ মরা কতটুকু ধারণ করেছি। সমগ্র বিশ্বের মুসলমান রমজ ান পালন করেছে।

সারা দিন পানাহার ও জৈবিক চাহিদা থেকে বিরত থেকে মানুষ ইবাদতমুখী হয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সঙ্গে সঙ্গে নফল ইবাদতের এক বিশাল সুযোগ সমৃদ্ধ এ মাসকে যারা যেভাবে কাজে লাগিয়েছে তারা সেভাবে তাদের জীবনকে ধন্য করেছে। তারাবিহর সালাত, তাহাজ্জুদ, কুরআন তেলাওয়াত, দানস-দকা, জাকাত-ফিতরা, অহেতুক কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকা, ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত থাকাসহ বিভিন্ন পুণ্যময় ইবাদত ও কাজের যে একটি সার্বিক চর্চা আমরা এক মাস করেছি তা ফলপ্রসূ হবে যদি রমজানপরবর্তী সময়ে এসব অর্জিত গুণাবলি নিজেদের জীবনে প্রতিফলন ঘটাতে পারি।

পাপ-পঙ্কিলতায় ভরা জীবনের ট্র্যাডিশন ভেঙে মাহে রমজ ানে যেসব সদাচরণ আমরা চর্চা করেছি তা বছরের বাকি সময় ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। একটি মাসের সিয়াম সাধনার কঠোর অনুশীলনে মুসলিম হৃদয় এখন নব স্পৃহায় উজ্জীবিত। নিজেদের অন্তরাত্মাকে আল্লাহভীতির তরলে এমনভাবে ধৌত করে পরিশুদ্ধ করেছে সেখানে আর পঙ্কিল কোনো জীবাণু থাকার কথা নয়।

যে অন্তরে এতদিন শয়তান নামক শত্রুর অবাধ বিচরণ ছিল, যে অন্তর ছিল হিংসা-বিদ্বেষ আর লোভ-লালসায় ভরপুর তা এখন আল্লাহভীতিতে পরিশীলিত ও পরিশোধিত। এখন আমাদের এ পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণে শপথ নিতে হবে মাহে রমজানে যে গর্হিত কাজ আমরা ত্যাগ করেছি এবং সৎ কাজের চর্চা করেছি তা যেন পুরোটা বছর অব্যাহত থাকে। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবন, ব্যবসায়িক জীবন, সামাজিক জীবন বা জীবনের অন্যান্য প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি আল্লাহভীতিকে লালন করি তাহলে ধীরে ধীরে আমাদের জীবনে বিশাল পরিবর্তন আসবে এবং জীবন হয়ে উঠবে আল্লাহর রঙে রঙিন।

আমরা যদি প্রত্যেকের স্ব-স্ব অবস্থান থেকে চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু জীবন আরও অনেক সহজতর ও সুশীল হয়ে উঠতে পারে। রমজান মাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমাদের অন্তর থেকে আল্লাহভীতি চলে যায়, প্রাত্যহিক জীবন থেকে রমজানের শিক্ষা বা রমজানের যে প্রশিক্ষণ তা চলে যায় তাহলে বুঝতে হবে রমজান থেকে আমরা কিছুই অর্জন করতে পারিনি বা আমাদের প্রচেষ্টায় কোনো ত্রুটি ছিল যার কারণে আল্লাহর কাছে আমাদের ইবাদত হয়তো কবুল হয়নি অর্থাৎ পুরো রমজানের যে প্রশিক্ষণ তা ভেস্তে গেছে। কেননা একটি সাধারণ নিয়ম হলো-যে কোনো কাজের বেলায় আগের কাজের বিশুদ্ধতার ওপর পরবর্তী কাজের সফলতা নির্ভর করে।

ইবাদত বন্দেগির ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। একটি ভালো বা পুণ্য কাজ কবুল হওয়ার লক্ষণ হলো, পুণ্য কাজের পর আরেকটি পুণ্য কাজ করার সামর্থ্য লাভ করা বা স্পৃহা জাগা। কল্যাণকর কাজে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের কর্তব্য এবং এটি মহান আ ল্লাহর কাছে অতিপ্রিয়। যেমন সহিহ বুখারি শরিফের একটি হাদিসে হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-'যে কাজ (সৎ কাজ) কেউ নিয়মিত করে, সেটি আল্লাহতায়ালার কাছে অতীব প্রিয় আমল।'

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো রমজান মাস আসে আর যায় কিন্তু আমরা রয়ে যাই আগের অবস্থানে। আমাদের জীবনে মৌলিক কোনো পরিবর্তন আসে না। রমজান মাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পুরোনো চেহারা আবারও ভেসে ওঠে। আমরা ফিরে যাই আমাদের সেই পঙ্কিল অন্ধকার গলিপথে যা সত্যিই পরিতাপের বিষয়।

একজন মুমিন মুসলমানের জন্য আল্লাহভীতি, ইবাদত-বন্দেগি, সৎ কাজের চর্চা, হারাম-হালাল মেনে চলা, সুদ-ঘুস বর্জন করে চলাসহ যাবতীয় সদ গুণাবলির চর্চা কেবল কোনো মৌসুমভিত্তিক হবে না বরং তা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে নিরলসভাবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কালামুল্লাহ শরিফে আল্লাহ পাকের ঘোষণা-'তুমি মৃত্যু অবধি তোমার রবের ইবাদত করতে থাক'-সূরা হিজর। তাই আমাদের উচিত 'মৌসুমি মুসলমান' না হয়ে প্রকৃত মুসলিম-মুমিন হওয়ার কঠোর সাধনায় জ ীবনকে পরিচালিত করা, তাহলে আমরা উভয় জিন্দেগিতে সফলকাম হতে পারব ইনশাআল্লাহ। লেখক : ধর্মীয় নিবন্ধকার

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	২৬	৪:০৩	৫:৩৮	০১:০৩	৬:০০	৮:১৯	৯:৩১
শনিবার	২৭	৪:০০	৫:৩৬	০১:০৩	৬:০১	৮:২১	৯:৩৩
রবিবার	২৮	৩:৫৮	৫:৩৪	০১:০৩	৬:০২	৮:২৩	৯:৩৫
সোমবার	২৮	৩:৫৭	৫:৩৩	০১:০৩	৬:০৩	৮:২৪	৯:৩৫
মঙ্গলবার	৩০	৩:৫৪	৫:৩১	০১:০৩	৬:০৪	৮:২৬	৯:৩৭
বুধবার	০১	৩:৫১	৫:২৯	০১:০৩	৬:০৫	৮:২৮	৯:৩৯
বৃহস্পতিবার	০২	৩:৪৯	৫:২৭	০১:০৩	৬:০৬	৮:২৯	৯:৪০

বেনজীরের দুর্নীতি তদন্তে

নিয়োগ করা হয়েছে তদারক কর্মকর্তা। অনুসন্ধান শেষে দুদক মামলার প্রক্রিয়া শুরু করবে।

২২ এপ্রিল বিকাল পৌনে ৪টায় রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে সংস্থাটির সচিব খোরশেদা ইয়াসমীন সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান। এর আগে সকালে বেনজীর আহমেদের দুর্নীতির অনুসন্ধান চেয়ে হাই কোর্টে রিট করা হয়। এতে দুদক চেয়ারম্যান, সচিবসহ চারজনকে বিবাদী করা হয়েছে। হাই কোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সালাউদ্দিন রিগ্যান এ রিট করেন।

দুদক সচিব বলেন, একাধিক প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ প্রকাশিত হয়। এ অভিযোগের বিষয়ে দুদক বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছে। ঈদের পর ১৮ এপ্রিল কমিশনের প্রথম সভায় বেনজীরের অবৈধ সম্পদ অনুসন্ধানের অনুমোদন দেওয়া হয়।

ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার তথ্যাদি বিবেচনায় নিয়ে বিধি অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, অনুসন্ধান করতে তিন সদস্যের একটি টিম গঠন করা হয়েছে। বেনজীরের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান আইওয়াশ কি না জানতে চাইলে সচিব বলেন, এটা সত্য নয়। এর আগেও বেনজীরের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চলেছিল, সেটা নথিভুক্ত হয়েছে। সেটাকে পুনরায় শুরু করা যায়নি কেন, জানতে চাইলে সচিব বলেন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু হয়েছে।

এ ছাড়া বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অনুসন্ধানে দুদকে আবেদন করেন সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন। গত রবিবার দুদককে দেওয়া ওই আবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক বেনজীর আহমেদ ৩৪ বছর সাত মাস চাকরি করে ২০২২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর অবসরে যান। অবসর গ্রহণের পর দেখা যায়, বেনজীর আহমেদ তার স্ত্রী ও কন্যাদের নামে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি অর্জন করেছেন, যা তার আয়ের তুলনায় অসম।

এতে বলা হয়, গত ৩১ মার্চ দৈনিক কালের কণ্ঠে 'বেনজীরের ঘরে আলাদীনের চেরাগ' শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাবেক মহাপরিদর্শক তার স্ত্রী জিশান মির্জা এবং দুই মেয়ে ফারহিন রিশতা বিনতে বেনজীর ও তাহসিন রাইসা বিনতে বেনজীরের নামে বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জন করেছেন। বেনজীর আহমেদ তার পদের অপব্যবহার করে আয়ের তুলনায় প্রতিবেদনে উল্লিখিত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করেছেন বলে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে- চিঠিতে জানান ব্যারিস্টার সুমন। এমন পরিস্থিতিতে বেনজীর আহমেদ, স্ত্রী, বড় মেয়ে ও ছোট মেয়ের বিরুদ্ধে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নিতে দুদককে অনুরোধ করেন তিনি।

ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, বেনজীরের অঢেল সম্পদের মধ্যে গোপালগঞ্জের সাহাপুর ইউনিয়নে সাভানা ইকো রিসোর্ট নামে এক অভিজাত ও দৃষ্টিনন্দন পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে। এ ছাড়াও তার স্ত্রী ও দুই মেয়ের নামে দেশের বিভিন্ন এলাকায় অন্তত ছয়টি কোম্পানির খোঁজ পাওয়া গেছে। পাঁচটি প্রতিষ্ঠানে তার বিনিয়োগের পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকার বেশি হতে পারে। ঢাকার অভিজাত এলাকাগুলোতে বেনজীর আহমেদের দামি ফ্ল্যাট, বাড়ি আর ঢাকার পাশে বিঘার পর বিঘা জমি রয়েছে। দুই মেয়ের নামে বেস্ট হোলডিংস ও পাঁচতারকা হোটেল লো মেরিডিয়ানের রয়েছে ২ লাখ শেয়ার। পূর্বাচলে রয়েছে ৪০ কাঠার সুবিশাল জায়গাজুড়ে ডুপ্লেক্স বাড়ি, যার আনুমানিক মূল্য কমপক্ষে ৪৫ কোটি টাকা। একই এলাকায় আছে ২২ কোটি টাকা মূল্যের আরও ১০ বিঘা জমি। অথচ গত ৩৪ বছর সাত মাসের চাকরিজীবনে বেনজীর আহমেদের বেতন-ভাতা বাবদ মোট আয় ১ কোটি ৮৪ লাখ ৮৯ হাজার ২০০ টাকার মতো হওয়ার কথা।

ব্রাডফোর্ডে সন্তানের সামনে

করেন অভিযুক্ত হাবিবুর। পরে তিনদিনের তল্লাশির পর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাকে আদালতে হাজির করা হয়। গত ১১ এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাতে এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্যের ব্র্যাডফোর্ড শহরে শিশু সন্তানের সামনে মা কুলসুমা আক্তারকে ছুরিকাঘাতে হত্যার অভিযোগে বাংলাদেশি হাবিবুর মাসুমকে (২৫) আদালতে হাজির করা হয়েছে। গত সপ্তাহের শনিবার এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

এরপর তিনদিনের তল্লাশি শেষে গত মঙ্গলবার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ার পুলিশ। পরদিন বুধবার তাকে হত্যাকাণ্ডের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। লেমিংটন এভিনিউয়ের বাসিন্দা মাসুমের বিরুদ্ধে ধারালো অস্ত্র রাখারও অভিযোগ আনা হয়েছে।

বিবিসি বলছে, অভিযুক্ত স্বামী হাবিবুর মাসুমকে বৃহস্পতিবার ব্র্যাডফোর্ড ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয় এবং শুক্রবার তাকে ক্রাউন কোর্টে হাজির করার জন্য রিমান্ডে নেওয়া হয়। ধূসর রঙের সোয়েটশার্ট পরা মাসুম আদালতে ছয় মিনিটের শুনানির সময় শুধুমাত্র তার নাম, বয়স এবং ঠিকানা নিশ্চিত করার জন্য কথা বলেন।

এর আগে গত শনিবার পাঁচ মাস বয়সী শিশু সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে কেনাকাটা করতে বের হয়েছিলেন কুলসুমা আক্তার। ঘর থেকে বের হওয়ামাত্র আগে থেকে বাইরে ওৎপেতে থাকা মাসুম নিজের শিশু সন্তানের সামনেই ২৭ বছর বয়সী স্ত্রীকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করেন। কুলসুমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলেও তিনি মারা যান। তবে শিশুটির কিছু হয়নি।

এদিকে প্রকাশ্য দিবালোকে ছুরিকাঘাতে হত্যার পর থেকে মাসুম পলাতক ছিলেন। পরে তাকে খুঁজে বের করতে বড় ধরনের অভিযান চালায় পুলিশ এবং শেষমেষ তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কুলসুমা আক্তারের চাচাতো ভাই আফতাব মিয়া বিবিসিকে জানান, দুই বছর আগে যুক্তরাজ্যে অধ্যয়নরত স্বামী মাসুমের সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাজ্যে এসেছিলেন কুলসুমা।

যুক্তরাজ্যে আসার পর তারা ওলডহাম এলাকায় থাকতেন। তবে তাদের পারিবারিক কলহ শুরু হলে একপর্যায়ে তা পুলিশ পর্যন্ত গড়িয়েছিল।

ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ার পুলিশ জানিয়েছে, একজন অপরাধীকে সহায়তা করার সন্দেহে গত সোমবার চেশায়ার এলাকায় গ্রেপ্তার হওয়া ২৩ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া একজন অপরাধী এবং মাদক অপরাধে সহায়তা করার সন্দেহে অন্য চারজন ব্যক্তিকে আইলেসবারিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পরে তারাও জামিনে মুক্তি পেয়েছেন।

সূত্র :বিবিসি

যুক্তরাজ্যে পারিবারিক

অভিবাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে,' বলা হয়েছে বিবৃতিতে। এর আগে গত ২০২৩ সালে শিক্ষার্থী ভিসায় কড়াকড়ি আরোপ করেছিল ব্রিটেনের সরকার।

প্রসঙ্গত, যুক্তরাজ্যে গত কয়েক বছর ধরে 'বন্যার মতো' প্রবেশ করছেন এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের অভিবাসনপ্রত্যাশীরা। অনেকেই শিক্ষার্থী ভিসায় যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করেন, তারপর একসময় নাগরিকত্ব অর্জন করেন এবং নিজেদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আসার প্রচেষ্টা শুরু করেন।

অভিবাসীদের আগমন নিয়ন্ত্রণে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০১৯ সালের নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় এসেছিল কনজারভেটিভ পার্টি। কিন্তু করোনা মহামারি ও অন্যান্য কারণে প্রথম কয়েক বছরের ব্যর্থতার পর ২০২৩ সাল থেকে এ ইস্যুতে কঠোর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঋষি সুনাকের নেতৃত্বাধীন সরকার।

বৃহস্পতিবার সরকারি বিবৃতি প্রকাশের পর পৃথক এক বিবৃতিতে জেমস ক্লেভারলি বলেন, 'অভিবাসন ইস্যুতে আমরা চরমসীমায় পৌঁছে গেছি। এমন কোনো সমস্যা আমরা দীর্ঘদিন চলতে দিতে পারি না, যা যুক্তরাজ্যের নাগরিকদের জীবনযাত্রা ও কর্মসংস্থানকে সংকটের মুখে ফেলতে পারে। তাই বাধ্য হয়েই আমাদের কঠোর হতে হচ্ছে।

আতঙ্কে অভিবাসন-প্রত্যাশীরা

আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে আসা ফাতিমা এখন যুক্তরাজ্যে শরণার্থী জীবন পাড়ি দিচ্ছেন। আফগানিস্তানে থাকা অবস্থায় তিনি আমেরিকানদের সঙ্গে কাজ করতেন। বর্তমানে যুক্তরাজ্যে শরণার্থী হয়ে থাকলেও তাঁর কোনো দুঃখ নেই। কারণ আফগানিস্তানে থাকলে তালেবানদের দ্বারা হত্যার ঝুঁকিতে ছিলেন তিনি। কিন্তু এর মধ্যেই রুয়ান্ডা বিল পাস হওয়ার খবরে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েছেন ফাতিমা। তিনি বলেন, 'এটি ন্যায্য নয়। বিশেষ করে, আফগানিস্তান থেকে এখানে আসা কারও জন্য।'

যুক্তরাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছে, ছোট ছোট নৌকায় ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যারা অবৈধভাবে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করছেন তাদের মধ্য থেকে কিছুসংখ্যক অভিবাসনপ্রত্যাশীকে রুয়ান্ডায় পাঠানো হবে। ২০২২ সালের এপ্রিলে এ বিষয়ে রুয়ান্ডার সঙ্গে যুক্তরাজ্য সরকারের পাঁচ বছর মেয়াদি একটি চুক্তি হয়েছিল। চুক্তির আওতায় পাঁচ বছরে যুক্তরাজ্যে আসা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের জায়গা দেবে রুয়ান্ডা। বিনিময়ে রুয়ান্ডাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সহায়তা দেবে ব্রিটিশ সরকার। পাশাপাশি অভিবাসনপ্রত্যাশীদের পুনর্বাসনের জন্য বাড়তি অর্থ পরিশোধেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যুক্তরাজ্য।

২০২২ সালের জুনে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের নিয়ে প্রথম ফ্লাইটটি রওনা করার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালতের এক আদেশে তা বাতিল হয়ে যায়। পরের বছরের নভেম্বরে ওই পরিকল্পনাকে অবৈধ ঘোষণা করে যুক্তরাজ্যের সুপ্রিম কোর্টও। তবে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক চেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

অবশেষে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আবারও রুয়ান্ডা বিল উত্থাপন করা হলে এটি বিরোধী দলগুলোর ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে। পার্লামেন্টে এ নিয়ে অনেক দিন ধরে তর্ক-বিতর্কের পর সোমবার রাতে বিরোধী দলের আইনপ্রণেতারা তাঁদের আপত্তি প্রত্যাহার করে নেন।

তবে বিলটি সংসদে অনুমোদন পেলেও এটির বিরুদ্ধে আদালতে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে বিভিন্ন পক্ষ। এর ফলে নির্বাসন ফ্লাইটগুলো বিলম্বিত হতে পারে। অভিবাসন বিষয়ক আইনজীবীরা ইতিমধ্যেই এই বিলের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানবিক সংস্থাও এই বিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। মঙ্গলবার জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা এবং ইউরোপ কাউন্সিল উভয়ই যুক্তরাজ্যকে তার পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছে। কারণ এই আইনটি মানবাধিকার সুরক্ষাকে ক্ষুণ্ন করে এবং বিশ্বব্যাপী অভিবাসন সংকট মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সময় এখন মাথা ঠান্ডা

এমন অবস্থায় ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে মাথা ঠান্ডা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। বুধবার (১৭ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা এএফপি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সপ্তাহান্তে ইরানের হামলার পর 'মাথা ঠান্ডা রেখে জয় করতে' মঙ্গলবার বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক।

এএফপি বলছে, মঙ্গলবার বিকেলে নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। ফোন কলে প্রধানমন্ত্রী সুনাক নেতানিয়াহুকে চলমান পরিস্থিতিতে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সতর্ক করেন।

ডাউনিং স্ট্রিটের একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'তিনি (সুনাক) জোর দিয়ে বলেছেন, উত্তেজনার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি কারও স্বার্থে ভালো কিছু নয় এবং এটি মধ্যপ্রাচ্যে নিরাপত্তাহীনতাকে আরও গভীরে নিয়ে যাবে। জয়ের জন্য মাথা ঠান্ডা রাখার সময় এখন।'

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বলেছে, সুনাক 'ইসরায়েলের নিরাপত্তা এবং বৃহত্তর আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য যুক্তরাজ্যের অবিচল সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন'। প্রধানমন্ত্রী সুনাক (নেতানিয়াহুকে) বলেছেন- ইরান গুরুতরভাবে ভুল হিসেব-নিকেশ করেছে এবং বিশ্ব মঞ্চে এই দেশটি ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এছাড়া ইরানের হামলার জেরে বিশ্বমঞ্চে জি-৭ কূটনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় সমন্বয় করছে বলেও জানিয়েছে সুনাকের কার্যালয়।

এদিকে ফিলিস্তিনের গাজা ভূখণ্ডে ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে ইসরায়েলি আগ্রাসন চলছে এবং সেখানে আপাতভাবে যুদ্ধবিরতির কোনও সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না।

নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনকলের রিডআউটে বলা হয়েছে, সুনাক কলে বলেছেন- তিনি গাজায় 'গুরুতর মানবিক সংকট নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন'।

এতে আরও বলা হয়েছে, 'ইসরায়েল যত দ্রুত সম্ভব নতুন ত্রাণ রুট উন্মুক্ত করার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় সহায়তা সরবরাহ করাসহ গাজায় ত্রাণ প্রবেশের ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য ব্যাপক পদক্ষেপ ও জোরালো পরিবর্তন দেখতে চায়।' 'প্রধানমন্ত্রী বলেছেন- গত উইকএন্ডে হামাস একটি চুক্তি আটকে দিয়েছে এবং এটি গভীরভাবে হতাশাজনক। এই চুক্তি ফিলিস্তিনিদের জীবন বাঁচাতে এবং বন্দিদের নিরাপদ মুক্তি নিশ্চিত করতে পারত'।

সাংবাদিক মোসাদ্দিক

ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তিনি গত ২২ এপ্রিল সোমবার সকাল ১১টায় ব্রাডফোর্ডের একটি হসপিসে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৪৯ বছর। তিনি স্ত্রী, ১২ বছরের এক কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। পরদিন মঙ্গলবার বাদ জোহর ব্রাডফোর্ডের আল-হিকমা মসজিদে নামাজে জানাজা শেষে স্থানীয় স্কুলমোর সেমিট্রিতে তাঁকে চিরদিনের জন্য সমাহিত করা হয়।

তিনি দীর্ঘদিন যাবত কিডনী সমস্যাসহ বিভিন্ন জটিল রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে চিকিৎসকগণ জানিয়েছিলেন, তিনি জীবনের অন্তিমলগ্নে পৌঁছে গেছেন। এরপর জীবনের শেষ দিনগুলোতে সার্বক্ষনিক সেবা শুশ্রুষার জন্য হসপিসে ভর্তি করা হয়।

মৃত্যুর তিনদিন আগে ১৯ এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যায় লন্ডন থেকে তাঁকে দেখতে যান তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধু আইনজীবী আব্দুল হামিদ টিপু। সাপ্তাহিক দেশকে তিনি জানান, শুক্রবার থেকে শনিবার পর্যন্ত তিনি প্রায় ১২ঘণ্টা মোসাদ্দেক হোসেন সাজুলের শয্যাপাশে একান্ত সময় কাটান। মোসাদ্দেক সাজুল তখন রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে কুরআন পড়ে দোয়া করছিলেন। এসময় সেখানে মোসাদ্দেক হোসেন সাজুলের স্ত্রী, কন্যা, মা, ভাইসহ পরিবারের নিকটজন সার্বক্ষনিক সেবা শুশ্রুষায় ছিলেন।

মোসাদ্দেক হোসেন সাজুল বিশ্বনাথ উপজেলার সদর ইউনিয়নের ভোগসাইল গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা ও মৃত মোঃ সায়েস্তা মিয়ার পুত্র। সম্প্রতি তিনি ওমরাহ পালন ও আমেরিকা সফর করেন।

সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদকের শোক

এদিকে এক শোকবার্তায় মোসাদ্দেক হোসেন সাজুলের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার সম্পাদক ও লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ। তিনি বলেন, প্রায় ২০ বছর আগে আমি যখন সিলেটের দৈনিক জালালাবাদ পত্রিকার সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার ছিলাম তখন মোসাদ্দেক হোসেন সাজুল ছিলেন বিশ্বনাথ প্রতিনিধি। তিনি পরোপকারি, বন্ধুবৎসল, সদাহাস্যোজ্জল প্রাণবন্ত একজন মানুষ ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁকে জান্নাতের সর্বোত্তম স্থানে সমাসীন করেন।

হিথ্রোতে দুই বিমানে

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে দুটি যাত্রীবাহী উড়োজাহাজের সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উড়োজাহাজ দুটির পাখা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মূলত ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটি বিমান এবং ভার্জিন আটলান্টিকের একটি বিমানের মধ্যে মৃদু সংঘর্ষের এই ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিমানটিতে ১২১ জন যাত্রী ছিলেন। তবে ভার্জিন আটলান্টিকের বিমানটি ছিল যাত্রীশূন্য।

ভার্জিন আটলান্টিক বলেছে, তৃতীয় টার্মিনালে তার যাত্রীশূন্য বোয়িং ৭৮৭-৯ স্ট্যান্ড থেকে টেনে নেওয়ার সময় সংঘর্ষের এই ঘটনাটি ঘটে। এয়ারলাইনটি আরও বলেছে, তাদের বিমানটি সবেমাত্র অবতরণ করেছিল এবং পরে বিমানবন্দরের ভিন্ন একটি অংশে সেটিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। একপর্যায়ে বিমানের একটি ডানার সঙ্গে অন্য উড়োজাহাজের মৃদু সংঘর্ষ হয়।

বিবিসি বলছে, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ফ্লাইটটিতে শতাধিক যাত্রী ছিল এবং স্থানীয় সময় ১২টা ৪০ মিনিটে বিমানটি ঘানার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল।

ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ বলেছে, সংঘর্ষের পর তারা যাত্রীদের জন্য বিকল্প বিমান সরবরাহ করেছে এবং পরে ওই যাত্রীদের সন্ধ্যা ৬টায় উড্ডয়নের জন্য পুনরায় সময় নির্ধারণ করা হয়।

অন্যদিকে ভার্জিন আটলান্টিক বলেছে, তারা এই ঘটনায় তদন্ত করছে এবং তাদের বিমানের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি চেক করা হচ্ছে। তবে সংঘর্ষের পর বিমানটিকে পরিষেবা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

হিথ্রো বিমানবন্দরের একজন মুখপাত্র বলেছেন: 'আজকে দুটি বিমানের সংঘর্ষের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় আমরা জরুরি পরিষেবা এবং আমাদের এয়ারলাইন অংশীদারদের সাথে কাজ করছি।'

ওই মুখপাত্র আরও বলেছেন: 'বর্তমানে, কোনো যাত্রীর আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি এবং বিমানবন্দরের কার্যক্রমে কোনো চলমান প্রভাব পড়বে বলে আমরা মনে করছি না।'

অবশ্য সংঘর্ষের পর জরুরি পরিষেবাগুলো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছিল। লন্ডনের পুলিশ জানিয়েছে, তারা পরিস্থিতির তদন্তে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বিমান দুর্ঘটনা তদন্ত শাখাকে সহায়তা করছে। সূত্র : বিবিসি

লজার এবং ট্যানেন্টের

রুম স্কিম : কোনো ল্যাণ্ডলর্ড যদি তার লজার রুম ভাড়া থেকে বার্ষিক ইনকাম ৭৫০০ পাউন্ড এর কম পান, তবে রেন্ট এ রুম স্কিম এর আওতায় এই আয়ের ওপর কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না। রেন্ট এ রুম স্কিম এর সুবিধা পেতে হলে বাসিন্দাকে ল্যান্ডলর্ড হতে হবে এবং ফার্নিশড রুম ভাড়া দিতে হবে।

লজার এবং ট্যানেন্ট এর মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য

ট্যানেন্সি চুক্তিপত্র এবং কন্ট্রাক্ট : কোনো ট্যানেন্ট যখন বাই টু লেট প্রপার্টি ভাড়া নিবেন তখন ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট এর সাথে অসিয়োর্ড সর্টহোলড ট্যানেন্সিজ (এএসটিএস) অথবা ট্যানেন্সি চুক্তিপত্র করবেন। ল্যান্ডলর্ড এবং ট্যানেন্ট উভয়পক্ষই এএসটিএস এর নিয়মাবলী মেনে চলবেন। কোনও কারণে ল্যান্ডলর্ড প্রপার্টি খালি করতে চাইলে, এএসটিএস এর রুল অনুযায়ী ৬ মাসের নোটিশ দিতে হবে।

লজার প্রপার্টির মালিকের সাথে তার রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টিতে বসবাস করে থাকেন। লজারের সাথে কোনও ট্যানেন্সি চুক্তিপত্র করা হয় না। প্রপার্টির মালিক চাইলে প্রপার্টির লজার এর সাথে ট্যানেন্ট ফিস অ্যাক্ট ২০১৯ (টিএফএ) অনুযায়ী লজার এগ্রিমেন্ট করে নিতে পারেন। লডজার এগ্রিমেন্ট এর মাধ্যমে একজন লজ ার তার নিজস্ব বেডরুম এর পাশাপাশি প্রপার্টির অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন- রান্নাঘর, বাথরুম, করিডর ইত্যাদি ব্যবহারের আইনগত অধিকার পাবেন। কোনো কারণে প্রপার্টির মালিক লজার রুম খালি করতে চাইলে, লজারকে ২৮ দিনের নোটিশ দিতে হবে।

গোপনীয়তা : কোনো অতীব জরুরী পরিস্থিতি ব্যতীত, ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট এর অনুমতি ছাড়া প্রপার্টিতে প্রবেশ করতে পারবেন না। অন্যদিকে প্রপার্টির মালিক প্রয়োজনে লজারের রুমে প্রবেশ করতে পারবেন। অন্যভাবে বলা যায়, লজারের প্রপার্টিতে বসবাসের অনুমতি রয়েছে কিন্তু প্রপার্টির উপর এক্সক্লুসিভ অধিকার নেই।

ডিপোজিট: একজন ট্যানেন্টকে এএসটিএস এর রুল অনুযায়ী ল্যান্ডলর্ড এর ব্যাংক একাউন্টে ডিপোজিট জমা দিয়ে প্রপার্টি ভাড়া নিতে হয়। অন্যদিকে লজারকে রুম ভাড়া নিতে ডিপোজিট জমা দিতে হয় না।

লজারের আইনগত অধিকার : একজন লজার যার নিকট হতে রুম ভাড়া নিবেন তার সাথে ট্যানেন্ট ফিস অ্যাক্ট ২০১৯ (টিএফএ) অনুযায়ী লজার এগ্রিমেন্ট করে নিবেন। ট্যানেন্ট ফিস অ্যাক্ট ২০১৯ (টিএফএ) অনুযায়ী লজারের আইনগত অধিকারসমূহ হল- লজার প্রপার্টির একজন এক্সক্লুডিং অকুপায়ার হিসেবে থাকবেন।

লজার এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী একজন লজার তার নিজস্ব বেডরুমের পাশাপাশি প্রপার্টির অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন- রান্নাঘর, বাথরুম, করিডোর ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবেন।

লজার এগ্রিমেন্টে রুম ভাড়া মাসিক অথবা সাপ্তাহিক হবে কিনা তা উল্লেখ থাকবে।

লজার এগ্রিমেন্টে মাসের কত তারিখে এবং কার নিকট/কোন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ভাড়া পরিশোধ করা হবে তার বিবরণ থাকবে।

লজার এগ্রিমেন্টে রুম ভাড়ার অর্থের পরিমাণ উল্লেখ থাকবে। এই ভাড়ার সাথে কোনও ট্যাক্স এবং ইউটিলিটি বিল সংযুক্ত কিনা তা উল্লেখ থাকবে।

প্রপার্টির মালিক চাইলে লজারের অনুপস্থিতিতে তার অনুমতি/নোটিশ ছাড়া রুমে প্রবেশ করতে পারবেন।

একজন লজার তার চুক্তিপত্রের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রপার্টিতে ভাড়া থাকতে পারবেন।

কোনও কারণে প্রপার্টির মালিক লজারের রুম খালি করতে চাইলে, তাকে ২৮ দিনের নোটিশ দিতে হবে।

একজন প্রপার্টি মালিক কাউকে লজার হিসেবে রুমভাড়া দেওয়ার আগে নিম্নের বিষয়গুলো অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে:

মর্গেজ নিয়ে প্রপার্টি ক্রয় করে থাকলে লজারকে রুম ভাড়া দেওয়ার আগে মর্গেজ দাতা ল্যাণ্ডার এবং অভিজ্ঞ মর্গেজ এডভাইজারের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন।

লিজহোলড ফ্লাট এর অতিরিক্ত রুম লজার রুম হিশেবে ভাড়া দেওয়ার আগে লিজ হোলড এগ্রিমেন্ট যাচাই করে দেখতে হবে- এই ফ্লাটের অতিরিক্ত রুম লজার রুম হিসেবে ভাড়া দেওয়া যাবে কিনা। কোনো প্রপার্টিতে এককভাবে বসবাস করলে সিঙ্গেল পারসন হিসেবে কাউন্সিল ট্যাক্সের ওপর ২৫ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাওয়া যায়। কিন্তু লজার রুম ভাড়া দিলে এই ডিসকাউন্টের ওপর প্রভাব পড়বে। প্রপার্টির ইনস্যুরেন্স করা থাকলে লজার রুম ভাড়া দেওয়ার আগে ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। প্রপার্টি মার্কেট এবং প্রপার্টি মর্গেজ সম্পর্কে কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে বিনিকো ফাইন্যান্স এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

মোস্তাফিজুর রহমান : ফাইন্যানশিয়াল এডভাইজার, বিনিকো ফাইন্যান্স লিমিটেড।

বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন

আত্মীয়স্বজন, ভক্ত-অনুরাগী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের দেশের বাড়ি সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার মুড়িয়া ইউনিয়নের বড়উদা গ্রামে। গত ২২ এপ্রিল সোমবার বাদ জোহর ইস্ট লন্ডন মসজিদে মরহুমের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান, ইস্ট লন্ডন মস্ক ও লন্ডন মুসলিম সেন্টারের চেয়ারম্যান ডক্টর আব্দুল হাই মুর্শেদ, ইমাম ও টিভি উপস্থাপক আজমাল মাসরুর, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মুহাম্মদ জ ুবায়ের, সাধারণ সম্পাদক ও সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, সাংবাদিক আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারলসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী, ভক্ত-অনুরাগী অংশগ্রহণ করেন। পরদিন মঙ্গলবার বিকেল ৩টার দিকে মাওলানা মোকাররম আলীকে পূর্ব লন্ডনের গার্ডেন্স অব পিস গোরস্থানে সমাহিত করা হয়।

শায়খ মোকাররম আলী ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ বছর ইস্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম ছিলেন। এছাড়াও দাওয়াতুল ইসলাম ইউকের নায়েবে আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সিলেট মিরাবাজার জামেয়া ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠাকালিন শিক্ষক ছিলেন।

ইস্ট লন্ডন মস্ক ট্রাস্টের সদস্য, ট্রাস্ট্রি, স্টাফ এবং ভলান্টিয়ারদের মধ্যে অনেকেই আ শির দশকে মাওলানা মোকাররম আলীর ছাত্র ছিলেন। তাঁর কাছে মক্তবে কুরআন তেলাওয়াত শিখেছেন।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের চেয়ারম্যানের শোক

এদিকে ইস্ট লন্ডন মসজিদের প্রাক্তণ ইমাম শায়খ মাওলানা মোকাররম আলীর মৃত্যুতে মসজিদের ট্রাস্টি বোর্ড গভীর শোক প্রকাশ করেছে। এক শোকবার্তায় ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ আব্দুল হাই মুর্শেদ বলেন, শায়খ মোকাররম আ লীর কর্মপরিধি শুধু একজন ইমামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলোনা, তিনি ছিলেন ইসলামের একজন নিবেদিতপ্রাণ খাদেম। যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে তিনি বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন। আশির দশকে তিনি শতশত তরুণ যুবককে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত শিখিয়েছেন। তিনি মক্তবের শিশুরা পড়তে আসার আ গেই মসজিদে পৌঁছতেন এবং তাঁরা বিদায় নেওয়ার পর মসজিদ ত্যাগ করতেন। তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন তাঁর প্রিয় সন্তানের মতো। কিন্তু বিনিময়ে কিছু আ শা করতেন না। আমরা দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁর দ্বীনের খেদমতকে কবুল করেন এবং বিনিময়ে জান্নাতে সমাসীন করেন। আল্লাহ তায়ালা যেন আ মাদেরকে মরহুম মাওলানা মোকাররম আলীর গুণাবলী দ্বারা অনুপ্রাণিত করেন এবং তাঁর মতো শতশত মোকাররম আলী উপহার দেন।

অপর এক শোকবার্তায় দাওয়াতুল ইসলাম ইউকের কেন্দ্রীয় আমীর হাফিজ মাওলানা আবু সায়ীদ গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, মাওলানা মোকাররম আলী ছিলেন মহাগ্রন্থ আল কুরআনের একজন সেবক। সারা জীবন তিনি ইসলাম প্রচারের কাজে নিবেদিত ছিলেন। মহান আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁকে জান্নাতে সমাসীন করেন।

মরহুমের বড় ছেলে সাবিবর কাওসার তাঁর পিতার রুহের মাগফেরাতের জন্য সকলের কাছে দোয়া কামনা করেছেন।

শমশেরনগর হাসপাতালের দাতাসদস্য

উদ্যোগে বিলেতে বসবাসরত দাতাসদস্য ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এক বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২১ এপ্রিল রোববার পূর্ব লন্ডনের একটি হলে এই সভার আয়োজন করা হয়।

শমশেরনগর হাসপাতাল বাস্তবায়ন কমিটি ইউকের আহ্বায়ক ময়নুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব সাংবাদিক আলাউর রহমান খান শাহীনের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পীকার জাহেদ চৌধুরী। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন বদরুল ইসলাম।

হাসপাতালের দ্রুত অগ্রগতি শুনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে প্রধান অতিথি স্পীকার জাহেদ চৌধুরী বলেন, আর্ত মানবতার কল্যাণে এই হাসপাতালে যে বা যারা এগিয়ে এসেছেন তারা মহান । আগামীতে যে কোনো ধরনের সহযোগিতার প্রয়োজন হলে তিনি সবসময় পাশে থাকবেন বলে আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন হাসপাতাল কমিটির সভাপতি মন্ডলীর সদস্য কবি ও গবেষক সৈয়দ মাসুম। এরপর উপস্থিত দাতা ও অতিথিদের উদ্দেশ্যে হাসপাতালের বিগত সময়ের আয় ব্যয়ের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন হাসপাতাল কমিটির সভাপতি মন্ডলীর অন্যতম সদস্য ব্যাংকার সৈয়দ সোহেল আহমদ। আলোচনায় বক্তারা ভূমি দাতা সারওয়ার জামান রানা ও বেগম আলেয়া জামানের হাসপাতালের জন্য একশত একান্ন শতক জমি দান, হাসপাতাল স্থাপনের জন্য এক বিরাট অবদান বলে উল্লেখ করেন ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ইউকের সভাপতি সাংবাদিক কে এম আবু তাহের চৌধুরী, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ জুবায়ের, সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেটের এক্সিকিউটিভ মেম্বার ও মেনেজিং ডাইরেক্টর মিসবা জামাল, জনপ্রিয় নিউজ কাস্টার, মা ও শিশুরোগ বিশেজ্ঞ ডা. জাকি রেজওয়ানা আনোয়ার, কাউন্সিলার ব্যারিস্টার মোস্তাক আহমেদ, সাপ্তাহিক সুরমা পত্রিকার সাবেক সম্পাদক কবি আহমদ ময়েজ, বাংলা একাডেমির বিশেষ সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক ও গবেষক ফারুক আহমেদ, কবি ও গবেষক এডভোকেট মুজিবুল হক মনি, পরিবেশবাদীদের ব্রিটেন ভিত্তিক সংগঠন অমরাবতির চেয়ারম্যান কলামিস্ট সাংবাদিক শেবুল চৌধুরী, বাংলাদেশ প্রতিদিন ইউরোপ সংস্করনের ব্যুরো চিফ সাংবাদিক আ স ম মাসুম, দ্যা ইডিটরের সম্পাদক সাংবাদিক আ হাদ চৌধুরী বাবু, চ্যানেল এসের মৌলভীবাজার জেলা প্রতিনিধি বর্তমানে ব্রিটেন সফররত সাংবাদিক খালেদ চৌধুরী, কাউন্সিলার রেবেকা সুলতানা, টাওয়ার হ্যামলেটসের সাবেক স্পীকার কাউন্সিলার সাবিনা আক্তার, বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা জামান সিদ্দিকী, কবি হাফসা ইসলাম, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মুন কোরেশী, তরুছায়া'র ফাউন্ডার শেখ রওশনারা নিপা, হাসপাতাল কমিটির সভাপতি মন্ডলীর সদস্য এ কে এম জিল্লুল হক, সহ সভাপতি অধ্যক্ষ ফখরুদ্দিন চৌধুরী, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব জনাব আব্দুর রহিম, সহ সভাপতি মোজ্জামেল চৌধুরী টিপু,কমিউনিটি এক্টিভিস্ট জুয়েল তরফদার, কমলগঞ্জ ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকের সভাপতি অধ্যাপক শেখ শামীম সাহেদ,হাসপাতাল কমিটির সহ সভাপতি মোস্তাক আহমেদ, কমিউনিটি একটিভিস্ট নুরুজ্জামান চৌধুরী রাসেল,হাসান কাওসার চৌধুরী সিপন, হাসপাতাল কমিটির অন্যতম সহ সভাপতি মাহবুবুর রহমান বেলাল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নিয়াজ হায়দারী, আব্দুল মোত্তালিব লিটন, আমিনুল রহমান লিটন, রাসেল আহমেদ, মিজানুর রহমান মিটু ,আতিকুর রহমান,জয়নাল আহমেদ, খন্দকার সাইদুজ্জামান, খন্দকার আব্দুল করিম নিপু প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে হাসপাতাল কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামী মে মাস থেকেই হাসপাতালের আউটডোর কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে হাসপাতালের মূল প্রশাসনিক ভবন যেটি উপাধ্যক্ষ ড. আব্দুস শহীদ ভবন নামে পরিচিত, তার গ্রাউন্ড ফ্লোরের কাজ সম্পন্ন হয়েছে । হাসপাতালের মূল প্রশাসনিক ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরের কাজ শেষ হবার পর প্রথম ফ্লোরের কাজ সম্পন্ন করার জন্য ইংল্যান্ড প্রবাসি ফয়জুল হক ও দ্বিতীয় ফ্লোরের কাজ সম্পন্ন করতে আমেরিকা প্রবাসি রফিকুল ইসলাম রানা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন। বর্তমানে গ্রাউন্ড ফ্লোরে হাসপাতাল কার্যক্রম চলবে। শুরুতে দৈনিক ৮ ঘন্টা করে ১ জন ডাক্তার ১ জন মেডিকেল এসিসটেন্ট ও একজন নার্স সহ মোট ৯ জন জনবল নিয়ে হাসপাতাল যাত্রা করবে, পরবর্তী ধাপে এটাকে ১৬ ঘন্টা এবং পর্যায়ক্রমে ২৪ ঘন্টা সেবা দানের জন্য হাসপাতালকে উন্মুক্ত করা হবে জানান কমিটির নেতৃবৃন্দ।

সভা শেষে হাসপাতালের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তিতে শোকরিয়া আদায় ও এই হাসপাতালের কার্যক্রমের উত্তরোত্তর অগ্রগতি কামনা করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট সাহায্য চেয়ে বিশেষ দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন হাসপাতাল বাস্তবায়ন কমিটি ইউকের অন্যতম উপদেষ্টা এ কে এম আবু তাহের চৌধুরী। অনুষ্ঠানে প্রজেক্টারের মাধ্যমে হাসপাতাল কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে একটি ভিডিও ফুটেজ ও হাসপাতাল কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী সেলিম চৌধুরীর শুভেচ্ছা বার্তা প্রদর্শন করা হয়।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলায় শমশেরনগরে গড়ে ওঠেছে শমশেরনগর জেনারেল হাসপাতাল। বাংলাদেশের খ্যাতিমান সংঙ্গীত শিল্পী সেলিম চৌধুরী রয়েছেন এ হাসপাতাল কমিটির সভাপতির দায়িত্বে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে শমশেরনগর হাসপাতাল বাস্তবায়ন কমিটি। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হতে হাসপাতাল পরিচালনার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

গণহত্যা-ধ্বংস-ক্ষুধা

যেন হারিয়ে গেছে গাজার নিরীহ ফিলিস্তিনিদের। ইসরাইলের অমানবীয় নৃশংসতায় মঙ্গলবার ছিল গাজা যুদ্ধের ২০০ দিন।

৭ অক্টোবরের পর থেকে ইসরাইলের আগ্রাসনের মুখে পড়েছে গাজা। অবরুদ্ধ অঞ্চলটিতে বেড়েছে মৃত্যুমিছিল। হয়েছে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। ২০০ দিনের বর্বরতায় গাজা উপত্যকায় ৭৫ হাজার টন বিস্ফোরক ফেলেছে ইসরাইল সেনাবাহিনী।

অবরুদ্ধ অঞ্চলটিতে ৩৮০,০০০ হাউজিং ইউনিট, ৪১২টি স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়, ৫৫৬টি মসজিদ, তিনটি গির্জা এবং ২০৬টি প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহ্যবাহী স্থান ক্ষতিগ্রস্ত বা পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে। এছাড়াও ভয়াবহ এ হামলায় মানুষের মৌলিক প্রয়োজনীয় জি নিসগুলোকেও লক্ষ্যবস্তু করেছে ইসরাইলি বাহিনী। ইসরাইলের তাণ্ডবে গাজার ৩২টি হাসপাতাল এবং ৫৩টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে এবং ১২৬টি অ্যাম্বুলেন্সকেও টার্গেট করা হয়েছে। গাজার মিডিয়া অফিসের তথ্যানুযায়ী অবরুদ্ধ অঞ্চলটিতে ক্ষতির পরিমাণ অন্তত ৩০ বিলিয়ন ডলার।

গাজায় ইসরাইলের হামলা শুরুর পর থেকে নারী ও শিশুরাই ছিল তাদের মূল টার্গেট। ফিলিস্তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিঃশেষ করতে বদ্ধপরিকর ইসরাইলি সেনারা। আলজাজি রার তথ্যানুসারে গাজায় এখন পর্যন্ত নিহত নারীর সংখ্যা ১০,০০০ বেশি।

এদিকে যুদ্ধের সবচেয়ে সহজ ও নির্মম শিকার শিশুরা। প্রতিনিয়তই মারা যাচ্ছে তারা। ইসরাইলের নৃশংসতায় গাজায় প্রাণ গেছে ১৪ হাজার ৬৮৫ শিশুর। এ নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গণমাধ্যমকে সরব দেখা গেলেও এক মাস ধরে অজ্ঞাত কারণে তাদের সক্রিয়তা কমেছে। যেন বিশ্ব ভুলে গেছে এ নির্দোষদের, যারা বোমা, গুলি ও অনাহারে প্রতিনিয়ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। জাতিসংঘের ত্রাণবিষয়ক সংস্থা ইউএনআ রডব্লিউএ'র গণমাধ্যম উপদেষ্টা আদনান আবু হাসনা জানান, গাজায় শত শত শিশু এতিম হয়ে গেছে। গাজায় এখন ১৮ হাজার এতিম শিশুর বাস, যারা সবকিছুই হারিয়েছে পরিবার, আদর ও জীবন।

ইউনিসেফের তথ্যমতে, প্রতি ১০ মিনিটে গাজায় একটি শিশু হতাহত হচ্ছে। এ কারণে দ্রুতই একটি যুদ্ধবিরতি দাবি করছে জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থাটি। তারা মনে করেন, কেবল যুদ্ধবিরতিই পারে সেখানে অব্যাহত শিশুমৃত্যু ঠেকাতে। এ নিয়ে একাধিকবার জ াতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারস্থ হলেও কোনো সুরাহা করা সম্ভবনি। এমনকি আন্তর্জাতিক আদালতের নির্দেশ অমান্য করে ফিলিস্তিনিদের ওপর নৃশংসতা চালিয়েছে ইসরাইলি বাহিনী। এর বাইরে গাজায় ত্রাণ সরবরাহ স্বাভাবিক না থাকায় অনাহার-অপুষ্টিতে মৃত্যুঝুঁকিতে রয়েছে হাজার হাজার শিশু। অনেক শিশু চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছে। গাজায় পানি, বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সুবিধা না থাকায় দুর্ভোগের প্রকৃত চিত্র উঠে আসছে না। বিদেশি সংবাদমাধ্যমগুলোর সাংবাদিকদের সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। যারা সংবাদ প্রচার করছেন তাদের সপরিবারে হত্যা করা হচ্ছে। ত্রাণপ্রত্যাশী ও ত্রাণকর্মীদের হত্যা করা হচ্ছে।

এদিকে ইসরাইলের হামলা থেকে বাঁচতে গাজার অভ্যন্তরে বাস্তুচ্যুত হয়েছে লাখ লাখ ফিলিস্তিনি। শরণার্থী শিবিরে থেকেও ইসরাইলি বোমার শিকার হচ্ছে তারা। যুদ্ধের ২০০তম দিনেও কবে এই সংঘাতের অবসান হবে সঠিক তথ্য জানা নেই।

মঙ্গলবার এএফপির সংবাদদাতা ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ইসরাইলি সেনাবাহিনী গাজার আশপাশের আল-তুফাহ, শুজাইয়া এবং জেইতুন এলাকায় রাতভর তীব্র গোলাবর্ষণ করেছে। পাশাপাশি দক্ষিণ-পশ্চিম গাজা এবং দক্ষিণে খান ইউনিসে গোলাবর্ষণ এবং প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।

এমনকি বুরেইজ শরণার্থী শিবিরের কাছে বিমান হামলা এবং নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরে আর্টিলারি ফায়ার চালিয়েছে ইসরাইলি বাহিনী। উত্তর গাজার বাসিন্দা এবং হামাস মিডিয়ার জানানো তথ্যমতে, গাজা উপত্যকার উত্তরপ্রান্তের বেইত হ্যানউনের পূর্বদিকে ইসরাইলি সেনা ট্যাংকগুলো নতুন করে হামলা শুরু করেছে। তবে সেগুলো এখনো শহরের ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনি। ট্যাংকের ছোড়া কয়েকটি গুলি বিদ্যালয়ে আঘাত হেনেছে। সেখানে গাজার বাস্তুচ্যুত বাসিন্দারা আশ্রয় নিচ্ছিলেন। ইহুদি হলিডে পাসওভার উপলক্ষ্যে ইসরাইলে সরকারি অফিস এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রাখা ছিল। এর মধ্যে সোমবার শেষরাতে সেখানে রকেট হামলার সতর্কতা জারি করে ইসরাইল। একই সঙ্গে বন্ধ রাখা হয় দক্ষিণ সীমান্ত শহরগুলো।

ইরান কি ইসরাইলের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছে?

একেএম শামসুদ্দিন

অবশেষে ইসরাইল ইরানের হামলার জবাব দিয়েছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ইরানের ভূখণ্ডে ইসরাইলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার খবর প্রচারিত হলেও ইরান তা নাকচ করে দিয়ে বলেছে, ক্ষেপণাস্ত্র নয়, ড্রোন হামলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতের কিছু পরে ইরানের মধ্যাঞ্চলের শহর ইস্পাহানের আকাশে ইসরাইলের কয়েকটি ড্রোন দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশেই তা ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। ইরানের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এটি কোনো ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ছিল না। ড্রোন ধ্বংসের জন্য ইরানের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সক্রিয় হওয়ার পর যে ব্যাপক বিস্ফোরণের শব্দ হয়েছে, সেটাকেই কেউ কেউ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা বলে প্রচার করেছে। এর আগে মার্কিন কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে সে দেশের ইহুদি সমর্থিত সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, ইসরাইল ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা লক্ষ করে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে মেরেছে। তবে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো কোথায় গিয়ে আঘাত হেনেছে, তা নিশ্চিত করে জানাতে পারেনি। ইরানি টেলিভিশন দাবি করেছে, ইস্পাহানের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, সেখানে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চালু রয়েছে। রাজধানী তেহরান থেকে ইস্পাহানের দূরত্ব প্রায় সাড়ে তিনশ কিলোমিটার। ইস্পাহানেই ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলো অবস্থিত। ইরানের অন্যতম বড় সামরিক ঘাঁটিও রয়েছে সেখানে। এ প্রদেশের নাতাঞ্জ শহরকে ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধীকরণ কর্মসূচির কেন্দ্রবিন্দু বলা হয়। ইরানি গণমাধ্যমগুলো বলেছে, সেখানে অবস্থিত পারমাণবিক স্থাপনাগুলো নিরাপদেই আছে।

১ এপ্রিল সিরিয়ার দামেস্কে ইরানি কনসুলেটে হামলা চালিয়ে ইসরাইল ইরানের কয়েকজন শীর্ষ সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করে। এ হত্যাকাণ্ডের জবাবে ১৩ এপ্রিল ইসরাইলে পালটা ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। ওই হামলার প্রতিশোধ নিতেই ইসরাইল এ হামলা চালিয়েছে। তবে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে মনে হচ্ছে, এখানেই শেষ নয়। এটি ইসরাইলের পূর্ব সতর্কতামূলক হামলা বলা চলে। ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা যাচাই করতেই ইসরাইল হয়তো এমন হালকা গোছের হামলা চালিয়েছে। ইরান ভূখণ্ডে হামলা চালানোর সুযোগ যখন সৃষ্টি হয়েছে, তখন ইসরাইল এ সুযোগ হাতছাড়া করবে বলে মনে হয় না। অনুমান করা হচ্ছে, তারা হয়তো আরও তথ্য সংগ্রহ করে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা ও গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে অদূর ভবিষ্যতে ব্যাপক হামলা চালাবে। তবে পালটাপালটি হামলা যখন শুরু হয়ে গেছে, তখন এ যুদ্ধ কোনদিকে মোড় নেয়, তা বলা মুশকিল। চলমান সংঘাতের পরিণতি কী হতে পারে, তা এখন নির্ভর করছে অনেকটা ইসরাইলের ওপর। গত শুক্রবারের হামলার পর ইসরাইল যদি এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি করে, তখন এ যুদ্ধ হয়তো ইরান-ইসরাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। আশপাশের দেশগুলো ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রসহ মিত্ররাও এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে; যদিও তারা ইসরাইলকে সংযম দেখাতে অনুরোধ করেছে। ইসরাইল ভূখণ্ডে ইরানের হামলায় পশ্চিমা দেশগুলো নিন্দা করেছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স ইরানকে আগ্রাসী শক্তি আখ্যা দিয়েছে। এসব দেশ ইসরাইলের আত্মরক্ষার অধিকারের কথা বললেও ইরানের যে আত্মরক্ষার অধিকার আছে, সে কথা একবারও উচ্চারণ করেনি। ১ এপ্রিল দামেস্কে ইরানি কনসুলেটে ইসরাইলের হঠকারী হামলার পর এ দেশগুলো তখন নীরব ছিল। অথচ তারা এখন বলতে চাচ্ছে, বহু বছরের বৈরিতা থাকা সত্ত্বেও ইসরাইল ইতঃপূর্বে কখনোই সরাসরি ইরানের ভূখণ্ডে হামলা চালায়নি। বরং ইসরাইল এতদিন মধ্যপ্রাচ্যে, ইরানের সঙ্গী বা প্রক্সি মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে আক্রমণেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছে। পশ্চিমাদের এমন মনোভাব, সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকার চেষ্টা মাত্র। দীর্ঘদিন ধরেই ইসরাইল ইরানকে নানাভাবে নাজেহাল করে আসছে। অবাধ্য এ দেশটি ইরানের অভ্যন্তরে একাধিকবার গুপ্ত হামলাও করেছে। পারমাণবিক প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ দলিলও চুরি করে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, ২০১০ থেকে ২০২২ সালের ভেতর ইসরাইল ইরানের পারমাণবিক অস্ত্রের জনক মোহসেন ফাখরিজাদেহসহ বেশ কয়েকজন পরমাণুবিজ্ঞানীকে হত্যা করে। ইরানের অভ্যন্তরে সামরিক স্থাপনায় বেশ কয়েকটি আত্মঘাতী ড্রোন হামলাও চালিয়েছে। এছাড়া ইরাক ও সিরিয়ায় ইরানের বেশকিছু কৌশলগত স্থাপনায় হামলাও চালিয়েছে।

১ এপ্রিল দামেস্কে ইরানি কনস্যুলেটে ইসরাইলের হামলা ছিল ইরানের সার্বভৌমত্বের ওপর হামলার শামিল। এ বোমা হামলা ছিল আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সম্পর্কের ভিয়েনা কনভেনশনের সরাসরি লঙ্ঘন। ভিয়েনা কনভেনশনে স্পষ্ট বলা আছে, 'অন্য কোনো দেশে অবস্থিত কনসুলেটগুলো স্ব স্ব দেশের সার্বভৌম অঞ্চল।' সে বিবেচনায়, কোনো দেশের সার্বভৌম অঞ্চলে হামলা করা মানে জাতিসংঘের সনদ ৫১ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন। এ বিষয়গুলো নিয়ে ইরান জাতিসংঘে অভিযোগ করেও কোনো ফল পায়নি। যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা শক্তি এ বিষয়েও ছিল নীরব। তারা বরং উলটো বাধা দিয়েছে। দামেস্কের কনসুলেটে হামলার নিন্দা জানিয়ে রাশিয়ার আনা খসড়া প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স একযোগে ভেটোও দিয়েছে। তারপরও ইরান বলেছিল, গাজায় যুদ্ধবিরতি হলে তারা ইসরাইলে হামলা করবে না। পশ্চিমারা ইরানের এ প্রস্তাবও নাকচ করে দিয়েছিল। তারা বরং উলটো ইরানকে ইসরাইলে হামলা করতে নিষেধ করেছিল। এক্ষেত্রে তারা ইরানের আত্মরক্ষার অধিকারকেও উপেক্ষা করেছে। ইসরাইলের একতরফা আক্রমণ ও পশ্চিমা শক্তির এ অন্ধ সহযোগিতা ইসরাইলে ইরানের পালটা আক্রমণের বিষয়টিকে অনিবার্য করে তুলেছিল। ফলে দামেস্কে ইরানি কনসুলেটে আক্রমণের পর ইসরাইলের ভূখণ্ডে ইরানের হামলা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না।

অনেকের ধারণা, ইরানের এ হামলা মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি করেছে। এমনিতেই গাজায় ইসরাইলের গণহত্যায় ৩৪ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনির প্রাণহানি ঘটেছে। ইসরাইল ত্রাণ ঢুকতে না দেওয়ায় খাদ্যের অভাবে ধুঁকছে আরও লাখ লাখ ফিলিস্তিনি। দিনদিন সেখানকার পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। এ অবস্থায়, ইসরাইল ও ইরান যে সামরিক শক্তি দেখাচ্ছে, তা ওই অঞ্চলের দেশগুলোকে ভীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছে। বলা যায়, এ মুহূর্তে মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ একটি পূর্ণমাত্রার ধ্বংসাত্মক সংঘাতের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। যদি যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে যে ক্ষতি হবে, তা সামাল দেওয়া সম্ভব হবে কি? ইরান অনেক হিসাব কষেই ইসরাইলে হামলা চালিয়েছে বলে অনেক সামরিক বিশেষজ্ঞ মনে করেন। হামলায় হতাহতের সংখ্যা যেন কম হয়, সে কথা মাথায় রেখে হামলার লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করেছে ইরান। বেসামরিক লোকসমাগমের কেন্দ্রগুলোকে এড়িয়ে সামরিক স্থাপনাকে লক্ষ্যবস্তু করার মধ্য দিয়ে ইরান সেই ইঙ্গিতই দিয়েছে। শত শত ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে যে কয়টি আকাশ প্রতিরক্ষা ভেদ করতে পেরেছে, তার প্রতিটি ইসরাইলি সামরিক স্থাপনাতে গিয়েই আঘাত করেছে। বিশ্বের অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকই মনে করেন, এ হামলার মধ্য দিয়ে ইরান ইসরাইলকে এ বার্তাই দিয়েছে, পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু না করেই সরাসরি ইসরাইলকে আঘাত করতে তারা সক্ষম। যদিও ইসরাইল দাবি করেছে, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রগুলো তাদের বিমানঘাঁটির হালকা কাঠামোগত কিছু ক্ষতি করছে মাত্র। প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত, তা হয়তো জানা যাবে না। তবে যে বিষয়টি ইরান স্পষ্ট করেছে, তা হলো হিজবুল্লাহ্, ইয়েমেনের আনসার উল্লাহ্ বা তাদের অন্য কোনো প্রক্সি মিলিশিয়াদের ব্যবহার না করেই খোদ ইরানে বসেই ইসরাইলের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার ক্ষমতা তাদের আছে।

ইসরাইলে হামলার পর অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করছেন, ইরান কি ইসরাইলের পাতা ফাঁদে পা বাড়িয়েছে? ইরানের এ হামলা ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে সুযোগ করে দিল। নেতানিয়াহু যেন এ সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন। এ ঘটনা এখন ইসরাইলকে ইরানে সরাসরি আক্রমণের বৈধতা দিল। এক দশকের বেশি সময় ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে নেতানিয়াহু ইরানকে বিভিন্নভাবে খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করে আসছিল, যাতে ইরানে সরাসরি আক্রমণের ক্ষেত্র তৈরি হয়। তিনি ইরানের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে যুক্তরাষ্ট্রকেও প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছেন। ইসরাইল চাচ্ছিল পর্যায়ক্রমে ইরাক-আফগানিস্তানের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে; যাতে বড় ধরনের অভিযান চালিয়ে ইরানের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা সফলও হয়েছে। ফলে সেই ছায়াযুদ্ধ এখন প্রকাশ্য যুদ্ধে রূপ নিয়েছে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, এ যুদ্ধ বাধিয়েছেন নেতানিয়াহু। তিনি জানতেন, কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে ইরানকে যেভাবে নাজেহাল করে আসছেন, এ প্রক্রিয়া চলতে থাকলে কোনো না কোনো সময় ইরান ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানাবে। দামেস্কের ঘটনায় তাই ঘটল। ইরানে সরাসরি আক্রমণের পথ খুলে গেল।

নেতানিয়াহু কিছুদিন আগেও প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ছিলেন। ১ এপ্রিল গাজায় ইসরাইল হামলা চালিয়ে সহায়তা সংস্থা 'ওয়ার্লড সেন্ট্রাল কিচেন'-এর সাতজন মার্কিন ত্রাণকর্মীকে হত্যা করেছে। এতে ওয়াশিংটন ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। এ ঘটনায় বাইডেন সরাসরি নেতানিয়াহুকে টেলিফোনও করেছিলেন। তাতে ইসরাইলে মার্কিন সামরিক সহায়তায় কিছু শর্ত যুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া নেহানিয়াহুর ওপর অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাপ তো ছিলই। তবে নেতানিয়াহুর এবারের এ কূটকৌশল কাজে লেগেছে। ইরানের হামলার পর রাতারাতি দৃশ্যপট পালটে গেছে। গাজায় মার্কিন নাগরিক নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের যে বিরক্তি ছিল, সে বিরক্তভাবও কেটে গেছে। গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে এবং ইসরাইলের প্রতি শর্তহীন সমর্থন প্রত্যাহারে যুক্তরাজ্যে যে চাপ বাড়ছিল, তাও মিলিয়ে যেতে সময় লাগেনি। বরং ফ্রান্সসহ এ দুটি দেশ ইরানের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করতে এগিয়ে এসেছিল। তারা যুদ্ধবিমানও মোতায়েন করেছিল। তা না হলে ইরানের শত শত ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র, ইসরাইলে হয়তো আরও ব্যাপক ক্ষতি করতে পারত।

ওদিকে মার্কিন এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ইরানের অভ্যন্তরে ইসরাইল যে হামলা চালিয়েছে, তাকে ওয়াশিংটন সমর্থন জানায়নি। ইরানে ইসরাইলি হামলার ব্যাপারে হোয়াইট হাউজ তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্যও করেনি। পেন্টাগন বলেছে, এ মুহূর্তে তাদের কিছু বলারও নেই। তবে যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে যাই বলুক না কেন, তাদের বিশ্বাস করা কঠিন। কারণ, তারা এটাও বলেছে, ইসরাইলের নিরাপত্তা রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রয়োজনে তারা ইসরাইলের জন্য লৌহবর্মের মতো কাজ করবে। অতীতে ওয়াশিংটন তার ইউরোপীয় মিত্রদের নিয়ে ইসরাইলের সব অপকর্মেই চোখ বুজে থেকেছে। শুধু তাই নয়, তাদের যে কোনো অন্যায় আবদার রক্ষায়ও তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ মিত্ররাই বিভিন্ন সময়ে সীমার বাইরে গিয়ে ইসরাইলকে সহায়তা করে গেছে। তারা বর্তমানেও গাজায় ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে ইসরাইলকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে যাচ্ছে।

মনে হচ্ছে, ইরানের বিরুদ্ধে ইসরাইলের সীমিত আকারের হামলা আপাতত উত্তেজনা কমিয়ে এনেছে। এ যাত্রায় ইসরাইল হয়তো মিত্রদের পক্ষ থেকে সীমিত প্রতিশোধের অনুরোধ রক্ষা করেছে, তবে নেতানিয়াহুকে কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। সবার অনুরোধকে উপেক্ষা করে, সুযোগ বুঝে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আরও বড় কিছু অঘটন ঘটিয়ে বসতে পারে। ইসরাইল যদি সে পথে পা বাড়ায়, তাহলে ইরানও বসে থাকবে না। তারাও বড় আকারে পালটা জবাব দেবে সন্দেহ নেই। যদি তাই হয়, তাহলে এ দুটো দেশের ব্যাপক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা বাড়বে। তাতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো আরও গভীর সংকটে পড়ে যাবে।

একেএম শামসুদ্দিন : অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা
নয়া দিগন্ত ফিচার

উপজেলা নির্বাচন : মন্ত্রী-এমপির স্বজনেরই জয়!

মাহফুজুর রহমান মানিক

দেশের অন্যতম প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ও তার সমমনা রাজনৈতিক দলের বর্জনের মুখে অনেকটা নিরুত্তাপ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে এবার কিছুটা আলোচনার জন্ম দিয়েছে মন্ত্রী-এমপির স্বজনকে নির্বাচন না করতে ক্ষমতাসীন দলের নির্দেশনা। তবে আপাতত তা ভালোভাবে কার্যকর হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। সোমবার সমকালের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, অন্তত রোববার পর্যন্ত বহু স্থানেই সরকারি দলের একেবারে শীর্ষ পর্যায়ের এ ঘোষণা উপেক্ষিত থেকে গেছে।

মন্ত্রী-এমপির স্বজনের প্রতি এ নির্দেশনা এসেছিল নাটোরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। সেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী, নাটোর-৩ আসনের এমপি জুনাইদ আহমেদ পলকের শ্যালক লুৎফুল হাবীব রুবেলকে সিংড়া উপজেলায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতানোর সব আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছিল। শুরুতে চেয়ারম্যান পদের পাঁচ সম্ভাব্য প্রার্থী গণসংযোগ শুরু করলেও প্রতিমন্ত্রীর অনুসারীদের চাপে কিছুদিন পর হঠাৎ চুপ হয়ে যান চার সম্ভাব্য প্রার্থী। তবে সেখানে আরেক সম্ভাব্য প্রার্থী দেলোয়ার হোসেন পাশা শেষ সময়ে এসে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ায় রুবেলের লোকজন তাঁকে তুলে নিয়ে মারধর করে। তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়। নাটোরের ঘটনায় সমকালের প্রতিবেদন ছিল–পলকের রাজ্যে সবাই 'বোবা'। জুনাইদ আহমেদ পলক শেষ পর্যন্ত রুবেলকে হাসপাতালে দেখতে যান। ইতোমধ্যে মন্ত্রী-এমপির স্বজনকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে নির্দেশ দেয় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। সে অনুযায়ী অবশেষে সিংড়া উপজেলার চেয়ারম্যান প্রার্থী লুৎফুল হাবীব রুবেল নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান।

এটা স্পষ্ট যে, মন্ত্রী-এমপির স্বজনকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে আওয়ামী লীগ সিদ্ধান্ত নিতে অনেকটা দেরিই করে ফেলেছে। চার পর্বে উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ইতোমধ্যে তিন পর্বের তপশিল ঘোষণা করা হয়েছে। চতুর্থ পর্বের তপশিল ঘোষণা না হলেও প্রথম পর্বের নির্বাচন হচ্ছে ৮ মে। প্রথম পর্বের উপজেলা নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল যেখানে ১৫ এপ্রিল, সেখানে আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত এসেছে ১৮ এপ্রিল। তার মানে, প্রথম পর্বে কোথাও কোথাও ওইসব স্বজনই একমাত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী এবং অন্যরা হয়তো তাদের দাপটে মনোনয়নপত্র জমাই দেননি। ফলে অনেকেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে যাবেন।

দ্বিতীয় পর্বের উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২১ মে। আর ২১ এপ্রিল রোববার ছিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। সমকালের সোমবারের প্রতিবেদন অনুসারে, কুমিল্লার আদর্শ সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে মো. আমিনুল ইসলাম টুটুল, ভাইস চেয়ারম্যান পদে আহাম্মেদ নিয়াজ পাবেল ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে হোসেনেয়ারা বকুল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন। এ তিন প্রার্থীই সদর আসনের এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা আ ক ম বাহা উদ্দিনের অনুসারী। তা ছাড়া তাদের মধ্যে আমিনুল ইসলাম টুটুল ও হোসনেয়ারা বকুল ২০১৯ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। এবার এখন পর্যন্ত চট্টগ্রামের রাউজান ও রাঙ্গুনিয়া উপজেলায়ও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন।

আমাদের মনে আছে, সর্বশেষ ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার অনেক ঘটনা ঘটে। তখনও বিএনপি ও তার সমমনা দলগুলো নির্বাচন বর্জন করেছিল। সে সময় ৫ ধাপে অনুষ্ঠিত ওই নির্বাচনে ৪৭৩টি উপজেলার মধ্যে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীরা ৩২০টিতে চেয়ারম্যান পদে বিজয়ী হন। এর মধ্যে ১১৫ জনই নির্বাচিত হয়েছেন বিনা ভোটে।

অন্য একটি সংবাদমাধ্যম খবর দিয়েছে, আলোচ্য নির্দেশনার পেছনে অন্য একটি লক্ষ্য ছিল। এর মাধ্যমে যেসব নেতার সংসদ সদস্য কিংবা মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ ক্ষীণ, তাদের উপজেলা চেয়ারম্যান পদে সুযোগ দিতে চেয়েছিল ক্ষমতাসীন দলটি। বাস্তবে দেখা গেছে, স্বজনের বাইরেও এমপি-মন্ত্রীরা বেশির ভাগ স্থানে নিজের লোককেই প্রার্থী করেছেন।

আরেকটি সংবাদমাধ্যম অবশ্য বলছে, উপজেলা নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন (ইসি) কঠিন বার্তা দিতে চায়। এ লক্ষ্যে মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার পুলিশের আইজি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান, ইসির মাঠ প্রশাসন এবং ডিসি-এসপিদের সঙ্গে বৈঠক করতে যাচ্ছে ইসি। ইসি এ নির্বাচনকে সুষ্ঠু করার জন্য কাজ করছে। এটা ভালো; কিন্তু এই সময়ে জরুরি হলো নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করা। জাতীয় নির্বাচনসহ সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলো একপক্ষীয় হয়ে পড়ায় ভোটারদের আগ্রহেও ভাটা পড়েছে। ভোটারদের আস্থা ফেরানোর কাজটা নির্বাচন কমিশন কতটা করতে পারে, সেটাই দেখার বিষয়। বিশেষ করে বিএনপি ও তার মিত্ররা উপজেলা নির্বাচন বর্জন করলেও কোথাও কোথাও তাদের বিদ্রোহী নেতাকর্মী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। থাকবেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। সে জন্যও নির্বাচন স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ করার জন্য ইসির সদিচ্ছা থাকা জরুরি।

বলার অপেক্ষা রাখে না, উপজেলা পরিষদ বর্তমানে এমপিদের হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণে প্রায় অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে একে হস্তক্ষেপমুক্ত রাখা প্রয়োজন। সে জন্যও মন্ত্রী-এমপিদের স্বজনের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা দরকার। শেষ পর্যন্ত দলটি তা কতটা পারবে, সেটাই দেখার বিষয়।

মাহফুজুর রহমান মানিক: জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক, সমকাল

বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারে সৈয়দ

সাংবাদিকতা ও শিক্ষকতার মাধ্যমে বিলেতে বাংলা ভাষার প্রচার ও যে প্রসারে যে অসাম্য অবদান রেখেছেন তার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বক্তারা মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বলেন, মহান আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁকে জান্নাতে সমাসীন করেন।

গত ১৬ এপ্রিল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের কমার্শিয়াল রোডস্থ লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত এই শোকসভায় বিলেতের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মালিক, সম্পাদক ও সাংবাদিকগণ বক্তব্য রাখেন ।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের এর সভাপতিতে অনুষ্ঠিত শোকসভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ও সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ।

অতিথিবক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সাপ্তাহিক নতুন দিন সম্পাদক মহিব চৌধুরী, চ্যানেল এস-এর ফাউন্ডার মাহি ফেরদৌস জলিল, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মোহাম্মদ বেলাল আহমদ, সদ্যসাবেক সভাপতি ও সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদক মোহাম্মদ এমদাদুল হক চৌধুরী এবং সাবেক সভাপতি ও জনমত-এর সাবেক সম্পাদক নবাব উদ্দিন। অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী।

শুরুতে অনুবাদসহ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন এবং মানুষের জীবন ও মৃত্যু নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিনিয়র ইমাম সৈয়দ আনিসুল হক। এরপর সৈয়দ আফসার উদ্দিনের সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরেন চ্যানেল এস এর নিউজ প্রেজেন্টার শহীদুল ইসলাম সাগর। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে সাংবাদিক কামাল মেহেদীর নেওয়া একটি সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয় । এর আগে ৫২ বাংলা টিভিতে প্রচারিত একটি ডকুমেন্টারি প্রজেক্টার স্ক্রীনে দেখানো হয়।

শোকসভায় আরো বক্তব্য রাখেন মরহুম সৈয়দ আফসার উদ্দিনের পরিবারের পক্ষে সলিসিটর সৈয়দ শাহীন, চ্যানেল এস এর চেয়ারম্যান আহমদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের আজীবন সদস্য ও ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট শাহগীর বক্ত ফারুক, প্রেস ক্লাবের আজীবন সদস্য ব্রিটিশ বাংলাদেশী ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট শাহানুর খান, ব্রিটিশ বাংলাদেশী টিচার্স এসোসিয়েশন ইউকের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল বাসিত চৌধুরী, বিবিসি বাংলার সাবেক প্রযোজক কামাল আহমদ, সাবেক প্রযোজক উদয় শঙ্কর দাশ, মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক আবু মুসা হাসান, সাংবাদিক ও কবি সারওয়ার-ই-আলম, টিভিওয়ান এর ডাইরেক্টর অপারেশন্স গোলাম রাসুল, সাপ্তাহিক সুরমা সম্পাদক শামসুল আলম লিটন, চ্যানেল এস এর সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টোর ডাঃ জাকি রেজওয়ানা আনোয়ার, এটিএন বাংলা ইউকের প্রেজেন্টার উর্মি মাযহার, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের ট্রেজারার সালেহ আহমদ, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের ইভেন্টস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেক্রেটারি রুপি আমিন, সিনিয়র সাংবাদিক ও শিক্ষক মোস্তফা কামাল মিলন, চ্যানেল এস এর হেড অব নিউজ কামাল মেহেদী, হেড অব প্রোগ্রামস ফারহান মাসুদ খান, সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার তৌহিদ শাকিল, এটিএন বাংলা ইউকের সিনিয়র রিপোর্টার মোস্তাক আলী বাবুল, সাংবাদিক ও লেখক আব্দুল মুনিম জাহিদী ক্যারল, সানরাইজ টুডে অনলাইন-এর সম্পাদক এনাম চৌধুরী, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদস্য-সাবেক নির্বাহী সদস্য আহাদ চৌধুরী বাবু ও এনটিভি ইউরোপের সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার শামসুল তালুকদার।

প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মহিব চৌধুরী বলেন, সৈয়দ আফসার উদ্দিন ছিলেন একজন অমায়িক মানুষ । তিনি তাঁর স্মৃতি ধরে রাখতে প্রেস ক্লাব এবং চ্যানেল এস মিলে যৌথভাবে কিছু করার আহবান জানান।

চ্যানেল এস-এর প্রতিষ্ঠাতা মাহি ফেরদৌস জলিল বলেন আফসার উদ্দিন একজন পেশাদার সাংবাদিক ছিলেন । তিনি কাজকে মায়ের মত সম্মান করতেন। তাই তার সংবাদ পাঠে ভুল থাকতোনা । তিনি সব জায়গায়ই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । তিনি আরো বলেন, জীবন একটি সুযোগ, এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন আফসার উদ্দিন । তাই তিনি তাঁর কাজকে গুরুত্ব দিয়েছেন সকল জায়গায় । তিনি ধর্মভীরু ছিলেন । সর্বদা হাসিখুশী থাকতেন ।

সাবেক সভাপতি এমদাদুল হক চৌধুরী বলেন, সৈয়দ আফসার উদ্দিন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য কিছু করতেন না । তাঁর মধ্যে কৃতজ্ঞতাবোধ ছিলো । তিনি আরো বলেন, মরহুম আফসার উদ্দিন বিলেতে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাংলা ভাষার চর্চা ছড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, সেটা বাস্তবায়ন করতে পারলে ভাল হবে ।

সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ বেলাল আহমদ বলেন, আফসার উদ্দিন একজন সজ্জন মানুষ ছিলেন । তিনি সবার সাথে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতেন ।

নবাব উদ্দিন বলেন আফসার উদ্দিন বহুমাত্রিক গুণের অধিকারি ছিলেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী "তসদ্দুক আহমদ জার্নালিস্ট এওয়ার্ড" চালু করা যায় কিনা- বিষয়টি ভেবে দেখতে প্রেস ক্লাব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহবান জানান।

আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী বলেন আফসার উদ্দিন একজন গোছানো এবং ফ্যাশন-সচেতন মানুষ ছিলেন । তিনি তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ।

আবু মুসা হাসান বলেন সৈয়দ আফসার উদ্দিন ছিলেন বিরল গুণের অধিকারী । তিনি তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ।

শাহগীর বখত ফারুক বলেন, আফসার উদ্দিন সর্বগুণে গুণান্বিত একজন মানুষ ছিলেন । তাঁর কৃতজ্ঞতাবোধ ছিলো অপরিসীম ।

মোস্তফা কামাল মিলন বলেন আফসার উদ্দিন একজন স্পষ্টবাদী মানুষ ছিলেন ।

সলিসিটর সৈয়দ শাহীন বলেন, আফসার উদ্দিন মিঠু একজন সজ্জন এবং বিনয়ী মানুষ ছিলেন । তিনি সকলকে আপন করে নিতে পারতেন ।

শোকসভার শেষ দিকে ছিলো দোয়া মাহফিল। দোয়া পরিচালনা করেন ব্রিকলেন জামে মসজিদের প্রধান ইমাম মাওলানা নজ রুল ইসলাম। শোকসভা উপলক্ষে একটি শোকবই খোলা হয়। অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাংবাদিকরা তাঁদের প্রিয় সহকর্মী সৈয়দ আফসার উদ্দিন সম্পর্কে তাঁদের অনুভূতি লিপিবদ্ধ করেন । আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

উল্লেখ্য, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সদস্য, চ্যানেল এস এর সিনিয়র সংবাদ পাঠক বিশিষ্ট সাংবাদিক ও শিক্ষক সৈয়দ আফসার উদ্দিন গত ১২ এপ্রিল শুক্রবার রাত ২টা ৩০ মিনিটে লন্ডনের একটি হাসপাতালে ইন্তকাল করেন। লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব গত ২৩ ফেব্রুয়ারি (২০২৪) মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে সৈয়দ আফসার উদ্দিনকে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বিলেতে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারে অসামান্য রাখায় "লাইফটাইম এচিভমেন্ট এওয়ার্ড" প্রদান করে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ক্লাবের ৩৫ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর

অনুষ্ঠানে প্রতিকী চেকটি গ্রহণ করেন সিলেট শহীদ স্মৃতি উদ্যান ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে কমিটির অন্যতম উপদেষ্টা আহমদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি। এই ৩৫ লাখ টাকার মধ্যে ১১ হাজার পাউন্ড একাই দান করেছেন কনজার্ভেটিভ ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ ইউকের প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মুকিম আহমদ।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের এর সভাপতিত্বে ও জেনারেল সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কনজার্ভেটিভ ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ ইউকের প্রেসিডেন্ট মুকিম আহমদ, সিলেট শহীদ স্মৃতি উদ্যান ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যতম উপদেষ্টা আহমদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদ্যসাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ এমদাদুল হক চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মহিব চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি নজরুল ইসলাম বাসন, প্রেস ক্লাবের আজীবন সদস্য ও ইউকেবিসিসিআইর সাবেক প্রেসিডেন্ট বজলুর রশীদ এমবিই, আজীবন সদস্য ও ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট পাশা খন্দকার এমবিই, আজীবন সদস্য ও ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউডের সিইও ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমান এবং আজীবন সদস্য ও ব্রেন্ট কাউন্সিলের সাবেক মেয়র কাউন্সিলার পারভেজ আহমদ।

ক্লাবের সদ্যসাবেক প্রেসিডেন্ট ও ফান্ডরেইজিং কমিটির প্রধান এমদাদুল হক চৌধুরী অর্থদাতা সাধারণ সদস্য ও আজীবন সদস্যদের নাম পড়ে শুনান। তিনি শহীদ স্মৃতি উদ্যান নির্মাণ প্রকল্পের উদ্যোক্তা বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল (অবঃ) এম এ সালাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. জিয়া উদ্দিন আহমদ-এর কথা উল্লেখ করে বলেন, তাঁরা একটি আন্দোলন শুরু করেছেন। ৫২ বছর পর সিলেটে বধ্যভূমি চিহ্নিত করেছেন। গড়ে তুলেছেন শহীদ স্মৃতি উদ্যান। দেশের অন্যান্য জায়গায়ও একইভাবে কাজ করতে চান তাঁরা। সবার সহযোগিতা থাকলে এখানে একটি গবেষনা পাঠাগার হবে। ছোট্ট পরিসরে হবে মিউজিয়াম।

মুকিম আহমদ বলেন, আমি এই ঐতিহাসিক কাজে যুক্ত হতে পেরে নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান মনে করছি। এ এক অনন্য আয়োজন। যার কারণে আমার মুক্তিযুদ্ধের কথা মনে পড়ে যায়। সেই ৭১ সালে আমি নিজ চোখে দেখেছি মানুষের লাশ পানিতে ভাসছে।

আহমদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি বলেন, আমি কয়েকবার এই উদ্যান পরিদর্শন করেছি। এর স্থাপত্য ডিজাইন যেমন সুন্দর, তেমনি এর চার পাশে রয়েছে নয়নাভিরাম দৃশ্য। এটি ইতিমধ্যে সবার নজর কেড়েছে। আমি একই সাথে প্রেস ক্লাব ও শহীদ স্মৃতি উদ্যান-এর প্রতিনিধিত্ব করে আনন্দিত।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের বলেন, আমাদের ক্লাবের সদস্যরা নানা মানবিক উদ্যোগে সবসময় পাশে থাকেন । আমরা সিলেটে গত ভয়াবহ বন্যায় বিপদগ্রস্ত

সাংবাদিকদের জন্য প্রায় ৮ লাখ টাকা পৌঁছে দিয়েছি । সিলেট প্রেস ক্লাবের মাধ্যমেই এই অর্থ পৌঁছে দেয়া হয়। তবে শহীদ স্মৃতি উদ্যানের মতো ঐতিহাসিক প্রকল্পে প্রেস ক্লাব যুক্ত হওয়া সৌভাগ্যের ও গৌরবের।

সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ এই ৩৫ লাখ টাকার তহবিলে যারা অর্থ দিয়েছেন তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতার শহীদ স্মৃতি উদ্যানে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবকে সম্পৃক্ত করতেপারা আমাদের জন্য আনন্দের । এই সহযোগিতার মধ্য দিয়ে শহীদ স্মৃতি উদ্যোনের সাথে আমাদের একটি সেতুবন্ধন রচিত হলো।

অনুষ্ঠানে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের নির্বাহী সদস্য, সাধারণ সদস্য, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, সিলেট ক্যাডেট কলেজের পেছনে সালুটিকর বধ্যভূমিতে স্বাধীনতার শহীদ স্মৃতি উদ্যান প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয় ২০২২ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর এবং নির্মাণকাজ শেষে উদ্বোধন করা হয় ২০২৩ সালের ৪ই মার্চ। এই প্রকল্প প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দেন বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল (অবঃ) এম এ সালাম বীরপ্রতীক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ জিয়া উদ্দিন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন সময়ে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের স্বজনদের বিভিন্ন এলাকা থেকে ধরে নিয়ে ক্যাডেট কলেজ সংলগ্ন এই বধ্যভূমিতে নৃশংস কায়দায় হত্যা করে মাটিচাপা দেয়। এই বধ্যভূমিতেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'স্বাধীনতার শহীদ স্মৃতি উদ্যান'। যুদ্ধকালিন সময়ে সেখানে মাটিচাপা দেওয়া অজ্ঞাত অনেক শহীদের মধ্য থেকে ৬৬ জনের নাম-পরিচয় সনাক্ত করে পৃথক পৃথক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে। বাকি শহীদদেরও নাম-পরিচয় শনাক্তকরণে কাজ চলছে। ৬৬ শহীদের পরিবার প্রথমবারের মতো দেশের জন্য আত্মোত্যাগকারী তাদের শহিদ স্বজনদের স্মৃতিচিহ্নের সন্ধান পেয়েছেন। নান্দনিক এই স্মৃতি উদ্যানে পর্যায়ক্রমে পাঠাগার, যাদুঘর, কফিশপ এবং আলাদা বসার জায়গা নির্মাণ করা হবে বলে জানা গেছে।

স্ত্রীকে হত্যার পর ২০০

নিকোলাস মেটসন (২৮) নামের ব্যক্তিটি স্ত্রী হলি ব্রামলিকে (২৬) হত্যার কথা প্রথমে অস্বীকার করলেও এক সপ্তাহ পর তা স্বীকার করেন। তাঁর বাসায় পুলিশ তদন্তে এলে তিনি তাদের সঙ্গেও মজা করেন। তিনি বলেন, তাঁর স্ত্রী খাটের নিচে লুকিয়ে থাকতে পারে।

স্ত্রীকে হত্যার পর তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশ অপসারণের জন্য তাঁর এক বন্ধুকে ৫০ পাউন্ড দিয়েছিলেন। সেই বন্ধু একটি টেক্সটের মাধ্যমে জানিয়েছেন, 'একটি মরদেহ অপসারণের জন্য মাত্র ৫০ পাউন্ড পেয়েছি।'

একদিন সকালে ভিতাম নদীর পাশ দিয়ে একজন হাঁটার সময় মরদেহ রাখা প্লাস্টিকের ব্যাগগুলো দেখতে পান। একটি ব্যাগে হাত বেরিয়ে ছিল। পরে ডুবুরিরা শরীরের ২২৪টি টুকরো খুঁজে পেয়েছেন। এখনো কিছু অংশ নিখোঁজ। মরদেহটি এমনভাবে কাটা হয়েছিল যে মৃত্যুর কারণ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ছিল বলে আদালতে জানিয়েছেন তদন্ত কর্মকর্তা।

ব্রামলির মা আদালতকে জানান, তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়েছে মাত্র ১৬ মাস হলো। তিনি তাঁর মেয়ের জামাইকে 'দানব' বলে আখ্যা দেন। তিনি বলেন, 'আমার মেয়েকে আমার কাছে অনেক দিন আসতে দিত না। তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হওয়ার অবস্থায় ছিল, এমন সময় হত্যা করা হয়েছে।

জানা যায়, হত্যার পরে নিকোলাস মেটসন গুগলে সার্চ করে, স্ত্রীকে হত্যা করলে কী লাভ হবে এবং তাকে কী কী বিষয় তাড়িত করবে তা জেনেছেন।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS SOLICITORS

Legal Aid (Family, Housing & Crime)

Our contact: 07576 299951

Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

গাজার আকাশে বুলেট-বারুদের ধোঁয়া

গণহত্যা-ধ্বংস-ক্ষুধা বর্বরতার ২০০ দিন

দেশ ডেস্ক, ২৪ এপ্রিল : আকাশে বুলেট-বারুদের ধোঁয়া। ঘুম থেকে উঠলেই সাইরেনের শব্দ। বাড়ির সামনে লিফলেট। ঘর ছাড়ার হুমকি। বিনা নোটিশে বোমা। পালানোর নেই পথ। বাতাসে লাশের গন্ধ। শহরের অলিগলিতে পাথর-কংক্রিটের মাঝে ছিন্নভিন্ন মরদেহ। একদিকে স্বজন হারানোর শোক অন্যদিকে পেটের ক্ষুধা। চিৎকার করার শক্তি ও চোখের পানি দুটোই - ২১ নং পৃষ্ঠা ...

সাংবাদিক মোসাদ্দিক হোসেন সাজুলের ইন্তেকাল

জানাজা ও দাফন সম্পন্ন

দেশ ডেস্ক, ২৬ এপ্রিল ২০২৪ : দৈনিক সিলেট সুরমার প্রাক্তণ বিভাগীয় সম্পাদক, বিশ্বনাথ বার্তা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, সাংবাদিক ও সংগঠক মোসাদ্দিক হোসেন সাজুল

---- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

বিলেতে বাড়ি কেনা-বেচা

লজার এবং ট্যানেন্টের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য

মোস্তাফিজুর রহমান

বিলেতে অনেক ল্যান্ডলর্ড "লজার" এবং "ট্যানেন্ট"দের একই ভেবে থাকেন। কিন্তু "লডজার" এবং "ট্যানেন্ট " দের মধ্যে তুলনামূলক বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। সাধারণভাবে আপনার বাই টু লেট প্রপার্টিতে ট্যানেন্সি চুক্তিপত্রের মাধ্যমে টাকার বিনিময়ে যিনি ভাড়া থাকবেন তাকে বলা হবে ট্যানেন্ট। অন্যদিকে লজার হচ্ছেন আপনি যে রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টিতে বসবাস করছেন তার কোনো একটি রুমে বিনামূল্যে অথবা অর্থের বিনিময়ে ভাড়া থাকবেন। লজার এর সাথে কোনও ট্যানেন্সি চুক্তিপত্র করা হয়না এবং লজার আপনার পরিবারের সদস্য অথবা অন্য কেউ হতে পারে। রেন্ট এ

---- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের শোকসভায় বক্তারা

বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারে সৈয়দ আফসার অসামান্য অবদান রেখেছেন

লন্ডন, ২৬ এপ্রিল ২০২৪: বিশিষ্ট সাংবাদিক সৈয়দ আফসার উদ্দিন-এর মৃত্যুতে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব আয়োজিত শোকসভায় বক্তারা বলেছেন, তিনি ছিলেন একজন আপাদমস্তক ভদ্রলোক। ছিলেন সদালাপী, বিনয়ী ও কৃতজ্ঞতাবোধ সম্পন্ন মানুষ । একজন সাংবাদিক ও শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী। তিনি যে কাজটিই করতেন তা সুন্দর ও সুনিপুনভাবে সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন। সংবাদপাঠকে তিনি মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন । টেলিভিশনে ব্যতিক্রমী ভঙ্গিমায় সংবাদ উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে তিনি দর্শকদের মনজয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি

সিলেট শহীদ স্মৃতি উদ্যানে প্রেস ক্লাবের ৩৫ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর

মুকিম আহমদ একাই দান করলেন ১১ হাজার পাউণ্ড

লন্ডন, ২৬ এপ্রিল ২০২৪: সিলেট ক্যাডেট কলেজ-সংলগ্ন বধ্যভূমিতে 'সিলেট শহীদ স্মৃতি উদ্যান' প্রতিষ্ঠায় অংশীদার হলো লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব । ক্লাবের সম্মানিত সাধারণ সদস্য ও আজীবন সদস্যদের সহযোগিতায় ৩৫ লাখ টাকা সংগ্রহ করা হয় । গত ২১ এপ্রিল রোববার বিকেলে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ৩৫ লাখ টাকার চেক (প্রতীকী) হস্তান্তর করা হয়। এই অর্থ শীঘ্রই সিলেট শহীদ স্মৃতি উদ্যান কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন শায়খ মোকাররম আলীর ইন্তেকাল

ইস্ট লন্ডন মসজিদসহ বিভিন্ন মহলের শোক

দেশ রিপোর্ট, ২৬ এপ্রিল ২০২৪ : যুক্তরাজ্যের বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন শায়খ মাওলানা মোকাররম আলী ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি ২০ এপ্রিল শনিবার রাত ১২টায় পূর্ব লন্ডনের শাডওয়েলের নিজ বাসায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৯৮ বছর। তিনি ৪ ছেলে ২ মেয়ে, নাতি-নাতনীসহ বহু

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

লাইসেন্স লাভ, চালু হচ্ছে আউটডোর সার্ভিস

শমশেরনগর হাসপাতালের দাতাসদস্য ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আলোচনা সভা

লাইসেন্স লাভ ও আউটডোর সার্ভিস চালু উপলক্ষে শমশেরনগর হাসপাতাল বাস্তবায়ন কমিটি ইউকের

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

হিথ্রোতে দুই বিমানে সংঘর্ষ

দেশ ডেস্ক, ২৬ এপ্রিল ২০২৪ : লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে দুটি বিমানের মধ্যে মৃদু সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় বিমানের সামান্য ক্ষতি হয়েছে। এই ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। এছাড়া বিমান চলাচলেও কোনও ধরনের বিলম্ব হয়নি। গত ৭ এপ্রিল রোববার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বিবিসি।

---- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud

Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP

Telephone:
0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876

Email:
info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk